হজ্জের-মাসায়েল

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহসুফী

আলহাজ্জ হজরত মাওলানা-

মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-

খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ মুফাচ্ছির,

মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ,

ফকিহ, শাহসুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা-

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পঞ্চম মুদ্রণ সন ১৪১৬ সাল।

মুদ্রণ-মূল্য ১২০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام علي رسوله سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

হজ্জের মাসায়েল

প্রঃ হজ্জ শব্দের অর্থ কি?

উঃ উহার আভিধানিক অর্থ কোন বৃহৎ কার্য্যের ইচ্ছা করা। শরিয়তের ব্যবহারে উহার অর্থ এই যে, হজ্জের নিয়ম করিয়া এহরাম বাঁধিয়া জিল-হাজ্জ চাঁদের ৯ই তারিখে অর্থাৎ আরফার দিবসে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পর হইতে ১০ই রাত্রের ফজর পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্ত হইলেও আরাফার ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়া এবং ১০ই ফজরের পর হইতে কা'বা শরিফের তওয়াফ (চারিদিকের প্রদক্ষিণ) করাকে হজ্জ বলা হয়।

প্রঃ হজ্জ কোন সালে ফরজ হইয়াছিল?

উঃ হিজরীর নবম বৎসরের শেষাংশে হজ্জ ফরজ হইয়াছিল।

প্রঃ হজ্জের ফল কি?

উঃ হজরত বলিয়াছেন,—"হজ্জ করিলে পূর্ব্বকার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায়।"

আরও তিনি বলিয়াছেন— "যে ব্যক্তি হজ্জ করে এবং উহাতে স্ত্রীসঙ্গম না করে বা স্ত্রীসঙ্গমের কথা উল্লেখ না করে এবং কোন প্রকার ফাছেকি কার্য্য না করে, সে ব্যক্তি সদ্য প্রসূত সন্তানের ন্যায় বে-গোনাহে ফিরিয়া আসিবে।"

আরও তিনি বলিয়ছেন,—"বিশুদ্ধ হজ্জের ফল বেহেশত ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

প্রঃ হজ্জের উপযুক্ত লোক হজ্জ না করিলে কি হইবে?

উঃ হজরত বলিয়াছেন,-" যে ব্যক্তি হজ্জের উপযুক্ত পথ খরচের অধিকারি হইয়াও হজ্জ না করে, সে ব্যক্তি ইয়হুদী অথবা খ্রীষ্টানের ন্যায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে।"

প্রঃ হজ্জ কয় প্রকার?

উঃ ১) হজ্জের উপযুক্ত লোকের প্রতি হজ্জ করা ফরজ।

২) যদি কেহ এহরাম না বাঁধিয়া এহরাম বাঁধার স্থান অতিক্রম করে, তবে তাহার পক্ষে উক্ত স্থানে ফিরিয়া যাইয়া হজ্জ কিম্বা ওমরার নিয়তে এহরাম বাঁধা ওয়াজেব, এরূপ ক্ষেত্রে যদি সে ব্যক্তি হজ্জের এহরাম বাঁধে তবে উক্ত হজ্জটী ওয়াজেব হইবে।

৩) যদি কেহ সুদ, ঘুষ, চুরি ইত্যাদি হারাম অর্থ দ্বারা হজ্জ করে, তবে উহা হারাম হইবে।

৪) যদি পিতা মাতার কিম্বা তাহাদের অভাবে দাদা দাদির অথবা নানা নানির খেদমত করা কোন লোকের পর ওয়াজেব হয়, তবে তাহাদের অনুমতি লওয়া ওয়াজেব, তাহাদের বিনা অনুমতি হজ্জ করা মকরুহ তহরিমি হইবে। এইরূপ দেনাদারের পক্ষে ঋণদাতার ঋণের জামিনের অনুমতি ব্যতীত হজ্জ করা মকরুহ তহরিমি হইবে।

যদি কেহ স্ত্রী পরিজনের খোরপোষনা দিয়া হজ্জ করিতে যায়, তবে উক্ত হজ্জ করা মকরুহ তহরিমি হইবে।

যদি কোন স্ত্রীলোক তিন দিবসের পথের সফরে স্বামী বা কোন মহরম [১] পুরুষ সঙ্গে না লইয়া হজ্জ করিতে যায়, তবে উক্ত হজ্জ মকরুহ তহরিমি হইবে।

যাহার উপর হজ্জ হইয়াছে, যদি সে ব্যক্তি নিজের হজ্জ আদায় না করিয়া অন্যের বদলা হজ্জ করিতে যায়, তবে উহা মকরুহ তহরিমি হইবে।— শাঃ ২/১৫১/১৫২/১৫৮/১৫৯/২৬২।

(১)যে আত্মীয় ব্যক্তির সহিত নিকাহ করা একেবারেই হারাম, তাহাকে মহরম বলা হয়।

প্রঃ কোন সময় হজ্জ করা অবশ্যক?

উঃ এমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলিয়াছেন, যে বৎসরে কাহারও উপর হজ্জ করা ফরজ হয়, সেই বৎসরেই তাহার পক্ষে হজ্জ আদায় করা ওয়াজেব, কেননা যদি সে ব্যক্তি হজ্জ করিতে বিলম্ব করে, তবে বিনা হজ্জ আদায়ে তাহার মরিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে, কাজেই হজ্জ ওয়াজেব হওয়ার প্রথম বৎসরেই তাহার হজ্জ আদায় করা এহতিয়াতের জন্য আবশ্যক।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই তাহার সমধিক সহিহ মত। এসূত্রে হজ করিতে এ বৎসর দেরী করা মকরুহ তহরিমি ও গোনাহ ছগিরা হইবে। আর তিন বৎসর দেরী করিলে, ফাসেক হইয়া যাইবে, তাহার সাক্ষ্য (শাহাদাত) শরিয়ত অনুযায়ী অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে কিন্তু দুই বৎসর দেরী করিলে, সে ব্যক্তি ফাসেক হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, বাহরোর- রায়ে প্রণেতার মতে সে ব্যক্তি ফাসেক হইয়া যাইবে আর এবনে আবেদিন শামির মতে এই ব্যক্তি ফাসেক হইবে না।

যদি কেহ হজ্জ করিতে বিলম্ব করে, তৎপরে মৃত্যুর অগ্রে হজ্জ আদায় করে, তবে সমস্ত এমামের মতে তাহার উপরোক্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।-তাঃ ১/৪৮১/ শাঃ ২/১৫২।

(মসলা) ফকিহগণ বলিয়াছেন, যদি কোন মোশরেক কাফের কাফেরী অবস্থায় হজ্জের উপযুক্ত অর্থশালী হইয়া থাকে তৎপরে দরিদ্র হইয়া মুসলমান হইয়া যায় তবে তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে না।

আর যদি কোন মুসলমান হজ্জের উপযুক্ত অর্থশালী হইয়াপরে দরিদ্র হইয়া যায়, তবে তাহার উপর হজ্জ ফরজ থাকিয়া যাইবে। ইহা ফৎহোল কদিরে আছে।— শাঃ ২/১৫৩।

যে ব্যক্তি হজ্জের উপযুক্ত অর্থশালী হয়, তৎপরে সে ব্যক্তি নিজেই উক্ত টাকাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে কিম্বা (চুরি ইত্যাদি এইরূপ কোন বিপদে) উক্তটাকা গুলি নষ্ট হইয়া যায়, এক্ষেত্রে তাহার উপর হজ্জ ফরজ থাকিয়া যাইবে। এইরূপ কোন অর্থশালী লোক সুস্থ দেহে হজ্জ আদায় করে নাই, তৎপরে অন্ধ হইয়া যায়, এক্ষেত্রে তাহার উপর হজ্জ ফরজ থাকিয়া যাইবে। লোবারের টীকা মসেলাক, ২২।

প্রঃ যদি কেহ অর্থশালী থাকা অবস্থায় হজ্জ আদায় না করে তৎপরে নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলে, তবে তাহার পক্ষে টাকা কর্জ্জ লইয়া হজ্জ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ যদি তাহার প্রবল ধারণা (জান্নে গালেব) হয় যে সে ব্যক্তি কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে, তবে তাহার পক্ষে টাকা কর্জ্জ লইয়া হজ্জ করা উত্তম। আর যদি তাহার প্রবল ধারণা হয়, যে সে ব্যক্তি কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করিতে পরিবে না, তবে তাহার পক্ষে টাকা কর্জ্জ না লওয়া উত্তম। আর যদি কেহ কর্জ্জ পরিশোধ না করার ধারণা (নিয়ত) করিয়া কর্জ্জ করিয়া হজ্জ করিতে যায়, তবে উহা জায়েজ হইবে না।-শাঃ২/১৫৩।

(মস্‌লা) যদি কাহারও উপর জাকাত ফরজ থাকে, কিন্তু উহা আদায়ের পরিমাণ টাকা তাহার নিকট না থাকে এবং সে ব্যক্তি প্রবল ধারণা করে যে, টাকা কর্জ্জ লইয়া জাকাত আদায় করিলে, উক্ত কর্জ্জ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে, তবে তাহার পক্ষে কর্জ্জ করিয়া জাকাত আদায় করা উত্তম। যদি কর্জ্জ লইয়া জাকাত আদায় করার পরে উক্ত কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করিতে সক্ষম না হইয়া মরিয়া যায়, তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহতায়ালা আখেরাতে তাহার কর্জ্জ আদায় করিয়া দিবেন। আর যদি তাহার প্রবল ধারণা হয় যে, যদি কর্জ্জ লইয়া উহা পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে না, তবে তাহার পক্ষে কর্জ্জ না লওয়া উত্তম। ইহা যাহিরিয়া কেতাবে আছে।— শাঃ২/১৫৩।

(মস্‌লা) যদি কাহারও নিকট এক সহস্র টাকা থাকে, কিন্তু তাহার উপর এক সহস্র টাকা জাকাতের বাকি থাকে এবং হজ্জ ফরজ থাকে, তবে সে ব্যক্তি সেই টাকা দিয়া হজ্জ আদায় করিবে।

আর খাজানাতোল-আকমাল কেতাবে আছে যে, যদি উহা স্বর্ণ, রৌপ্যের কিম্বা ইত্যাদি জাকাতের উপযুক্ত পদার্থ হয়, তবে তদ্দারা জাকাত আদায় করিবে, আর যদি উহা জাকাতের উপযুক্ত পদার্থ না হয় এবং হজ্জের সময় উহা হস্তগত হইয়া থাকে, তবে তদ্দারা হজ্জ আদায় করিবে, আর যদি অন্য সময় উহা হস্তগত হইয়া থাকে, তবে উহা বিক্রয় করিয়া হজ্জ আদায় করিবে' মোল্লা আলি কারি এই মতটী পছন্দ করিয়াছেন।- লোবাবের টিকা, ২৩।

(মস্‌লা) যদি কোন লোক ঋণগ্রস্থ হয় এবং তাহার উপর হজ্জ ফরজ থাকে, এক্ষেত্রে যদি ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত টাকা তাহার নিকট থাকে এবং সত্বরেই ঋণ পরিশোধ করার তারিখ নির্দিষ্ট থাকে, তবে প্রথমই ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজেব হইবে।

আর যদি ঋণ পরিশোধ করার উপযুক্ত অর্থ তাহার নিকট না থাকে, তবে তাহাকে হজ্জ করিতে যাইতে নিষেধ করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে। ঐ পৃষ্ঠা।

প্রঃ যদি কোন লোকের পক্ষে হজ্জ ফরজ হইয়া থাকে, কিন্তু বর্তমানে হজ্জের উপযুক্ত অর্থ তাহার না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি ছওয়াল (ভিক্ষা) করিয়া হজ্জ আদায় করিতে পারে কি না?

উঃ হ্যাঁ, পারে। হাদিছ শরিফে আছে, জরুরি কার্য্যের জন্য ছওয়াল করা জায়েজ আছে। আর ফরজ হজ্জ আদায় করা যে জরুরি বিষয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করিতে চাহে, কিন্তু টাকার অভাবে হজ্জ করিতে যাইতে অক্ষম, সে ব্যক্তিকে জাকাতের টাকা দেওয়া যাইতে পারে কি না?

উঃ হ্যাঁ, তাহাকে জাকাতের টাকা দেওয়া যাইতে পারে। কোরআন শরিফে আছে, "যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার পথে আছে, (সেই ব্যক্তি জাকাতের উপযুক্ত)। যে ধর্মযোদ্ধা টাকার অভাবে জেহাদে যাইতে অক্ষম, যে ব্যক্তি টাকার অভাবে হজ্জ করিতে অক্ষম এবং যে তালেবল এলম্ টাকার অভাবে এলেম্ দিনি শিক্ষা করিতে অক্ষম,তাহাদিগকে খোদাতায়ালার পথের পথিক বলা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত বলা হইয়াছে।

বাদায়ে কেতাবে আছে, সৎকার্য্যে রত ব্যক্তিকে খোদার পথের পথিক বলা হইয়াছে, এক্ষেত্রে যে কেহ খোদার এবাদত সাধ্য সাধনা করে ও সৎপথে ধাবিত হয়, যদি সে ব্যক্তি অভাবগ্রস্থ হয়, তবে জাকাত লইতে পারে। বাঃ, ২/২৪২। শাঃ ২৬৭।

পাঠক, ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি কোন আলেম দ্বীনি কেতাব ক্রয় বা দ্বীনি কেতাব ছাপাইবার সাধ্য সাধনা করে, কিন্তু উহার উপযুক্ত অর্থ না থাকে, তবে জাকাতের টাকা লইয়া উক্ত কার্য্য করিতে পারে।

প্রঃ হজ্জের ফরজ হওয়ার শর্ত্ত কি কি ?

উঃ ১) মুসলমান হওয়া একটি শর্ত্ত কাফেরের উপর হজ্জ ফরজ নহে।

(মসলা) যদি কোন মুসলমান হজ্জ করিয়া মোরতাদ্দ (কাফের) হইয়া যায়, তৎপরে মুসলমান হইয়া যায়, তবে সক্ষম হইলে, দ্বিতীয়বার তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে ঃ— আঃ ১/২৩০।

২) যে মুসলমান দারোল হরবে থাকে, তাহার হজ্জ ফরজ হওয়ার জ্ঞান থাকা একটী শর্ত্ত, যদি সেই মুসলমান হজ্জ ফরজ বলিয়া অবগত না থাকে, তবে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি দারোল ইসলামে থাকে, তবে তাহার হজ্জ ফরজ হওয়ার এলম (জ্ঞান) থাকুক/আর নাই থাকুক, তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে।— শাঃ ২/১১৪, লোবাবের টীকা, ৯।

৩) সজ্ঞান হওয়া একটী শর্ত্ত, পাগলের উপর হজ্জ ফরজ হইবে না।— শাঃ ২/১৫৩।

৪) বালেগ হওয়া একটি শর্ত্ত, নাবালেগের উপর হজ্জ ফরজ হইবে না। যদি বালেগ হওয়ার পূর্ব্বে কেহ হজ্জ করে, তবে উহা নফল হজ্জ হইয়া যাইবে, ফরজ হজ্জ হইবে না। যদি কেহ নাবালেগ অবস্থায় হজ্জের এহরাম বাঁধে, তৎপরে আরফাতে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে বালেগ হইয়া যায়, যদি প্রথম এহরামের অবস্থায় থাকিয়া হজ্জ সম্পন্ন করে, তবে উক্ত হজ্জ নফল হইয়া যাইবে। আর যদি বালেগ হওয়ার পরে নূতন করিয়া ফরজ হজ্জের নিয়ত করিয়া লাব্বায়কা বলে তৎপরে আরফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান হয়, তবে তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে, ইহা তাহাবির টীকায় আছে।

এইরূপ যদি আরফাতে দাঁড়াইবার অগ্রে পাগল চৈতন্য লাভ করে কিম্বা কাফের মুসলমান হইয়া যায়, তৎপরে তাহাদের উভয়ে নূতন করিয়া এহরাম বাঁধিয়া আরফাতে দাঁড়াইয়া যায় তবে তাহাদের ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

এইরূপ যদি কোন নাবালেগ বিনা এহরামে এহরামের স্থান অতিক্রম করার পরে মক্কা শরিফে উপস্থিত হইয়া বালেগ হইয়া যায় এবং মক্কা শরিফ হইতে এহরাম বাঁধে, তবে তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। ইহা কাজিখানে আছে।

যদি নাবালেগ হজ্জের কার্য্যগুলি বুঝিতে পারে তবে নিজেই এহরাম বাঁধিবে ও উহার কার্য্যগুলির সমাধা করিবে। আর যদি সে তৎসমস্ত বুঝিতে না পারে, তবে তাহার পিতা বা ওলি তাহার পক্ষ হইতে এহরাম বাঁধিবে ও হজ্জের কার্য্যগুলি করিবে, কিন্তু ওলি উক্ত নাবালেগকে এহরামের নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি করিতে বিরত রাখিবে, আর যদি উক্ত নাবালেগ নিষেধ করা সত্ত্বেও উহা করিয়া ফেলে

তবে তাহার কিম্বা ওলির কোন দোষ হইবে না।—আঃ,১/২৩০। শাঃ,২/১৫৯।

৫) স্বাধীন (আজাদ) হওয়া একটি শর্ত্ত, গোলামের (ক্রীতদা-সের) উপর হজ্জ করা ফরজ নহে। যদি কোন গোলাম আজাদ হওয়ার পূর্ব্বে তাহার মনিবের সঙ্গে হজ্জ করে, তবে উহা তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইবে না। আজাদ হওয়ার পরে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইলে, দ্বিতীয়বার তাহার উপর হজ্জ আদায় করা ফরজ হইবে। যদি তাহার এহরাম বাঁধার পূর্ব্বে পথিমধ্যে তাহাকে আজাদ করিয়া দেওয়া হয়, তৎপরে সে ব্যক্তি এহরাম বাঁধিয়া হজ্জ আদায় করে, তবে উহা তাহার ফরজ হজ্জ হইয়া যাইবে। আর যদি আজাদ হওয়ার পূর্ব্বে সে ব্যক্তি এহরাম বাঁধে এবং আজাদ হওয়ার পরে নূতন এহরাম বাঁধে, তবে উহা ফরজ হজ্জ হইবে না।—আঃ,১/২৩০।

৬) পথ খরচ থাকা শর্ত্ত। যদি জরুরি বিষয়গুলি বাদ দিয়া কাহারও পথের খরচ অর্থাৎ খোরাক ও সওয়ারির মাশুলও স্ত্রী পরিজনের খোরপোষ থাকে, তবে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে। আর যদি কাহারও পথের খোরাক পরিমণ টাকা থাকে কিন্তু রেল জাহাজ ও উটের মাশুল না থাকে, তবে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না।

যদি কাহারও পথ খরচ থাকে, কিন্তু হজ্জ করিতে গেলে, তাহার পরিজনের খোরপোষ পরিমাণ টাকার অভাব হইয়া পড়ে তবে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না।

যত দিবস সে ব্যক্তি হজ্জ করিয়া ফিরিয়া না আসে, তত দিবস তাহার পরিজনের মধ্যম ধরণের খোরপোষ ও গৃহ মেরামত ইত্যাদি জরুরি খরচ বাদ দিয়া যদি হজ্জের উপযুক্ত টাকা হয়, তবে হজ্জ ফরজ হইবে।

তাহার বাসগৃহে, পরিধেয় পোষাক, খেদমতের গোলাম, সওয়ারির ঘোড়া, যুদ্ধের অস্ত্র, পেশার উপকরণগুলি ও গৃহের আসবাব জরুরি বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে, তৎসমস্তে হজ্জ ফরজ হইবে না।

কর্জ্জের পরিমাণ টাকা বা স্ত্রীলোকের দেনমোহর বাদদিয়া যে সম্পত্তি বা অর্থ থাকে, তাহাই হজ্জের উপযুক্ত হইলে হজ্জ ফরজ হইবে আর যদি কর্জ্জ বা দেনমোহর আদায় করিলে, যাতায়াতের খরচ ও পরিজনের খোরপোষ সঙ্কুলান না হয়, তবে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না।

যে ব্যক্তি যেরূপ সওয়ারির উপযুক্ত সে ব্যক্তির সেইরূপ সাওয়ারির খরচ সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে, নচেৎ তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না।

যে ব্যক্তি উটের পৃষ্ঠের উপর বিনা শুকদুফ বা শিবরি বসিয়া থাকিতে পারে এবং এই অবস্থায় ছফর করিতে পারে, তাহার পক্ষে খরচ পরিমাণ টাকা থাকিলে, হজ্জ ফরজ হইবে।

যে ধনশালী ব্যক্তি শুকদুক শিবরি উপযুক্ত, তাহার কেবল উটের পিষ্ঠের উপর বসিয়া খাওয়ার খরচ থাকিলে হজ্জ ফরজ হইবে না।—আঃ, ১/২৩১, বাঃ ২/৩১৩।

(মস্‌লা) যদি দুইজন লোকের এরূপ একটি সওয়ারী হয় যে, তাহারা পর্য্যাক্রমে (বারিবারিতে) উহার উপর সওয়ার হইয়া যাইতে এবং পদব্রজে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের উপর হজ্জ ফরজ হইবে না। ইহা কাজিখানে আছে। আঃ ১/২৩১।

(মস্‌লা) মক্কাবাসীদিগের সওয়ারি না থাকিলেও তাহাদিগকে পদব্রজে চলিয়া গিয়া হজ্জ করা ফরজ। অবস্য যদি কেহ পদব্রজে চলিয়া যাইতে অক্ষম হয়, তবে তাহার পক্ষে সওয়ারির

আবশ্যক হইবে, এইরূপ লোকের সওয়ারির ক্ষমতা না থাকিলে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না, কিন্তু প্রত্যেক অবস্থায় যত দিবস সে ব্যক্তি বাটীতে ফিরিয়া না আসে, তত দিবসের তাহার নিজের খোরাক এবং তাহার পরিজনের মধ্যম ধরণের খোরাক থাকিলে, হজ্জ ফরজ হইবে, নচেৎ ফরজ হইবে না।

এইরূপ যাহারা মক্কা শরিফ হইতে তিন দিবসের কম পথ অবস্থিত করেন, তাহাদের সওয়ারি না থাকিলেও যদি তাহারা পদব্রজে চলিয়া যাইতে সক্ষম হয়, তবে পদব্রজে চলিয়া যাইয়া তাহদের হজ্জ করা ফরজ হইবে। ইহা সেরাজ কেতাবে আছে। বাঃ, ২/৩১৩ আঃ, ১/২৩১।

(মস্‌লা) একজন দরিদ্র পদব্রজে চলিয়া হজ্জ করিয়াছে, তৎপরে সে ব্যক্তি অর্থশালী (মালদার) হইয়া যায়, এক্ষেত্রে তাহাকে দ্বিতীয়বার হজ্জ করা ওয়াজেব হইবে না। ইহা কাজিখানে আছে।— আঃ, ১/২৩১।

(মসলা) যদি কাহারও একখানা অতিরিক্ত গৃহ থাকে যাহাতে সে ব্যক্তির বাস করার আবশ্যক হয় না, কিম্বা উহা অন্য লোককে বাস করিতে দেওয়া হয়, অথবা উহা ভাড়া দেওয়া হয়, কিম্বা একটি অতিরিক্ত গোলাম থাকে যাহার খেদমত লওয়া তাহার আবশ্যক হয়না, কিম্বা এইরূপ কতকগুলি কাপড় থাকে, যেগুলি পরিধান করা তাহার আবশ্যক হয় না, কিম্বা এরূপ গৃহের আসবাবপত্র থাকে যাহার ব্যবহার করা হয় না, কিম্বা এরূপ জমি থাকে যাহার চাষ করা হয় না। কিম্বা এরূপ জমি থাকে যাহার উপসত্ত্ব জরুরত অপেক্ষা অতিরিক্ত হয়, কিম্বা এরূপ ফলকের বৃক্ষাদি থাকে যাহার ফল ভক্ষণ করার অতিরিক্ত হয়, কিম্বা এরূপ দোকান বা হাম্মাম থাকে যাহা তাহার দরকারে লাগে না, কিম্বা এইরূপ উট, গরু ও ছাগল থাকে যাহার দুধ পান ও মাংস ভক্ষণের আবশ্যক হয় না,

আর তৎসমস্তের মূল্য হজ্জের পথ খরচ পরিমাণ হয়, তবে তৎসমস্ত বিক্রয় করিয়া হজ্জ করা তাহার পক্ষে ফরজ হইবে। আর যদি তৎসমস্ত মূল্য জাকাতের পরিমাণ হয়, তবে তাহার উপর কোরবাণী করা ও ছদকার ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইবে এবং জাকাত গ্রহণ করা হারাম হইবে। লোবাবের টীকা, ১২।

(মসলা) যদি কোন ফকিহ ব্যক্তির অনেকগুলি শরিয়তের কেতাব থাকে এবং উহা পাঠ করা তাহার পক্ষে আবশ্যক হয়, তবে তজ্জন্য তাহার প্রতি হজ্জ ফরজ হইবে না।

আর যদি কোন নিরক্ষর লোকের কতকগুলি শরিয়তের কেতাব থাকে যাহার মূল্য ধরিলে, হজ্জের পথ খরচ হয়, তবে তাহার পক্ষে হজ্জ ফরজ হইবে। আর যদি চিকিৎসা, জ্যোতিষ ইত্যাদি সংক্রান্ত কেতাব থাকে, যাহা শরিয়তের এলম বলিয়া গণ্য নহে এবং উহার মূল্য ধরিলে, হজ্জের পথ খরচ হইতে পারে, তবে উহাতে হজ্জ ফরজ হইবে। আঃ১/২৩১। লোঃ টীকা, ১২।

প্রঃ যদি কোন লোকের বাসগৃহ খেদমতের গোলাম ইত্যাদি না থাকে, আর তাহার নিকট এরূপ টাকা থাকে যে, তদ্দারা হজ্জ করা সম্ভব হয়, অথবা বাসগৃহ, গোলাম ইত্যাদি খরিদ করা সম্ভব হয়, তবে তাহার পক্ষে হজ্জ করা ফরজ হইবে কি না?

উঃ যদি শহরবাসিদিগের হজ্জে রওয়ানা হওয়ার সময় ঐ পরিমাণ টাকার মালিক হইয়া থাকে, তবে হজ্জ করা তাহার উপর ফরজ হইবে। আর যদি ইহার পূর্ব্বে উহার মালিক হইয়া থাকে, তবে তদ্দারা যাহা হয় খরিদ করিতে পারিবে, উহাতে কোন গোনাহ্ হইবে না। শাঃ, ২১৫৬/তাঃ,১/৪৮৩।

প্রঃ যে ব্যক্তির হজ্জের পরিমাণ টাকা থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি বিবাহ করিতে গেলে, তাহার হজ্জের পথ খরচ সঙ্কুলান হয় না, এক্ষেত্রে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে কি না?

উঃ আশবাহ কেতাবে আছে, যদি নিকাহ না করিলে, জেনা (ব্যাভিচার) করার আসঙ্কা করে এক্ষেত্রে যদি সে ব্যক্তি শহর বাসিদিগের হজ্জে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব্বে উক্ত পরিমাণ টাকার মালিক হইয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি নিকাহ করিতে পারে, আর তাহাদের হজ্জে রওয়ানা হওয়া কালে উক্ত পরিমাণ টাকার মালিক হইলে, তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে।

এব্নে আবেদীন শামী 'এবনে কামাল বাশা' হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি সে ব্যক্তি নিকাহ না করার জন্য জেনা (ব্যাভিচার) কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে উপরোক্ত উভয় ক্ষেত্রে হজ্জ করা ফরজ হইবে না, বরং নিকাহ করা ফরজ হইবে। শাঃ ২/১৫৬। আঃ, ১/৪৮৩।

(মসলা) যদি কোন লোকের নিকট এক বৎসরের ধান্য চাউল অথবা গম থাকে, তবে উহাতে হজ্জ ফরজ হইবে না, আর যদি এক বৎসরের অধিক পরিমাণ খাদ্য বস্তু তাহার নিকট থাকে এবং এক বৎসরের খাদ্য বাদ দিয়া তদতিরিক্ত খাদ্য হজ্জের পথ খরচ হইলে, তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে।—লোঃ,১২। শাঃ, ২/১৫৬।

(মসলা) কাজিখান কতক বিদ্বান হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যদি কোন ব্যক্তি সওদাগর হয় এবং ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা দিনপাত করিয়া থাকে ও এরূপ অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে যে, যদি সে ব্যক্তি নিজের যাতায়াতের পথ খরচ এবং তাহার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তাহার সন্তান সন্ততি ও পরিজনের খোরপোষ উক্ত মূলধন হইতে গ্রহণ করে, তবে হজ্জ করিয়া ফিরিয়া আসার পরে অবশিষ্ট টাকা উক্ত ব্যবসায়ের মূলধনের উপযুক্ত হইতে পারে, তবে তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে। আর যদি অবশিষ্ট টাকা ব্যবসায়ের পক্ষে যথেষ্ট মূলধন না হয়, তবে তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে না।

আর যদি সে ব্যক্তি অন্য কোন পেশা অবলম্বন করিয়া থাকে, এক্ষেত্রে যদি সে ব্যক্তি হজ্জের পথ খরচ ও স্ত্রীপরিজনের খোরপোষ গ্রহণ করিলেও তাহার পেশার উপকরণ (অস্ত্র শস্ত্র) বাকি থাকে, তবে তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে। আর উহা বাকি না থাকিলে, তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে না।

যে ব্যক্তি জমির মালিক হয়, যদি সে ব্যক্তি জমি হইতে হজ্জের পথ খরচ ও স্ত্রীপরিজনের খোরপোষ পরিমাণ বিক্রয় করিলে, অবশিষ্ট জমির উপসত্ত্ব দ্বারা তাহার ও তাহার পরিজনের জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হয়, তবে তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে নচেৎ উহা ফরজ হইবে না।

আর কেহ কৃষক হইলে, হজ্জের পথ খরচ এবং স্ত্রী পরিজনের খোরপোষ বাদ দিয়া যদি তাহার গরু ইত্যাদি কৃষিকার্য্যের উপকরণ গুলি বাকি থাকে, তবে তাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে, নচেৎ উহা ফরজ হইবে না। আঃ, ১/২৩১/২০২।

(মসলা) যদি কাহারও একটি বাটি থাকে, যাহার কতকাংশ তাহার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তবে অতিরিক্ত অংশটুকু হজ্জ আদয়ের জন্য বিক্রয় করা ওয়াজেব হইবে না।(ইহা কাজিখানে আছে।— আঃ ১/২৩১। দোঃ, ১/৯৩/৯৪। শাঃ ২/১৫৬।

(মসলা) যদি কোন লোকের এইরূপ একটি বাটী থাকে যাহা বিক্রয় করিয়া তদ্দারা তদপেক্ষা একটি ছোট বাটী খরিদকরতঃ অবশিষ্ট মূল্য দ্বারা হজ্জ করিতে পারে,তবে তাহার পক্ষে এরূপ ক্রয় বিক্রয় করা ওয়াজেব হইবে না, ইহা মুহিত কেতাবে আছে, আর যদি যে ব্যক্তি ঐরূপ ক্রয় বিক্রয় করিয়া হজ্জ আদায় করে, তবে সমধিক উৎকৃষ্ট হইবে, ইহা ইজাহ কেতাবে আছে।

এইরূপ হজ্জ করণেচ্ছায় নিজের বাসগৃহ বিক্রয় করিয়া ভাড়া করা গৃহে বাস করা ওয়াজেব নহে, ইহা বাহরোর রায়েকে আছে। আঃ ১/৩৪১।

(মসলা) যদি একজন লোক অন্য একজনকে কিম্বা পিতা পুত্রকে অথবা পুত্র পিতাকে হজ্জের পরিমাণ টাকা মালিক বা মোবাহ করিয়া দেয় বা ছদকা ও হেবা করিয়া দেয়, তবে শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা কবুল করা ওয়াজেব হইবে না, আর যদি উক্ত টাকা গ্রহণ করে তবে সকলের মতে তাহার পক্ষে হজ্জ করা ওয়াজেব হইবে। লোঃ টীকা, ১৩।

হজ্জ আদায়ের শর্ত্তগুলির বিবরণ

১) সুস্থ শরীর হওয়া একটি শর্ত্ত।

যদি কেহ সুস্থ শরীর থাকা অবস্থায় হজ্জের উপযুক্ত অর্থশালি হইয়া থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করিল না, তৎপরে তাহার অর্দ্ধাঙ্গি বা সর্ব্বাঙ্গি উত্থান শক্তি রহিত হইয়া যায়, অথবা সে ব্যক্তি খঞ্জ বা অন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা এরূপ বৃদ্ধ বা পীড়াগ্রস্থ হইয়া যায় যে, উটের বা অন্য কোন সওয়ারির উপর বসিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার পক্ষে কোন লোক পাঠাইয়া বদল হজ্জ করান ফরজ হইবে।

আর যদি সে ব্যক্তি কষ্ট পরিশ্রম করিয়া হজ্জ আদায় করে তবে ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি নিজে হজ্জ আদায় করার পরে সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া যায়, তবে দ্বিতীয়বার তাহাকে হজ্জ আদায় করিতে হইবে না।

যদি কেহ অন্ধ, খঞ্জ, উত্থান বা চলতশক্তি রহিত বা সওয়ারির উপর বসিতে অক্ষম এরূপ বৃদ্ধ অবস্থায় হজ্জের উপযুক্ত টাকার মালিক হয়, তবে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তির উপর হজ্জ করা ফরজ হইবে না।

আর এমাম আবু ইউসুফ ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে, তাহার পক্ষে বদলা হজ্জ করান ফরজ হইবে, আর মৃত্যু উপস্থিত হইলে, বদলা হজ্জের জন্য ওছিএত করা ফরজ হইবে।

আর যদি বদলা হজ্জ করানোর পরে সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া যায়, তবে দ্বিতীয়বার তাহার নিজেই হজ্জ করা ফরজ হইবে।

এইরূপ কারাগারে বন্দী থাকা এবং হজ্জ করিতে সুলতানের নিষেধাজ্ঞা ও দণ্ডের আশঙ্কা থাকা অবস্থায় কেহ হজ্জের উপযুক্ত অর্থশালী হইলে, এমামগণের উপরোক্ত প্রকার মতভেদ হইয়াছে।

তোহফা প্রণেতা, এমাম ইসবিজাবী ও এবনোল হোমাম এমাম সাহেবের শিষ্যদ্বয়ের মতটি মনোনীত ও প্রবল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কাজিখান ও বহু ফকিহ্ এই মতটি ছহিহ্ বলিয়াছেন নেহায়া কেতাবে এমাম সাহেবের মতটি গৃহীত হইয়াছে। রামালি উহাকে সমধিক ছহিহ্ মত বলিয়াছেন। বাহারোর রায়েকে ইহাকেই ছহিহ্ মজহাব বলা হইয়াছে। বাঃ,২/৩১১ আঃ, ১/২৩২, মেনা, ২/৩১১। শাঃ ২/১৫৪।

লেখক বলেন, এমাম সাহেবের মতটি সহজ, আর তাহার শিষ্য দ্বয়ের মতটি সমধিক এহতিয়াত।

(মসলা) মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, বাদশাহ কিম্বা মহা প্রতাপশালী আমির হজ্জ করিতে গেলে, রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে, প্রজাদের মধ্যে অশান্তি ঘটিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাদশাহ্ হত হইয়া তাকে, এই জন্য বাদশাহ কিম্বা প্রতাপশালী আমির হজ্জ করিতে যাইবে, না গিয়া বদলা হজ্জ করাইবেন। মেনহাতোল খালেকে আছে, যদি সুলতানের সুলতানাত শরিয়তের শর্তানুযায়ী হইয়া থাকে, তবে উপরোক্ত প্রকার হুকুম হইবে, নচেৎ

নিজে সুলতানাত ত্যাগ করিয়া উপযুক্ত লোককে খালিফা স্থির করিয়া হজ্জ করিতে যাইবে, কিন্তু যদি এরূপ ক্ষেত্রেও সৈন্য বিদ্রোহ হয়, তবে নিজে হজ্জ করিবে না।

এবনে আবেদিন শামি বলিয়াছেন যদি উক্ত সুলতান প্রথমাবস্থায় হজ্জ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তৎপরে সুলতানাত লাভ করিয়া অক্ষম হইয়া থাকেন, তবে তাহার পক্ষে বদলা হজ্জ করান ফরজ হইবে।

আর যদি তিনি সুলতানাত লাভ করার পরে হজ্জের উপযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে এমাম আজমের মতে তাহার প্রতি বদলা হজ্জ করান ফরজ হইবে না। আর তাহার শিষ্যদ্বয়ের মতে বদলা হজ্জ করান ফরজ হইবে।

আর যদি বয়তল-মাল তহবিল ব্যতিত সুলতানের হজ্জের উপযুক্ত নিজের টাকা না থাকে, তবে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না।

আর যদি সুলতান হজ্জের উপযুক্ত হওয়ার পরে শেষ জীবনে সুলতানাত ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে তাহার নিজেই হজ্জ করা ফরজ হইবে। মেনঃ, ২/৩১১। শাঃ ২/১৫৪।

২) পথের শান্তি থাকা হজ্জ আদায় করার একটী শর্ত্ত (ফকিহ্) আবদুল্লা এই বলিয়াছেন, যদি পথটি অধিক সময় নিরাপদ থাকে, তবে হজ্জ আদায় করা ওয়াজেব হইবে, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য মত।

কেরমানি বলিয়াছেন, সমুদ্রের যে পথে লোক গমন করিয়া থাকে, যদি উক্ত পথটি অধিক সময় নিরাপদ থাকে, তবে উক্ত পথে হজ্জ আদায় করা ওয়াজেব হইবে। ইহাই সমধিক ছহিহ্ মত।

ফৎহোল কদিরে আছে, যদি সাধারণতঃ উক্ত পথে লুণ্ঠনকারী দিগের লুণ্ঠনের ভয় না থাকে, তবে হজ্জ আদায় করা

ওয়াজেব হইবে। যদি ডাকাতেরা হাজিদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে এরূপ প্রবল আশাঙ্কা হয়, তবে ওজোর (আপত্তি) বলিয়া ধরিতে হইবে, কিন্তু যদি কতক হাজি দল ছাড়া হইয়া দূরে যাওয়ার গতিকে চোরের দ্বারা হত হয়, তবে উহা ওজোর হইতে পারে না।

যদিও অরণ্যবাসি আরবেরা কিম্বা রক্ষকেরা হাজিদিগের নিকট হইতে কিছু টাকা কড়ি দাবি করিয়া গ্রহণ করে, তবু উহা দিয়া হজ্জ করা ওয়াজেব হইবে।

যদি নিরাপদে হজ্জ আদায় করিতে কিছু উৎকোচ দিতে হয়, তবে উহা দেওয়া জায়েজ হইবে। শাঃ, ২/১৫৭। তাঃ ১/৪৮৩

লেখক বলেন, হিন্দুস্থানের হাজিরা রেল ষ্টিমারে সাধারণত নিরাপদে হজ্জ করিয়া থাকেন, কাজেই তাহাদের পক্ষে হজ্জ আদায় করা যে ফরজ ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

৩) স্ত্রীলোক যুবতী হউক, আর বৃদ্ধা হউক, যদি তিন দিবসের পথ (৪৫) মাইল অতিক্রম করিয়া হজ্জ করিতে চাহে, তবে তাহার সহিত একজন 'মহরম' পুরুষ লোক থাকা শর্ত্ত। ইহা মুহতি কেতাবে আছে।

আর তিন দিবসের কম পথ হইলে হজ্জ করিতে গেলে, তাহারে সহিত মহরম না থাকিলেও হজ্জ করিতে পারিবে।

এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউছুফের এক রেওয়াতে আছে যে, বিনা মহরমে স্ত্রীলোকের এক দিবসের (১৮মাইল) পথ ছফর করা মকরুহ, লোবাবের টীকায় এই মতটী ফৎওয়ার উপযুক্ত হওয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে এই মতটি সমর্থিত হইয়াছে।

মহরম লোকটীর বালেগ বুদ্ধিমান ও পরহেজগার হওয়া আবশ্যক। মহরম পুরুষটী নাবালেগ, পাগল বা ফাছেক হইলে, তাহার সহিত হজ্জ করিতে যাওয়া জায়েজ হইবে না অবশ্য যদি সে ব্যক্তি

বালেগ হওয়ার নিকট নিকট বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার সহিত হজ্জ করিতে যাওয়া জায়েজ হইবে।

মুফতি আবু ছউদ বলিয়াছেন, বর্ত্তমান জামানায় দুধ ভাইয়ের সহিত কোন স্ত্রীলোকের হজ্জ করিতে যাওয়া জায়েজ নহে।

এবনে আবেদীন শামি বলিয়াছেন, যুবতী শ্বাশুড়ী যুবক জামাতার সহিত হজ্জ করিতে যাইতে পারিবে না। শাঃ২/১৫৭/১৫৮

যদি কোন স্ত্রীলোক তিন দিবসের (বা এক দিবসের) দূর পথ হইতে মহরম বা স্বামীকে সঙ্গে না লইয়া হজ্জ করিতে যায়, তবে তাহার হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু ইহা মকরুহ তহরিমি হইবে। শাঃ, ২/১৫৯।

(মসলা) যে মহরম পুরুষটী উক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাইবে, উক্ত স্ত্রীলোকটী তাহার পথ খরচ দিতে বাধ্য হইবে, কিন্তু স্বামী সঙ্গী হইলে তাহার পথ খরচ দেওয়া ওয়াজেব হইবে না। যতক্ষণ কোন স্ত্রীলোক নিজের এবং সঙ্গী মহরমের পথ খরচ পরিমাণ টাকার মালিক না হয়, ততক্ষণ তাহার উপর হজ্জ হইবে না।

কোন স্ত্রীলোক ফরজ হজ্জ আদায় করিতে কোন উপযুক্ত মহরম ব্যক্তি সঙ্গি পাইলে, যদি তাহার স্বামী হজ্জ করিতে নিষেধ করে, তবে তাহার নিষেধাজ্ঞা না শুনিয়া হজ্জ করিবে।

আর স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল হজ্জ আদায় করিতে যাওয়া নিষিদ্ধ।

যদি তাহার কোন মহরম বা স্বামী না থাকে, তবে তাহার পক্ষে নিকাহ করা ওয়াজেব হইবে না। ইহা কাজিখান, লোবাব, জওহেরা, মানাছেকে এবনে আমিরে হজ্জে আছে।

যদি কোন স্ত্রীলোক পীড়া কিম্বা পথের অশান্তির কারণে অথবা স্বামী বা মহরমের অভাবে হজ্জ করিতে না পারে, তবে

তাহাকে বদলা হজ্জ করাইতে ওছিয়ত করা ওয়াজেব,কাজিখান, নেহায়া, ফতহোল কদির, লোবাব জওহেরা ও মানাছেকে এবনে আমির এই মতটি পছন্দ করিয়াছেন। —আঃ ১/২৩২/২৩৩/শাঃ, ২/৫৮।

৪) স্ত্রীলোকের এদ্দত না থাকা একটি শর্ত্ত।

যে সময় শহরের লোকেরা হজ্জ করিতে বাহির হন, সেই সময় কোন স্ত্রীলোকের তালাকের বা স্বামীর মৃত্যুর এদ্দত থাকিলে, তাহার পক্ষে হজ্জ করিতে যাওয়া নিষিদ্ধ।

আর যদি স্ত্রীলোকের হজ্জে রওয়ানা হওয়ার পরে তাহার স্বামী তাহাকে রাজয়ি তালাক দেয়, তবে সে নিজের স্বামীকে ত্যাগ করিবে না এবং স্বামীর পক্ষে তাহাকে ফিরাইয়া লওয়া উচিৎ।

আর যদি স্বামী তাহাকে তালাকে বাএন দিয়া থাকে, তবে তাহার স্বামী বেগানা হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে যদি মক্কা শরিফ ও তাহার নিজের শহর এই উভয়টী তিন দিবসের কম পথ হয়,তবে ইচ্ছা হয় উক্তস্ত্রীলোকটী হজ্জ করিতে যাইবে, আর ইচ্ছা হয় নিজের শহরের দিকে চলিয়া যাইবে।

আর যদি একটি তিন দিবসের পথ হয় এবং অন্যটি তদপেক্ষা কম পথ হয়, তবে যেটি কম পথ হয়, সেই দিকে চলিয়া যাইবে।

আর যদি উভয়টি তিন দিবসের পথ হয়, এক্ষেত্রে যদি কোন শহরে থাকে, তবে তথায় থাকিয়া এদ্দত পালন করিবে এবং কোন মহরম পাইলেও তথা হইতে বাহির হইবে না।

আর যদি এরূপ কোন গ্রামে কিম্বা ময়দানে থাকে যে তথায় এজ্জত হানির আশঙ্কাকরে, তবে তথা হইতে কোন-নিরাপদ স্থানে, পৌঁছিয়া এদ্দত পালন করিবে এবং কোন মহরম সঙ্গী পাইলেও উক্ত নিরাপদ স্থান হইতে বাহির হইয়া অন্যত্রে যাইবে না। কঃ, ১/৪৩৮। শাঃ ২/১৬৯। তাঃ, ১/৪৮৪।

৫) হজ্জে আর একটি শর্ত্ত এই যে, এরূপ ওয়াক্ত বাকি থাকে যে, যেন নিয়মিত চলনে হজ্জের স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, এমন কি যদি প্রত্যেক দিবসে কিম্বা দিবসের কতকাংশে এক মঞ্জেল অপেক্ষা অধিক পথ চলতে হয় তবে (সেই বৎসর) হজ্জ ওয়াজেব হইবে না।

৬) হজ্জের অবশিষ্ট শর্ত্ত এই যে, উক্ত ছফরে ফরজগুলি ওয়াক্ত মত আদায় করিতে সক্ষম হওয়া।

কেরমাণি বলিয়াছেন, একটি বিষয় এরূপ ভাবে ফরজ হইতে পারে না যে,উহাতে অন্য একটি ফরজ নষ্ট হইয়া যায়। যদি কেহ এহরাম বাঁধিয়া আরফাতে উপস্থিত হয় এবং আরফাতে দাঁড়াইবার সময়ের মধ্যে অল্পই বাকি থাকে, এমনকি যদি আরফাতে দাঁড়াইতে যায়, তবে তাহার এশা কাজা হইয়া যায়, আর যদি এশা পড়িতে থাকে, তবে হজ্জে দাঁড়ানোর সময় নষ্ট হইয়া যায়, এক্ষেত্রে হজ্জ আদায় করিবে, কিম্বা এশার নামাজ পড়িবে, ইহাতে মতভেদে হইয়াছে কেহ কেহ বলেন, হজ্জ আদায় করিবে এবং এশা কাজা পড়িয়া লইবে, আর কেহ কেহ বলেন, এশা পড়িয়া লইবে এবং হজ্জ কাজা করিবে, মোল্লা আলি কারি এই মতটি গ্রহণীয় বলিয়াছেন।

এব্নোল হজ্জ মালেক বলিয়াছেন, হজ্জ ফরজ আদায় করার জন্য নামাজ কাজা করা জায়েজ নহে। ইহাতে এজমা হইয়াছে আবুল কাছেম বলিয়াছেন, কেহ বর্ত্তমান কালে জেহাদ করিতে গিয়া এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করিলে, উহার কাফ্ফারার জন্য তাহার পক্ষে একশত জেহাদ করা আবশ্যক হইবে।

এই জন্য যুদ্ধকালে শত্রুদের আশঙ্কা হইলে, নামাজে দেরী না করিয়া খওফের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহা অন্য সময় জায়েজ হইতে পারে না।

এই জন্য যে সময় খোন্দক যুদ্ধের দিবস হজরত পয়গম্বরে-খোদা (সাঃ) এর আছরের নামাজ কাজা হইয়া গিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, কাফেরেরা আমার মধ্যম নামাজ অর্থাৎ আছরের নামাজ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের গৃহ ও গোরকে অগ্নিতে পরিপূর্ণ করুন।

পীর আবুবকর অর্রাক হজ্জের জন্য রওনা হইয়াছিলেন, তৎপরে তিনি এক মঞ্জেল গমন করিয়া আপন শিষ্যগণকে বলিয়া ছিলেন আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চল, কেননা আমি একই মঞ্জেলে সাত শত গোনাহ কবিরা করিয়াছি।

মন্ ইয়ার হাশিয়ায় লিখিত আছে যে, নামাজের জামাত ত্যাগ করার জন্য তিনি এইরূপ কথা বলিয়াছেন, আর জামায়াত ত্যাগ করা অপেক্ষা নামাজ কাজা করা বড় গোনাহ ইহাতে সন্দেহ নাই।

আর অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিনা প্রসিদ্ধ ওজরে চুতস্পদ জন্তুর উপর নামাজ পড়িয়া থাকে, (ইহাত জায়েজ নহে)। কতক সাধারণ লোক ধারণা করে যে, উট চালকেরা নীচে নামাজ পড়িতে রাজি হয় না, ইহা তাহাদের অনভিজ্ঞতা ও দ্বিনী কার্য্যে অসাবধানতার লক্ষণ, কেননা, হাজিদিগের পক্ষে উক্ত উট চালক দিগের সহিত নামিয়া নামাজ পড়িয়া লওয়ার শর্ত্ত করা ওয়াজেব আর শর্ত্ত না করিলেও ইহা করাই একান্ত আবশ্যক কেননা উহা দ্বিনি কার্য্যগুলির মধ্যে একটি জরুরি কার্য্য, কাজেই উহা ত্যাগ করার কাহারও আপত্তি গ্রহ্য হইতে পারে না এবং কেহ উহার এনাকর করিতেও পারে না।

অবশ্য যদি চোরের কিম্বা হিংস্র জন্তুর ভয় হয় কিম্বা যদি চতুস্পদ জন্তুটি এরূপ দূরন্ত হয় যে অন্য লোকের সাহায্য ব্যতীত উহার উপর আরোহণ কিম্বা উহা হইতে অবতরণ করা সম্ভব না হয় এবং তথায় এরূপ সাহায্যকারী কেহ না থাকে, তবে উটের উপর ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ হইতে পারে।— লোবাবের টীকা, ১৯/২০।।

প্রঃ হজ্জের কয়টি ফরজ আছে?

উঃ ১) অন্তরে হজ্জের নিয়ত করা এবং লাব্বায়কা বলা বা তত্তুল্য কোন কার্য্য করা, ইহাকে এহরাম বলে।

২) আরফাত ময়দানে অন্ততঃ এক নিমেষ দাঁড়ান।

৩) তওয়াফে জিয়ারতের অধিকাংশ আদায় করা।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় হজ্জের ফরজ, কিন্তু শেষে দুইটি বিষয়কে উহার রোকন বলা হইয়াছে।

৪) তওয়াফের নিয়ত করা ফরজ।

৫) উপরোক্ত তিনটি ফরজের মধ্যে তরতিব লক্ষ্য রাখা ফরজ অর্থাৎ প্রথমে এহরাম বাঁধা তৎপরে আরফাতে দাঁড়ান, তৎপরে তওয়াফ করা।

৬) প্রত্যেক ফরজটি ওয়াক্ত মত আদায় করা অর্থাৎ আরফাতে ৯ই জেলহাজ্জ তারিখের দ্বিপ্রহরের সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পর হইতে ১০ই রাত্রির ফরজ পর্য্যন্ত আরফাতে দাঁড়ানোর সময়, উক্ত সময়ের মধ্যে এক নিমিষও আরাফাত ময়দানে দাঁড়াইলে হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। ঈদের ফরজ হইতে শেষ জীবন অবধি কা'বা শরিফের চারিদিকে তাওয়াফ করিলে ল, তাওয়াফ আদায় হইয়া যাইবে।

৭) আরাফাতের নিদ্ধারিত স্থানে দাঁড়ান। কেবল কা'বা গৃহের তাওয়াফ করা।

৮) (এহরাম বাঁধার পরে) আরফাতে দাঁড়ানোর অগ্রে স্ত্রীসঙ্গম না করা। ইহা লোবাবের টিকায় আছে।—শাঃ ২।

প্রঃ হজ্জের ওয়াজেব কি কি?

উঃ ১) মোজদালেফা নামক স্থানে দাঁড়ান।

২) হজ্জের নির্দিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে ছাফা ও মারাওয়া এই দুই পাহাড়ের মধ্যে গমণ করা।

৩) তিন স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৪) বিদেশী লোকেরা বিদায় কালে কা'বা শরিফের তাওয়াফ করা, কিন্তু যে স্ত্রীলোকটির হায়েজ হইয়াছে, তাহার পক্ষে এই তাওয়াফ করা ওয়াজেব নহে।

৫) চুল মণ্ডন করা কিম্বা ছাটিয়া ফেলা।

৬) এহরামের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে এহরাম বাঁধা আরম্ভ করা।

৭) যদি কেহ দিবসে আরফাতে দাঁড়াইয়া থাকে, তবে সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তথায় দাঁড়ান।

৮) তাওয়াফ করা কালে 'হাজারে আছওয়াদ' হইতে আরম্ভ করা। ইহাই গ্রহণ যোগ্য মত।

৯) ডাহিন দিক্ হইতে তাওয়াফ করা।

১০) ওজোর না থাকিলে, পদব্রজে তাওয়াফ করা।

১১) ওজু গোসল থাকা অবস্থায় তাওয়াফ করা।

১২) তাওয়াফ করা কালে গুপ্তাঙ্গ ঢাকা। যদি কেহ কোন গুপ্তাঙ্গের এক চতুর্থাংশ খুলিয়া রাখে, তবে তাহার পক্ষে কোরবানি করা ওয়াজেব।

১৩) ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে চলার সময় প্রথমে ছাফা হইতে আরম্ভ করা। যদি কেহ মারওয়া হইতে আরম্ভ করে, তবে উহা গণনার মধ্যে আসিবে না।

১৪) যদি কোন ওজোর না থাকে, তবে তাহার পক্ষে পদব্রজে চলা।

১৫) যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরা একই এহরমে আদায় করে কিম্বা একবার এহরাম বাঁধিয়া ওমরা আদায় করিয়া পরে দ্বিতীয়বার এহরাম বাঁধিয়া হজ্জ আদায় করে, তাহার পক্ষে ছাগল কিম্বা মেষ জবাহ্ করা।

আর যে ব্যক্তি কেবল হজ্জ আদায় করে, তাহার প্রতি কোরবানি করা ওয়াজেব নহে।

১৬) প্রত্যেক প্রকার তাওয়াফে সাতবার কা'বাগৃহে প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়া। যদি কেহ উহা না পড়ে তবে মোলতাকার টিকা, জওহেরা ও বাহরে জাখেরের মতে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

১৭) কোরবানির দিবস চারিটি কার্য্য করা ওয়াজেব, কিন্তু প্রথম কঙ্কর মারা, তৎপরে কোরবানি করা, তৎপরে মস্তক মণ্ডন করা, তৎপরে তাওয়াফ করা এরূপ তরতিব লক্ষ্য রাখা ওয়াজেব, যদি কেহ কঙ্কর নিক্ষেপ করার ও চুল মুণ্ডন করার পূর্ব্বে তাওয়াফ করে, তবে তাহার পক্ষে কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু ছুন্নত তরক করার জন্য উহা মকরূহ হইবে।

১৮) কোরবানির তিন দিবসের মধ্যে কোন এক দিবসে জিয়ারতের তাওয়াফ করা।

১৯) তাওয়াফ করা কালো হাতিমে'র পশ্চাতে তাওয়াফ করা।

২০) তাওয়াফে অন্ততঃ চারিবার কা'বার চারিদিকে ঘুরিবার পরে ছাফা ও মরওয়ার মধ্যে চলা।

২১) হজ্জকারীর পক্ষে কোরবাণীর কোন দিবসে হেরম শরিফের মধ্যে চুল মুণ্ডন করা, কিন্তু কেবল ওমরা আদায়কারী যে কোন সময়ে চুল মুণ্ডন করিতে পারিবে।

২২) আরফাতে দাঁড়ানোর পরে স্ত্রীসঙ্গম না করা, কিন্তু আরফাতে দাঁড়ানোর পূর্ব্বে এহরাম অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করিলে হজ্জ নষ্ট হইয়া যাইবে।

২৩) উক্ত অবস্থায় সিলাই করা কাপড় না পরা।

২৪) উক্ত অবস্থায় মস্তক না ঢাকা।

২৫) উক্ত অবস্থায় চেহারা না ঢাকা। এইরূপ যে কোন কার্য্য ত্যাগ করিলে, কোরবানি করা ওয়াজেব হয়, উহা করা ওয়াজেব।

২৬) স্ত্রীসঙ্গমের কথা স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাতে না বলা।

২৭) কোন রকম ফাসেকি কার্য্য না করা।

২৮) উষ্ট্রচালক বা সঙ্গিদিগের সহিত কলহ ঝগড়া না করা।

২৯) এহরাম অবস্থায় জন্তু শীকার না করা।

৩০) কোন জন্তুর দিকে ঈশারা না করা।

৩১) কোন জন্তুর সন্ধান বলিয়া না দেওয়া।

৩২) এমাম আরফাত হইতে চলিয়া গেলে, তাহার পরে আরফাত হইতে বাহির হওয়া।

৩৩) মগরেব ও এশা মোজদালেফা পৌঁছান পর্য্যন্ত দেরী করিয়া পড়া।

আরফাত হইতে বাহির হওয়া।

৩৪) তাওয়াফে জিয়ারত করা কালে কা'বা শরিফের চারিদিকে চারিবার ঘুরিয়া বেড়ান ফরজ, আর অবশিষ্ট তিনবার ঘুরিয়া বেড়ান ওয়াজেব।

৩৫) রাত্রির একাংশ মোজদালেফাতে বিশ্রাম করা।

৩৬) প্রত্যেক দিবসে নির্দ্ধারিত কঙ্কর নিক্ষেপ তৎপর দিবস অবধি দেরী করিয়া না করা।

৩৭) যে ব্যক্তি এক এহরামে বা দুই এহরামে হজ্জ ও ওমরা আদায় করে, তাহার পক্ষে কোরবাণী করার পূর্ব্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৩৮) উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি 'হাদি' পাঠান।

৩৯) উক্ত পশুটি চুল মুণ্ডনের অগ্রে এবং কোরবাণির দিবসে জবাহ করা।

৪০) কেহ কেহ মক্কা শরিফ পৌঁছিয়া তাওয়াফ করাকেও ওয়াজেব বলিয়াছেন।

৪১) রাত্রের কিছু অংশ অরফাতে দাঁড়ান।

৪২) যদি কেহ নাপাকি কিম্বা বেওজু অবস্থায় তাওয়াফ করিয়া থাকে, তাকে ছাফা ও মারওয়ার দৌড়িবার পরে দ্বিতীয় বার তাওয়াফ করা। —শাঃ, ২। মাঃ, ৪২৩। বাঃ, ২/৩০৮।

প্রঃ যদি কেহ হজ্জের কোন ওয়াজেব আদায় না করে, তবে কি হইবে?

উঃ বিনা ওজরে উহা ত্যাগ করিলে, একটি ছাগল কিম্বা মেষ কোরবাণী করিতে হইবে। কেবল তাওয়াফকরার পরে দুই রাকয়াত নামাজ ত্যাগ করিলে, কোরবাণী করা ওয়াজেব হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু কোরবাণী করাই এহতিয়াত। —বাঃ, ২/৩০৮। শাঃ, ২।

প্রঃ হজ্জের সুন্নত কি কি?

উঃ ১) মক্কা শরিফে উপস্থিত হইয়া তাওয়াফ করা।

২) উক্ত তাওয়াফ এবং ফরজ তাওয়াফে প্রথম তিনবাব কা'বা গৃহের চারিদিকে ঘুরিবার সময় দুই স্কন্ধ কাঁপাইয়া অল্প অল্প দৌড়ান।

৩) ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে দুইটি সবুজ ও জয়দ মিলের মধ্যে দৌড়ান।

৪) ৮ই জেলহজ্জ তারিখের ফজরের পরে মক্কা শকিফ হইতে মিনার দিকে গমন করা।

৫) আরফার রাত্রিতে মিনা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করা।

৬) আরফার দিবসে (৯ই তারিখে) সূর্য্য উদয় হওয়ার পরে আরফাত ময়দানের দিকে রওয়ানা হওয়া।

৭) আরফাত ময়দানে গোসল করা।

৮) ১০ই রাত্রিতে মোজদালেফাতে রাত্রি যাপন করা।

৯) ১০ই সূর্য্য উদয় হওয়ার অগ্রে মোজদালেফা হইতে মিনার দিকে রওয়ানা হওয়া।

১০) মিনা নামক স্থানে কোরবাণির কয়েক রাত্রি যাপন করা।

১১) তিন স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করার মধ্যে তরবির লক্ষ্য রাখা।

১২) আবতাহা নামক স্থানে বিশ্রাম করা।

১৩) জমজমের পানি পান করা। লোবাবের টীকা, ২৬। মাঃ, ৪২৪/৪২৫, আঃ, ১/২৩৩।

প্রঃ হজ্জের মোজতাহাব ও আদব কি কি?

উঃ ১) প্রথম বিশুদ্ধ (খাঁটি) তওবা করা, যাহার ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহার ক্ষতিপূরণ করা, এবাদতে যাহা ত্রুটি করিয়া থাকে তাহার কাজা আদায় করা এবং এই ত্রুটির জন্য পরিতাপ করা এইরূপ কার্য্য পুণরায় না করার দৃঢ়সকল্প (খাঁটি নিয়ত) করা।

যাহাদের সহিত কলহ বিরোধ, আদান প্রদান অথবা ব্যবসায়ে বাণিজ্য করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট মাফ লওয়া।

২) যাহার বিনা অনুমতি বিদেশ যাত্রা করা মকরূহ তাহার অনুমতি লওয়া। খোলাসা কেতাবে আছে, পুত্র হজ্জে ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু পিতা ইহাতে নারাজ, এক্ষেত্রে যদি পিতা উক্ত পুত্রের খেদমতের মোহতাজ (মুখাপেক্ষী) না হয়, তবে তাহার হজ্জ করাতে কোন দোষ হইবে না। আর যদি পিতা তাহার খেদমতের মোহতাজ হয়, তবে তাহার হজ্জ করিতে যাওয়া মকরূহ। এইরূপ মাতার অবস্থা

বুঝিতে হইবে। ছায়রে কবিরে আছে, যদি পিতার দুর্ব্বল হওয়ার আশঙ্কা না হয়, তবে তাহার হজ্জ করিতে। যাওয়ার কোন দোষ হইবে না। এইরূপ ঋণদাতার বা ঋণের জামিনের অনুমতি ব্যতীত হজ্জ করিতে যাওয়া মকরূহ।

৩) সেই সময় হজ্জ করিতে যাওয়া সম্বন্ধে বুদ্ধিমান লোকের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা।

৪) কোন্ ভাবে হজ্জ করিবে, কাহাকে সঙ্গী লইবে, তৎসম্বন্ধে ইস্তেখারাহ্ করা।

৫) হালাল টাকা সংগ্রহ করিতে নিতান্ত চেষ্টা করা, কেননা হারাম অর্থের দ্বারা হজ্জ করিলে, হজ্জের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও তাহার হজ্জ কবুল হইবে না এবং উহার ছওয়াব পাইবে না, ইহা ফৎহোল কদিরে আছে।

যদি কাহারও হালাল অর্থ থাকে, কিন্তু উহাতে হারাম মিশ্রিত থাকায় সন্দেহ থাকে,তবে হজ্জের পথ খরচ কাহারও নিকট হইতে কৰ্জ্জ করিয়া লইবে এবং নিজের সন্দেহযুক্ত অর্থের দ্বারা কৰ্জ্জ পরিশোধ করিবে, ইহা কাজিখানে আছে।

৬) একজন সৎলোকসঙ্গী লওয়া, উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে অসাবধান হয় তখন তাহাকে সাবধান করাইয়া দেয় যে সময় সে ধৈর্য্যহারা (অস্থির) হইয়া পড়ে, তখন তাহার সাহায্য করে, উক্ত সঙ্গীটা আত্মীয় না হইয়া বেগানা হওয়াই ভাল, কেননা আত্মীয় হইলে তাহার হক পয়মালির আশঙ্কা থাকে।

৭) নিজের গ্রামের মস্‌জিদে দুই রাকয়াত নামাজ পড়িয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে বিদায় লওয়া, তাহাদের নিকট দোষ ক্রটি মাফ লওয়া এবং তাহাদের নিকট দোওয়া চাওয়া।

৮) বাটী হইতে রওনা কালে কিছু খয়রাত ছদকা আদায় করা।

৯) বৃহস্পতিবারে বাটী হইতে রওয়ানা হওয়া, কেননা হজরত নবি (সাঃ) শেষ হজ্জে উক্ত দিবসে রওয়ানা হইয়াছিলেন, কিম্বা সোমবার অথবা শুক্রবারে রওয়ানা হওয়া।

১০) হজ্জের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের নিয়ত না করা, আর যদি উহার নিয়ত করে, তবে হজ্জের ছওয়াব কম হইবে না।

১১) রিয়া, অহঙ্কার ও সুনাম লাভ ইত্যাদি হইতে মনকে পাক করিয়া হজ্জ করিতে যাওয়া ফরজ জানিবে, ইহা বাহরোর রায়েকে আছে।

১২) স্ত্রীপরিজনের খোরপোষ দিয়া সন্তুষ্টচিত্তে রওয়ানা হওয়া।

১৩) যখন বাটী হইতে বাহির হইবে, তখন যেন দুনইয়া ত্যাগ করার ন্যায় বাহির হওয়া।

১৪) ঘর হইতে বাহির হওয়ার অগ্রে দুই রাকায়াত নামাজ পড়া এইরূপ বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়া।

১৫) উক্ত নামাজ পড়িয়া বাহির হওয়া কালে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবেঃ—

اَللّٰهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَاِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ

وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ ثِقَتِيْ وَاَنْتَ رَجَائِيْ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ

مَا اَهَمَّنِيْ وَمَا لَا اَهْتَمُّ بِهٖ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ عَزَّ جَارُكَ وَلَا

اِلٰهَ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِيْ التَّقْوٰى وَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَ وَجِّهْنِيْ

اِلَى الْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ

السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَور وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى

الاَهْلِ وَالْمَالِ *

আর বাটী হইতে বাহির হওয়া কালে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে ঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ تَوَكَّلْتُ

عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِى لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى وَ احْفَظْنِى مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *

তৎপরে আয়তুল কুরছি সুরা এখলাছ ও ফালাক পড়িবে।

১৬) পথিমধ্যে পরহেজগারি এখতিয়ার করা, অধিকপরিমাণ আল্লাহতায়ালার জেকর করা, অসৎ স্বভাব ও রাগ দোষ হইতে পরহেজ করা, লোকের অসৎ স্বভাব ও রাগ সহ্য করিয়া লওয়া। ধীর স্থির ভাবে কার্য্য করা এবং বাতিল বৃথা কার্য্য ত্যাগ করা।

১৭) নিজের ও সওয়ারির খোরাকে বেশী পরিমাণ ব্যয় করা কেননা হজ্জের খরচের সওয়াব জেহাদের তুল্য হইয়া থাকে।

১৮) সর্ব্বদা পাক অবস্থায় থাকা।

১৯) হজ্জের মসয় বিশেষ ভাবে পরনিন্দা, কর্কষ বাক্য ও গালিগালাজ (হইতে (জবানকে পাক রাখা।

২০) উষ্ট্রচালককে নিজের আসাবাবপত্র দেখাইয়া লওয়া, তাহার বিনা অনুমতিতে দিলেও উটের শক্তির অতিরিক্ত বোঝা উহার উপর(না (রাখা।

২১) যদি দুইটি লেকের মধ্যে চুক্তি ও সম্ভাব হইয়া থাকে, তবে খোরাক ইত্যাদিতে শরিক হইতে পারে, নচেৎ শরিক হইবে না, আর যদি শরিক হয় তবে প্রত্যেকে অন্যের নিকট হইতে মাফ লইবে। আঃ,১/২৩৩/২৩৪। বাঃ, ২/৩০৮। শাঃ, ২।

প্রঃ ওমরা কাহাকে বলে?

উঃ উহার নিয়ত করিয়া এহরাম বাঁধিয়া কা'বাগৃহের তাওয়াফ করিয়া এবং ছাফা মারওয়ার মধ্যে কয়েকবার গমন করিয়া চুল মণ্ডন করিলে কিম্বা চুল ছাটিয়া ফেলিলে, ওমরা আদায় হইয়া যাইবে দোঃ।

প্রঃ ওমরা করা কি?

উঃ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহা জীবনের মধ্যে একবার আদায় করা ওয়াজেব, কেহ কেহ উহা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ বলিয়াছেন, ইহাই মজহাবে গ্রহণীয় মত।—দোঃ।

প্রঃ ওমরা কোন সময় করিতে হয়?

উঃ বৎসরের কোন এক সময় করিলে, উহা জায়েজ হইয়া যাইবে। রমজান মাসে উহা আদায় করা মোস্তাহাব। আরফা এবং উহার পরে চারি দিবস পর্য্যন্ত ওমরা করা মকরুহ তহরিমি। দোঃ,

প্রঃ হজ্জ কয় প্রকার?

উঃ ওমরার নিয়ত না করিয়া কেবল হজ্জ করাকে 'এফরাদ' বলা হয়। এক এহরামে হজ্জ ও ওমরা করাকে কেরান বলা হয়। প্রথমে হজ্জের কয়েক মাসের মধ্যে ওমরার জন্য এহরাম বাঁধিয়া ওমরার কার্য্যগুলি শেষ করা, তৎপরে ৮ই জেলহাজ্জ তারিখে হজ্জের জন্য, দ্বিতীয়বার এহরাম বাঁধিয়া হজ্জের কার্য্যগুলি করা ইহাকে তামাত্তো বলা হয়। শরহে বেকায়া, ১/৩২৬/৩৪০/৩৪১।

প্রঃ এহরাম বাঁধিবার স্থান কোথায়?

উঃ মদিনাবাসিরা জোল-হোলায়ফা' নামক স্থানে এহরাম বাঁধিবেন কুফা বাসেরা ও পূর্ব্বদেশবাসিরা 'জাতো এরক' নামক স্থানে, শামবাসিরা এবং যে মিসর ও মগরেব বাসিরা তবুকের পথ দিয়া গমন করেন,তাহারা 'জোহফা' নামক স্থানে নজ্জদবাসিরা 'কর্ণ' নামক স্থানে এবং ঈমন বাসিরা 'ইয়ালামাম' নামক স্থানে এহরাম বাঁধিবেন।

উক্ত এহরাম বাঁধার স্থানকে আরবিতে 'মিকাত' বলা হইয়া থাকে যদি কোন শামবাসি লোক মদিনাবাসিদিগের 'মিকাত' দিয়া গমন করে, তবে সেই স্থানে তাহাকে এহরাম বাঁধিতে হইবে।

যদি কেহ পর পর দুইটি 'মিকাত' দিয়া গমন করে, তবে মক্কা শরিফ হইতে যে 'মিকাতটি দূরবর্ত্তী হয়, তথা হইতে এহরাম বাঁধা, উত্তম। আর যদি নিকটবর্ত্তী 'মিকাত' হইতে এহরাম বাঁধে,তবে মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে কোন দোষ হইবে না।

যদি কেহ এরূপ কোন পথ দিয়া মক্কা শরিফে যায় যে, সেই পথ উপরোক্ত কোন 'মিকাত' না পাওয়া যায়, তবে যে স্থানটি কোন একটি মিকাতের বরাবর বলিয়া অনুমিত হয় সেই স্থানেই এহরাম বাঁধিবে। আর যদি এরূপ পথ দিয়া গমন করে যে সেই স্থানটি দুই মিকাতের বরাবর বলিয়া অনুমিত হয়, তবে দূরবর্ত্তী মিকাতের বরাবর স্থানে এহরাম বাঁধা উত্তম। আর যদি এরূপ পথ দিয়া গমন করে যে, উক্ত স্থানটি কোন মিকাতের বরাবর বলিয়া অনুমান করিতে না পারে, তবে মক্কা শরিফের দুই মঞ্জেল দূর পথ হইতে এহরাম বাঁধিবে।

বিদেশী যে কোন লোক যে কোন উদ্দেশ্যে মক্কা শরিফে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে বিনা এহরামে উক্ত মিকাত অতিক্রম করা হারাম হইবে।

আর যদি কেহ জেদ্দা যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে বিনা এহরামে মিকাত অতিক্রম করিতে পারে।

মিকাতে পৌঁছিবার অগ্রে এহরাম বাঁধা হারাম হইবে না, বরং যদি হজ্জের কয়েক মাসের মধ্যে হয় এবং এহরামের নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি না করার ভরসা করিতে পারে, তবে উহা উত্তম।

আর হজ্জের মাসের পূর্ব্বে অর্থাৎ সওয়ালের পূর্ব্বে কিম্বা এহরামের নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি করার সন্দেহ হইলে, মিকাতের পূর্ব্বে এহরাম বাঁধা মকরুহ।

যে ব্যক্তি মিকাতের সীমার মধ্যে থাকে, সে ব্যক্তি বিনা এহরামে মক্কা শরিফে দাখিল হইতে পারে। এইরূপ মক্কাবাসিগণ হেরেম শরিফ ছাড়িয়া হালাল স্থানের মধ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গেলে, যতক্ষণ না মিকাত অতিক্রম করিয়া যায়, ততক্ষণ তাহাদের বিনা এহরামে মক্কা শরিফে ফিরিয়া যাওয়া জায়েজ হইবে, কিন্তু মিকাত অতিক্রম করিয়া গেলে, তাহাদের বিনা এহরাম মক্কা শরিফে ফিরিয়া যাওয়া জায়েজ হইবে না।

মক্কা শরিফের যে সীমার মধ্যে কোন প্রাণী শীকার করা জয়েজ নহে, সেই সীমা পর্য্যন্ত স্থানগুলিকে হেরেম শরিফ বলে। আর উক্ত সীমার বাহিরের এবং মিকাতের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে হালাল কিম্বা হল্ল বলা হয়। যে ব্যক্তি জেদ্দা, হেদ্দা ইত্যাদি হালাল স্থানে থাকে, সে ব্যক্তি হজ্জের ওমরার ইচ্ছা করিলে, হালাল স্থান হইতে এহরাম বাঁধিয়া মক্কা শরিফে দাখিল হইবে। আর যে ব্যক্তি হেরম শরিফে থাকে, হজ্জ করার ইচ্ছা করিলে উক্ত হেরেম শরিফে এহরাম বাঁধিতে হইবে, আর ওমরা করার ইচ্ছা করিলে, হালাল স্থান হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিত হইবে। যদি কোন বিদেশী ওমরার এহরাম বাঁধিয়া মক্কা শরীফে দাখিল হইয়া ওমরা আদায় করে, তৎপরে হজ্জের পুর্ব্বে হেরম শরিফ হইতে হজ্জ করিতে রওয়ানা হয়, তবে তাহার পক্ষে হেরম শরিফ হইতে এহরাম বাঁধিতে হইবে।

যদি কেহ এহরাম না বাঁধিয়া 'মিকাত' অতিক্রম করে,তবে তাহার পক্ষে মিকাতে ফিরিয়া যাইয়া এহরাম বাঁধা ওয়াজেব, আর যদি সেই ব্যক্তি হেরম শরিফ বা হালাল স্থানে এহরাম বাঁধে, তবে তাহার পক্ষে একটি কোরবাণি করা ওয়াজেব হইবে।

এহরাম

প্রঃ এহরাম বাঁধার নিয়ম কি?

উঃ যে ব্যক্তি এহরাম বাঁধার ইচ্ছা করে তাহার পক্ষে গোঁফ ছাটিয়া ফেলা, নখগুলি কাটিয়া ফেলা, বোগলের লোম ছিঁড়িয়া বা মণ্ডন করিয়া ফেলা, নাভির নীচের লোমগুলি মুণ্ডন করা, নিজের স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে যদি হায়েজ ইত্যাদি স্ত্রীসঙ্গমের কোন বাধা না থাকে, তবে স্ত্রীসঙ্গম করিয়া লওয়া মোস্তাহাবঃ- লোবাবের টিকা, ৩৮।

বাহারোর-রায়েক নহরোল-ফায়েক ইত্যাদিতে আছে যে,যদি চুল মুণ্ডনের অভ্যাস থাকে, তবে উহা মুণ্ডন করা মোস্তাহাব, কিন্তু লোবাবের টিকায় আছে যে যত সময় অবধি এহরাম হইতে বাহির না হয়, ততক্ষণ চুল মুণ্ডন না করা মস্তাহাব, কেননা এহরাম হইতে বাহির হওয়ার সময় যত অধিক পরিমাণ চুল মুণ্ডন করা হয় তত অধিক নেকি লাভ হইবে, আর হজরত আলি (রাঃ) ব্যতীত স্বয়ং হজরত নবি (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণ হজ্জ শেষ করিয়া চুল মুণ্ডন করিতেন। সাধারণ মক্কাবাসিগণ এহরাম বাঁধার নিয়ত করিয়া চুল মুণ্ডন করিয়া থাকে, ইহা গ্রহনযোগ্য বিষয় নহে। শাঃ ২/১৭০। লোঃ টিকা ৩৮।

তৎপরে গরম পানি ইত্যাদি দ্বারা এহরামের নিয়ত গোসল করিবে, ওশনান (বা সাবান) ইত্যাদি দ্বারা শরীরে বা কেশের ময়লা ও ধুলি পরিস্কার করা মোস্তাহাব।

যদি গোসল না করে, তবে ওযু করিয়া লইবে, কিন্তু গোসল করাই উত্তম বা সুন্নাতে মোয়াকাদাহ।

গোসল বা ওজুর প্রথমে মেসওয়াক করিবে। গোসলের পরে চিরুনী দ্বারা কেশ পরিস্কার করিয়া লইবে।

উপরোক্ত গোসলটি পাকের জন্য নহে, বরং পরিস্কার ও পরিছন্নতার জন্য করিতে হয়, এই জন্য নাবালেগ এবং হায়েজ নেফাজ

অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা উক্ত গোসল করিবে এবং পানির অভাবে উক্ত গোসলের পরিবর্ত্তে তায়াম্মোম করিবে না, কেননা উহাতে অপরিচ্ছন্নতা হইয়া থাকে।

গোসলের ওজু থাকিতে থাকিতে এহরাম বাঁধিবে, কেননা যদি গোসলের পরে তাহার ওজু ভঙ্গ হয়, তৎপরে এহরাম বাঁধে, অবশেষে ওজু করিয়া লয়, তবে একদল বিদ্বানের মতে উক্ত গোসলের ছওয়াব পাইবে না।

যদি কেহ বিনা ওজু ও গোসলে এহরাম বাঁধে, তবে এহরাম জয়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে।

তৎপরে তৈল এবং সুগন্ধী বস্তু শরীরে লাগাইবে, ইহা মোস্তাহাব।

যদি তাহার নিকট সুগন্ধী বস্তু না থাকে, তবে অন্যের নিকট চাহিবে না।

কাপড়ে এরূপ সুগন্ধী বস্তু লাগাইবে না যাহার চিহ্ন বা রং বাকি থাকিয়া যায়।

তৎপরে সেলাই করা বা কুসুমের বা অন্য কোন রঙের রঞ্জিত কাপড় খুলিয়া ফেলিবে।

তৎপরে এরূপ একখানা তহবন্ধ এবং একখানা চাদর ব্যবহার করিবে যাহা সেলাই করা না হয়। উক্ত তহবন্দ ও চাদর নুতন হইতেও পারে বা পুরাতন পাক ধৌত করা হইতেও পারে।

কাপড় দুইখানা শ্বেতবর্ণের হইলে ভাল হয়, কিন্তু কাল বা সবুজ বর্ণের হইলেও জায়েজ হইবে।

তহবন্দটি নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত লম্বা হইবে, চাদরটি পৃষ্ঠ বক্ষ ও দুই স্কন্ধের উপর থাকিবে।

তাওয়াফ করার সময় উক্ত চাদরটি পৃষ্ঠের উপর বাঁধিয়া উহার এক দিক ডাহিন হাতের দিকে বোগলের নীচে দিয়া তুলিয়া বাম স্কন্ধের উপর ছাড়িয়া দিবে।

উক্ত প্রকার তহবন্দ ও চাদর ব্যবহার করা সুন্নত, কিন্তু যদি কেহ এরূপ একখানা তহবন্দ পরিয়া এহরাম বাঁধে যে, উহাতে তাহার গুপ্তাঙ্গ ঢাকিয়া যায়, তবে উহাতে এহরাম জায়েজ হইবে।

এইরূপ যদি কেহ দুইখানা চাদর পর্য্যাক্রমে বা একখানার উপর অন্য একখানা ব্যবহার করে তাহাও জায়েজ হইবে।

যদি কেহ উক্ত চাদরে ঘুন্টি (বোতাম) বা কাঁটা অথবা গিরা লাগাইয়া দেয়, তবে উহাতে দোষ হইবে, কিন্তু ইহাতে কোরবাণি করা ওয়াজেব হইবে না। লোবাবের টীকা, ৩৮/৩৯, শাঃ, ২/১৭০/১৭১।

তৎপরে দুই রাকাত নামাজ পড়িবে,—

رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّةِ الْإِحْرَامِ *

"রাকায়াতাই ছালাতে সুন্নাতে এহরাম" নিয়ত করিবে,উহার প্রথম রাকয়াতে সুরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা এখলাছ পড়িবে।

যদি মিকাতে কোন মছজিদ থাকে, তবে তথায় উক্ত দুই রাকয়াত নামাজ পড়া মোজতাহাব।

যদি কেহ উক্ত দুই রাকয়াত নামাজ না পড়িয়া এহরাম বাঁধে, তবে এহরাম জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে।

উক্ত দুই রাকয়াত নামাজ মকরুহ ওয়াক্তে পড়িবে না। উক্ত দুই রাকয়াত নামাজ ছালাম ফিরিয়া বসিয়া কেবলার দিকে মুখ করিয়া মুখ এবং অন্তরের ভক্তি ও নিয়ত সহ বলিবে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أُرِيْدُ الْحَجَّ الْفَرْضَ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

نَوَيْتُ الْحَجَّ الْفَرْضَ وَ اَحْرَمْتُ بِهٖ لِلّٰهِ تَعَالٰى لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ *

আল্লা হোম্মা ইন্নি ওরিদোল হাজ্জাল-ফারদা, ফাইয়াছ-ছেরহো লি অতাকাব্বালহো মিন্নি। নাওয়ায়তোল হাজ্জাল-ফারজা অ-আহরামতো বেহি লিল্লাহে তায়া'লা লাব্বায়কা বেহাজ্জাতেন।

অর্থ ঃ "ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় আমি ফরজ হজ্জের ইচ্ছা করিতেছি, তুমি আমার পক্ষে উহা সহজ করিয়া দাও এবং আমার পক্ষ হইতে উহা কবুল করিয়া লও। আমি বিশুদ্ধ ভাবে আল্লাহতায়ালার জন্য ফরজ হজ্জের নিয়ত করিলাম এবং উহার জন্য এহরাম বাঁধিলাম। আমি হজ্জের জন্য তোমার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি।"

পাঠক, যিনি কেবল হজ্জের জন্য এহরাম বাঁধার নিয়ত করেন, তিনি ঐরূপ নিয়ত করিবেন। আর যিনি কেবল 'ওমরা' করার নিয়ত করেন, তিনি মুখে ও অন্তরের ভক্তি ও নিয়ত সহ বলিবেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اُرِیْدُ الْعُمْرَةَ فَیَسِّرْهَا لِیْ وَ تَقَبَّلْهَا مِنِّیْ

نَوَیْتُ الْعُمْرَةَ وَاَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰی لَبَّیْکَ بِعُمْرَةٍ *

'আল্লাহোম্মা ইন্নি ওরিদোল ওমরাতা ফাইয়াছছের হা-লি অতকাব্বালহা মিন্নি নাওয়ায়তোল ওমরাতা অ-আহরামতো বেহালিল্লাহে তায়ালা লাব্বায়কা বেওমরাতেন।

অর্থ ঃ ইয়া আল্লাহ, আমি ওমরার ইচ্ছা করিতেছি, তুমি আমার পক্ষে উহা সহজ করিয়া দাও এবং আমার পক্ষ হইতে উহা কবুল করিয়া লও। আমি বিশুদ্ধ ভাবে আল্লাহতায়ালার জন্য ওমরার নিয়ত করিলাম এবং উহার জন্য এহরাম বাঁধিলাম আমি ওমরার জন্য তোমার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি।'

আর যিনি হজ্জ এবং ওমরা এই উভয়ের ইচ্ছা করেন, তিনি এইরূপ নিয়ত করিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ الْفَرْضَ وَ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ نَوَيْتُ الْحَجَّ الْفَرْضَ وَ الْعُمْرَةَ وَ اَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلّٰهِ تَعَالٰى لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ *

আল্লাহোম্মা ইন্নি ওরিদোল হাজ্জাল ফারদা অল ওমরাতা ফাইয়াছ্‌ছের হোমা লি অতাকাব্বালহা মিন্নি নাওয়ায়তোল হাজ্জাল ফারদা অল ওমরাতা অ-আহরামতো বেহেমা লিল্লাহে, তায়ালা লাব্বায়ক বেহাজ্জাতেন অ-ওমারাতেন।

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় আমি ফরজ হজ্জ ও ওমরার ইচ্ছা করিতেছি, তুমি আমার পক্ষে উভয় কার্য্য সহজ করিয়া দাও এবং আমার পক্ষ হইতে উভয় কার্য্য কবুল করিয়া লও। আমি বিশুদ্ধ ভাবে ফরজ হজ্জ এবং ওমরার নিয়ত করিলাম এবং উভয়ের জন্য এহরাম বাঁধিলাম। আমি হজ্জ ও ওমরার জন্য তোমার দরবারে উপস্থিত হইলাম।

পাঠক যদি কেহ একবার হজ্জ না করিয়া থাকে, তবে তাহাকে ফরজ হজ্জের নিয়ত করা উচিত, কেননা কেবল হজ্জের নিয়ত করিলে, উহাতে ফরজ হজ্জ আদায় হয় কিনা, ইহাতে মতভেদ আছে, যদিও জাহেরে মজহাব অনুযারী উহাতে ফরজ আদায় হইতে পারে, অথচ ফরজ নিয়ত করাই এহতিয়াত। যদি দরিদ্র হজ্জ করিতে যায়, তবে সে যেন নফল হজ্জের নিয়ত না করিয়া ফরজ হজ্জের নিয়ত করে, কেননা যদি সে ব্যক্তি ইহার পরে হজ্জের উপযুক্ত হইয়া যায়, তবে তাহার পক্ষে দ্বিতীয়বার হজ্জ করা ফরজ হইবে।

আরবের বিদ্বানগণ লিয়াছেন, দরিদ্র ব্যক্তি মিকাতে পৌঁছিলে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইয়া যায়, এক্ষেত্রে যদি সে নফল হজ্জের নিয়ত করে, তবে তাহার উপর হজ্জ ফরজ রহিয়া যাইবে।

যদি কোন ব্যক্তি অন্যের বদলা হজ্জ করিতে যায়, তবে নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ الْفَرْضَ لِفُلَانٍ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنْهُ نَوَيْتُ الْحَجَّ الْفَرْضَ لِفُلَانٍ وَاَحْرَمْتُ بِهَا لِفُلَانٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى لِىْ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ عَنْ فُلَانٍ *

"আল্লাহোম্মা ইন্নি ওরিদোল হাজ্জাল ফারদা লেফোলানেন ফাইয়াছছের-হো লি অতাকাব্বালহো মেনহো নাওয়ায়তোল হাজ্জাল ফারদা লাফোলানেন অ-আহরামতো বেহা লেফোলানেন লিল্লাহে তায়ালা লাকায়কা বেইজ্জাতেন আন ফোলানেন।"

অর্থঃ "ইয়া আল্লাহ, আমি অমুকের জন্য ফরজ হজ্জের ইচ্ছা করিতেছি, তুমি উহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং উক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইতে উহা কবুল করিয়া লও আমি বিশুদ্ধ ভাবে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে অমুকের জন্য ফরজ নিয়ত করিলাম এবং তাহার জন্য উহার এহরাম বাঁধিলাম। আমি হজ্জের জন্য অমুকের পক্ষ হইতে তোমার দরবারে উপস্থিত হইলাম।

পাঠক, আরবী 'ফোলান শব্দের স্থলে যে ব্যক্তির বদলা হজ্জ করা হইতেছে তাহার নাম লইতে হইবে। মনে ভাবুন, যদি তাহার নাম আবদুল্লাহ হয়, তবে 'লেফোলানেন', স্থলে 'লে আবদেল্লাহ' স্থলে 'ওমরাতা' শদ বলিবে, আর হজ্জ এবং ওমরা উভয় করিতে ইচ্ছা করিলে, "হাজ্জাল-ফারদা" শব্দের পরে 'অল ওমরাতা' শব্দ যোগ করিবে।

তৎপরে নিম্নোক্ত 'লাকবায়কা' দোয়া পড়িবে—

(১) لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (২) لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

(৩) لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ (৪) وَ الْمُلْكَ

(৫) لَا شَرِيْكَ لَكَ

লাববায়কা আল্লাহোম্মা লাববায়কা, লাববায়কা লাশরিকালাকা, লাববায়কা ইন্নাল হামদা অন্নে'মাতা লাকা, অল্‌মালেকা, লাশারিকা লাকা।

(১) ইয়া আল্লাহ্ আমি তোমার দরওয়াজায় বারম্বার উপস্থিত হইয়াছি।

২) আমি তোমার দরওয়াজায় উপস্থিত হইয়াছি। তোমার কোন শরিক নাই।

৩) তোমার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি, নিশ্চয় সমস্ত প্রসংসা ও সমস্ত দানের শোকর (কৃতজ্ঞতা) তোমার জন্য।

৪) এবং রাজ্য (বাদশাহি) তোমার জন্য।

৫) তোমার কোন শরিক নাই।

ইহার পরে জনাব নবি (ছাঃ) এর উপর দরুদ শরিফ পাঠ করিবে। আর যদি ইচ্ছা করে, তবে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িতে পারে,—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اُحَرِّمُ لَكَ شَعْرِيْ وَبَشَرِيْ وَجَسَدِيْ وَ جَمِيْعَ جَوَارِحِيْ مِنَ الطِّيْبِ وَ النِّسَاءِ وَكُلِّ شَيْئٍ حَرَّمْتَهُ عَلَى الْمُحْرِمِ اَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَكَ الْكَرِيْمَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

ض

'আল্লাহোম্মা ইন্নি আছয়ালোকা রেজাকা ওয়াল-জান্নাতা

ض

অ-আউজো বেকা মেন গাদাবেকা আন্নার। আল্লাহোম্মা উহার্রেমো লাকা শা'রি অবাশারি অজাছাদি, অজামিয়া জাওয়ারেহি মেনাত্তিবে অন্নেছায়ে অকুল্লা শাইয়েন হারাম্মতাহু আলাল মোহরেমে আবতাগি বেজালেকা অজ হাকাল কারিম, ইয়া রাব্বাল আ'লামিন।

(মসলা) যদি কেহ দাঁড়াইয়া কিম্বা গমন করিতে করিতে অথবা উটের উপর সওয়ার হইয়া কিম্বা কিছু পথ চলিয়া এহরাম বাঁধে তবে উহা জায়েজ হইবে।

(মসলা) যদি কেহ অন্তরে নিয়ত করে কিন্তু মুখে উহা উচ্চারণ না করে তবে উহা জায়েজ হইবে। আর যদি কেহ উহা মুখে উচ্চারণ করে, কিন্তু অন্তরে নিয়ত না করে, তবে এহরাম জায়েজ হইবে না।

(মসলা) যদি মুখে হজ্জের কথা উচ্চারণ করে, কিন্তু অন্তরে ওমরার নিয়ত করে, অথবা মুখে ওমরার উচ্চারণ করে কিন্তু অন্তরে হজ্জের নিয়ত করে, তবে অন্তরে যাহা নিয়ত করিয়াছে তাহাই হইবে।

(মসলা) 'লাব্বায়কা' দোয়াটী মৌখিক উচ্চারণ করা ওয়াজেব, যদি কেহ মুখে উচ্চারণ না করে, বরং কেবল অন্তরে উহা ধারণা করে তবে এহরাম জায়েজ হইবে না। যে ব্যক্তি বোবা তাহার পক্ষে এসম্বন্ধে কি করা উচিত, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, তাহার পক্ষে জিহবা নাড়ান ওয়াজেব কিন্তু মুহিত আছে যে, জিহবা নাড়ান মোস্তাহাব,

(মসলা) যদি কেহ লাব্বায়কা দোয়া উচ্চারণ না করিয়া কলেমা, তছবিহ, তকবির কিম্বা আলহমদো লিল্লাহ পাঠ করে, তবে এহরাম জায়েজ হইবে। যদি কেহ লাববায়কা বা জেকর ফার্সি, তুর্কি,

হিন্দি ইত্যাদি ভাষায় অনুবাদ করিয়া উচ্চারণ করে, তবে এহ্‌রাম জায়েজ হইবে।

(মসলা) এহ্‌রাম বাঁধার সময় একবার লাববায়কা দোয়া উচ্চারণ করা ফরজ। প্রথম মজলিশে বা অন্যান্য মজলিশে কয়েক বার উহা উচ্চারণ করা ছুন্নত। অবস্থার পরিবর্তন কালে উহা পাঠ করা মোস্তাহাব।

দাঁড়াইয়া, বসিয়া, সওয়ার অবস্থায়, সওয়ারি হইতে নামিবার সময় উটের দাঁড়ান অবস্থায়, ভ্রমণ করা অবস্থায়', বে-ওজু, নাপাক ও হায়েজ অবস্থায়, সূর্য্য উদয় ও অস্তমিত হওয়ার কালে, উচ্চস্থানে উঠিবার সময়, নিম্ন স্থানে নামিবার সময়, ছোবেহ ছাদেক হওয়ার সময়, ওয়াক্তিয়া নামাজগুলি শেষ করিয়া, প্রত্যেক ফরজ ওয়াজেব, ছুন্নত ও নফল নামাজ শেষ করিয়া, একে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ করা কালে, নিদ্রা হইতে চৈতন্য লাভ করা কালে, উটকে এক পথ হইতে অন্য পথে ফিরাইবার সময় বেশী পরিমাণ লাকবায়কা বলা মোস্তাহাব।

লাব্বায়কা বলা শুরু করিয়া ধারাবাহিক ভাবে তিনবারবলা মোস্তাহাব।

লাব্বায়কা বলিতে আরম্ভ করিয়া কোন কথা বলিবে না। উক্ত সময় অন্য ব্যক্তির পক্ষে তাহাকে সালাম করা মকরুহ। যদি সে কাহারও সালামের জওয়াব দেয়, তবে ইহা জয়েজ হইবে।

দুইজন লোক একসঙ্গে সুর মিলাইয়া লাব্বায়কা বলিবে না মধ্যম ধরণের আওয়াজ লাব্বায়কা বলা মোস্তাহাব, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি শহরের মধ্যে থাকে, তবে রিয়াকারির ভয়ের জন্য আওয়াজের সহিত উহা বলা মোস্তাহাব হইবে না। স্ত্রীলোকে চুপে চুপে লাব্বায়কা বলিবে, কেননা তাহার শব্দ আওরত (গোপনবস্তু) মক্কা শরিফের মসজিদে এরূপভাবে লাব্বায়কা বলিবে যেন কোন নামাজি বা

তাওয়াফকারির মন চঞ্চল না হয়। মিনা, আরফাত, মোজাদালেফাতে লাব্বায়কা বলিবে। তাওয়াফ ও ওমরার জন্য ছাফা ও মারওয়ায় দৌড়ান কালে লাব্বায়কা বলিবে না।

(মসলা) যদি কেহ কিসের জন্য এহ্‌রাম বাঁধিয়াছে ইহা ভুলিয়া যায়। তবে তাহার পক্ষে হজ্জ এবং এহ্‌রাম উভয় করা ওয়াজেব হইবে। লোবাবের টীকা, ৩৮/৪৪।

স্ত্রীলোকের এহ্‌রাম

প্রঃ স্ত্রীলোককিরূপে এহ্‌রাম বাধিবে?

উঃ স্ত্রীলোকেরা ১২টী বিষয় ব্যতীত সমস্ত কার্য্য পুরুষের ন্যায় এহ্‌রাম বাঁধিবে।

প্রঃ উক্ত ১২টী বিষয় কি কি?

উঃ ১) স্ত্রীলোকেরা এহ্‌রাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু কুসুম, জাফেরাণ ইত্যাদি রঙ্গে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করিবে না।

২) মোজাদ্বয় ব্যবহার করিতে পারিবে।

৩) দুই হাতে 'দস্তানা' ব্যবহার করিতে পারিবে।

৪) নিজের মস্তক ঢাকিতে পারিবে, একটি পৃথক বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে, বরং উহা ওয়াজেব ।

৫) উচ্চ শব্দে লাব্বায়কা বলিবে না।

৬) তাওয়াফ কালে দৌড়বে না।

৭) তাওয়াফ করা কালে পুরুষের ন্যায় চাদর পরিধান করিবেন না।

৮) ছাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্ত্তী দুই মিলের মধ্যে দৌড়বেন না।

৯) মস্তক মুণ্ডন করিবে না, বরং চুল ছাটিয়া ফেলিবে।

১০) পুরুষ দিগের জনতার মধ্যে 'হাজারে আছওয়াদ' চুম্বন করিবে না।

১১) উক্ত অবস্থায় ছাফা পর্ব্বতের উপর উঠিবে না।

১২) উক্ত অবস্থায় মাকামে এবরাহিমে নামাজ পড়িবে না।

(মসলা) যদি স্ত্রীলোকের হায়েজ অথবা নেফাজের ওজরে তাওয়াফে জিয়ারত করিতে বিলম্ব করে কিম্বা বিদায় কালের তাওয়াফে জিয়ারত করিতে বিলম্ব করে কিম্বা বিদায় কালে তাওয়াফ ত্যাগ করে, তবে তাহাদের উপর কোরবাণি করা ওয়াজেব হইবে না। লোবাবের টিকা - ৫০।

প্রঃ যদি কেহ হজ্জ করিতে গিয়া অচৈতন্য বা পীড়া বশতঃ নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তবে কি হইবে?

উঃ যদি তাহার সঙ্গী বা অন্য কোন লোক তাহার নিজের হজ্জের নিয়ত করার পূর্ব্বে হউক বা পরে হউক, তাহার হুকুমে হউক, আর নিজের ইচ্ছায় হউক, বা পরের ইচ্ছায় হউক, তাহার পক্ষ হইতে হজ্জের নিয়ত করিয়া লাব্বায়কা বলে, তবে তাহার নিজের এবং উক্ত অচৈতন্য বা পীড়ত ব্যক্তির উভয় এহরাম জায়েজ হইবে।

উক্ত পীড়িতের সেলাই কাপড় খুলিয়া না ফেলিলেও এহরাম জায়েজ হইবে এবং ইহাতে তাহার ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে।

যদি উক্ত অচৈতন্য ব্যক্তি এহরামের কোন নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া ফেলে, তবে তাহার উপর কোরবাণি বা ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে।

যদি উক্ত এহরামকারি এহরামের কোন নিষিদ্ধ কার্য্য করে তবে তাহার নিজের উপর কোরবাণি ওয়াজেব হইবে, কিন্তু অচৈতন্যের পক্ষ হইতে অন্য কোরবাণি করা ওয়াজেব হইবে না।

এই এহরামকারি বদলা হজ্জ আদায়কারির ন্যায় দোয়া পড়িবে এবং নিয়ত করিবে।

যদি উক্ত অচৈতন্য বা পীড়া বশতঃ নিদ্রিত ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইতে অন্যের এহরাম বাঁধার পরে চৈতন্য লাভ করে বা জাগরিত হয়, তবে হজ্জের অবশিষ্ট কার্য্যগুলি তাহার নিজে করাও নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ত্যাগ করা ওয়াজেব হইবে।

আর যদি সে চৈতন্য লাভ না করে, একদল বিদ্বান্ বলেন তাহার সঙ্গীরা তাহার পক্ষ হইতে তাওয়াফ করিলে এবং আরফাতে দাঁড়াইলে উহার হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। মবছুত ও এনায়া প্রণেতা ইহা সমধিক সহিহ্ মত বলিয়াছেন।

আর কাজিখান ও বাদায়ে প্রণেতা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গি দিগের পক্ষে তাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া তাওয়াফ করান এবং এক নিমেষের জন্যে আরফাতে হাজির করা ওয়াজেব, কি মোজদালেফাতে হাজির করা, কঙ্কর নিক্ষেপ স্থলে ও মারওয়ার স্থলে হাজির করা ওয়াজেব নহে, ইহা এমাম মোহাম্মদের মত। মোল্লা আলি কারি ইহা উৎকৃষ্ট মত বলিয়াছেন।

আর যদি কেহ এহরাম বাঁধার পরে অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তবে সকলের মতে তাহাকে তাওয়াফ করান ও আরফাতে হাজির করা ওয়াজেব হইবে।— লোবাবের টীকা, ৪৭/৪৮।

প্রঃ এহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলি কি কি?

উঃ ১) স্ত্রীসঙ্গমের কথা স্ত্রীলোক দিগের সাক্ষাতে বলা ফাহেশা কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা।

২) প্রত্যেক প্রকার গোনাহ্ করা।

৩) ঝগড়া ফাছাদ করা, কিন্তু দ্বিনী বিষয়ের সমালোচনা করা নিষিদ্ধ নহে। শরিয়তের নিয়মের অধীন থাকিয়া ভাল কার্য্য করিয়াছে বলা এবং মন্দ কার্য্য করিতে নিষেধ করা ওয়াজেব।

৪) স্ত্রীসঙ্গম করা স্ত্রীকে চুম্বন ও স্পর্শ করা।

৫) স্ত্রীলোকের আলিঙ্গন (মোয়ানাকা) করা।

৬) স্ত্রীলোকের দিকে কামভাবে দৃষ্টিপাত করা।

৭) বোগল, নাভীর নিম্নস্থ বা কোন স্থানের লোম ছিড়িয়া ফেলা বা মুণ্ডন করা।

৮) নিজের বা অনেক মস্তক মুণ্ডন করা বা ছাটিয়া ফেলা ।

৯) গোঁফ দাড়ি বা ঘাড়ের চুল ছাটিয়া ফেলা।

১০) নখ কাটিয়া ফেলা।

১১) সেলাই করা চাপকান ইত্যাদি ব্যবহার করা।

১২) পিরহান ব্যবহার করা।

১৩) পায়জামা পরা।

১৪) কাবা (চোগা) ব্যবহার করা ।

১৫) টুপি পাগড়ি ব্যবহার করা।

১৬) বোরকা ব্যবহার করা।

১৭) মোজা কিম্বা পায়তাবা ব্যবহার করা।

১৮) পুরুষের দাস্তানা ব্যবহার করা।

১৯) কুসুম, জাফেরাণ ইত্যাদি সুগন্ধী রঙে রঞ্জিত ও কাপড় পরা,কিন্তু উক্ত কাপড় ধৌত করিলে, উহার সুগন্ধ দূরীভূত হইয়া যায় তবে উহা জায়েজ হইবে।

২০) পুরুষের মস্তক ঢাকা।

২১) তাহার মুখ কিম্বা থুৎনি ঢাকিয়া।

২২) সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার করা।

২৩) কাপড়ে বা শরীরে তৈল লাগান।

২৪) সুগন্ধি দ্রব্য খাওয়া বা কাপড়ের কিনারায় বাধা।

২৫) স্থলচর প্রাণী শীকার করা হত্যা করা, ধরা, ধরিয়া রাখা, উহার দিকে ঈসারা করা, ব্যাধকে উহার সন্ধান বলিয়া দেওয়া,

উক্ত সম্বন্ধে সাহায্য করা, উক্ত প্রাণীকে তাড়াইয়া দেওয়া, উহার 'পর' ছিড়িয়া লওয়া, উহার ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলা, উহার পদসমূহ ও ডানা ভাঙ্গিয়া ফেলা, উহার দুধ দোহন করা, উক্ত শীকার করা পশুকে ভাজি করা, ক্রয় করা ও ভক্ষণ করা।

২৬) উকুণ মারিয়া ফেলা, রৌদ্রে ফেলিয়া দেওয়া, অন্যকে উহা সমপর্ণ করা, উহা মারিয়া ফেলাতে হুকুম করা, উহার দিকে ইশারা করিয়া দেখান, উকুন মারিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে যে কাপড়ে উহা থাকে তাহা রৌদ্রে নিক্ষেপ করা বা ধুইয়া ফেলা।

২৭) মস্তক, দাড়ি বা কোন অঙ্গকে মেহদী দ্বারা রঙ করা, খতমী দ্বারা উহা ধৌত করা।

২৮) হেরম শরিফের বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা বা তুলিয়া ফেলা এবং 'এজ্খার' নামক ঘাস ব্যতীত কোন তৃণলতা কোন পশুকে খাওয়ান।

(মসলা) যদি কেহ এহরাম অবস্থায় মরিয়া যায়, তবে তাহার মুখ কিম্বা মস্তক ঢাকা জায়েজ হইবে।

(মসলা) যদি কেহ এহরাম অবস্থায় মস্তকের উপর কাপড় বহন করে, তবে উহা ঢাকিয়া রাখার তুল্য হারাম হইবে। আর যদি একটি গাঠ্রি কিম্বা তাবাক মস্তকে বহন করে, তবে উহা জায়েজ হইবে।

(মসলা) যদি কেহ এহরাম অবস্থায় কা'বা শরিফের গেলাফের নীচে প্রবেশ করে, এজন্য তাহার মস্তক কিম্বা চেহারায় গেলাফলাগিয়া যায়, তবে উহা মকরুহ্ হইবে। আর যদি উহা না লাগে তবে মকরুহ হইবে না।

(মসলা) যদি কেহ কাবা'র (চোগার) দুই আস্তিনের মধ্যে দুই হাত দাখিল না করিয়া পরিধাণ করে, তবে উহা জায়েজ হইবে কিন্তু উহাকে ঘুন্টি কিম্বা কাঁটা লাগাইয়া দিলে' জায়েজ হইবে না।

(মসলা) যদি কেহ এহরাম অবস্থায় পিরহান কিম্বা জোব্বাকে চাদর রূপে ব্যবহার করে এবং নিদ্রাকালে উহা লেপের ন্যায় শরীরে ব্যবহার করে, কিন্তু মুখ ও মস্তক খুলিয়া রাখে, তবে উহা জায়েজ হইবে।

(মসলা) যদি কেহ গোনাহ্ এবং ঝগড়া ব্যতীত অন্য কোন হারাম কার্য করে তবে কোরবাণি করা বা ছদকা দেওয়া ওয়াজেব হইবে- শাঃ, ২/১৮৫/১৮৮ লোবাবের টীকা ৫১-৫৩।

প্রঃ এহরামের মকরুহ কি কি?

উঃ ১) ময়লা পরিস্কার করা।

২) কুলের পাতা ইত্যাদি দ্বারা মস্তক বা শরীর ধৌত করা।

৩) মস্তকের কেশ চিরুণী দ্বারা পরিস্কার করা।

৪) মস্তকের কেশ, দাড়ি ও শরীর সজোরে চুলকান।

৫) কাবা, আবা ইত্যাদি দুই আস্তিনের মধ্যে দুই হাত দাখিল না করিয়া দুই স্কন্ধের উপর রাখা।

৬) তহবন্দ ও চাদর একদিক অন্য দিকের সহিত বাঁধিয়া রাখা।

৭) রসি ইত্যাদি দ্বারা উভয়কে বাঁধিয়া রাখা।

৮) কোন সুগন্ধি বস্তুর বা সুগন্ধি ফলের বা তৃণের ঘ্রাণ লওয়া।

৯) উহা এরূপভাবে স্পর্শ করা যে, যেন শরীরে না লাগে।

১০) আতর বিক্রেতার দোকানে সুগন্ধি বস্তুর ঘ্রাণ লওয়ার উদ্দেশ্যে বসিয়া থাকা।

১১) কাপড়ের দ্বারা নাসিকা, থুৎনি কিম্বা চেহরার একপার্শ্ব ঢাকা।

১২) সুগন্ধ দায়ক খাদ্য ভক্ষণ করা।

১৩) অধোমুখে বালিশের উপর শয়ন করা, কিন্তু দুই গালকে বালিশের উপর রাখিলে কিম্বা মস্তককে বালিশের উপর রাখিলে, কোন দোষ হইবে না।

প্রঃ এহরামের মোবাহ কি কি?

উঃ ১) পানি কিম্বা সাবুন মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করা, কিন্তু শরীরের ময়লা দূর না করা মোস্তাহাব বরং পাকি লাভ বা ধুলি ও গরমি দূর করার ধারনায় গোসল করিবে।

২) পানিতে ডুব দেওয়া।

৩) হাম্মামে দাখিল হওয়া এবং গরম পানিতে গোসল করা।

৪) পাকি কিম্বা পরিচ্ছন্নতার নিয়তে কাপড় ধৌত করা, কিন্তু ইহাতে উকুন মারার বা সৌন্দর্যের নিয়ত করিবে না।

৫) অঙ্গুরী হাতে দেওয়া।

৬) তরবারি গলায় ধারণ করা।

৭) সঙ্গত কারণে শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা।

৮) কোমরে থলিয়া বা কোমরবন্দ বাঁধা।

৯) কোন গৃহ, তাবু, শামিয়ানা, প্রাচীর, পর্ব্বত বা উটের শিবিকার উপস্থিত পরদার ছায়া গ্রহণ করা, কিন্তু যদি উহা তাহার মস্তক ও চেহারায় লাগে তবে মকরূহ হইবে।

১০) সুগন্ধি না হয় এইরূপ সুরমা ব্যবহার করা।

১১) মেসওয়াক্ করা।

১২) দাঁত তুলিয়া ফেলা।

১৩) ফোড়া কাটা।

১৪) নিজের হাত বা অপরের হাত মস্তক কিম্বা নাকে রাখা

১৫) থুৎনীর নীচের দড়ি, দুই কান এবং ঘাড় ঢাকা।

১৬) ভঙ্গ হাড়ের উপর পটি বাঁধা।

১৭) মস্তক, দাড়ি এবং শরীর, চুল উঠিয়া যাওয়ার বা উকুন

পড়িয়া যাওয়ার ভয় হইলে, আঙ্গুলের পেট দিয়া নরমে নরমে চুলকান। আর যদি উহার আশঙ্কা না থাকে, তবে জোরে চুলকাইয়া রক্তপাত করিলেও কোন দোষ হইবে না।

১৮) মস্তকে বস্তা দেগ বা কাষ্ঠ বহন করা।

১৯) যে পশু হালাল স্থানে হালাল ব্যক্তি শীকার ও জবাহ করিয়া থাকে ও কোন এহরামকারি ব্যক্তি উহার কোন প্রকার সাহায্য না করিয়া থাকে, উহা এহরাম অবস্থায় খাওয়া।

২০) যে সুগন্ধি খাদ্য বস্তু অগ্নিতে পাক করা হইয়া থাকে,উহা খাওয়া।

২১) ঘৃত, জয়তনু সরিষার তৈল বা কোন তৈল সুবাস না থাকে তৎসমস্ত এবং চর্ব্বি খাওয়া।

২২) কোন যখমে তৈল দেওয়া।

২৩) হেরম শরিফ ব্যতিত হালাল স্থানের বৃক্ষ তাজা ও শুষ্ক ঘাস কাটিয়া ফেলা।

২৪) যে কবিতায় কোন গোনাহ্ বা দোষ নাই, উহা পাঠকরা কিন্তু কুৎসিত বা মন্দ কবিতা পাঠ প্রত্যেক অবস্থায় কঠিন হারাম। এইরূপ কার্য্যে ছদকা ও কোরবাণি ওয়াজেব না হইলেও তওবা করা ওয়াজেব।

২৫) বিবাহ করা বা দেওয়া।

২৬) উট, গরু, ছাগল মোরগ ও গৃহপালিত হাস জবাহ করা।

২৭) সর্প বৃশ্চিক, গিরগিটি মশা মাছি ডাঁস মারিয়া ফেলা।

২৮) গোলামকে সঙ্গত কারণে মারা।

২৯) রৌদ্রের তাপ নিবারণ হেতু মস্তকে ছত্র ধারণ করা।

৩০) আরবের না'লাএন ববেহার করা যদি হিন্দুস্থানের এরূপ জুতা ব্যবহার করে যাহাতেই দুই পায়ের উপরিস্থ গিরা ঢাকিয়া ফেলে, তবে উহা জায়েজ হইবে না। আর যে জুতাতে উক্ত গিরা খোলা থাকে, উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে, কিন্তু আরবের না'লাএন ব্যবহার করা সুন্নত।

পাঠক, ইহাতে বুঝা গেল যে, দিল্লীর নাগরা জুতা যাহাতে পায়ের উপরিস্থিত গিরা ঢাকিতে পারে না, তাহা ব্যতীত অন্যান্য হিন্দুস্থানের জুতা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে না। আর যদি কেহ না'লাএন না পায় এবং উপরোক্ত প্রকার জুতাও না পায়, তবে উক্ত জুতার যে অংশটুকু উক্ত গিরাকে ঢাকিয়া ফেলে, সেই পরিমাণ কাটিয়া ফেলিবে। শাঃ, বাঃ লোঃ টীঃ

হেরম শরিফে দাখিল হওয়ার বিবরণ

হেরম শরিফে দাখিল হওয়া কালে স্থির ভাবে আদরের সহিত নিজের দীন দুইনয়ার মতলব পূর্ণ পহওয়ার দোয়া করিতে করিতে এবং বহুবার তওবা এস্তেগফার করিতে করিতে পদব্রজে খালিপায়ে, খালি মাথায় বন্দীর তুল্য মার্জ্জনাশীল খোদাতায়ালার দরবারে হাজির হইবে। তৎপরে লাববায়কা পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّيْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِيْ بِهَا حَلاَلاً

সোবহানাল্লাহে অলহামদো লিল্লাহ অলা এলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহো আকবর পড়িবে, তৎপরে দরুদ শরিফ পড়িবে, নিজের জন্য, পিতা, মাতা, পীর, মোর্শেদ ওস্তাদ, আত্মীয় স্বজন, সঙ্গীয় বন্ধু ও যাবতীয় মদিনার পথে মোসলমানের জন্য দোয়া করিবে।

তৎপরে জুতোওরা নামক স্থানে পৌঁছিয়া গোসল করিবে, আর যদি অন্য পথ দিয়া গমন করিতে চাহে, তবে মক্কাশরিফের নিকটবর্ত্তী স্থানে গোসল করিবে, এই গোসল করা মোস্তাহাব। যে স্ত্রীলোকের হায়েজ কিম্বা নেফাস হইয়াছে, সেই স্ত্রীলোকটিও তথায় গোসল করিবে। রাত্রি বা দিবার কোন এক সময় মক্কা শরিফে দাখিল হইতে পারে, কিন্তু দিবাভাগে দাখিল হওয়াই উত্তম। মক্কা শরিফের

উচ্চ ঘাটি দিয়া দাখিল হওয়া মোস্তাহাব। মক্কা শরিফের শহর দেখিয়া নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে,-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِيْ بِهَا حَلاَ لً

"আল্লাহোম্মাজয়াল লি বেহা কারারাও অরজোকনি বেহা হালালা।"

অর্থ ঃ- "ইয়া আল্লাহ্ তুমি আমাকে উক্ত শহরে শান্তি দাও এবং আমাকে তথায় হালাল রুজি দাও।"

মক্কা শরিফে দাখিল হইয়া নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে,—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْحَرَمَ حَرَمُكَ وَ الْبَلَدَ بَلَدُكَ وَ الْاَمْنَ اَمْنُكَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ مِنْ بِلاَدٍ بَعِيْدَةٍ بِذُنُوْبٍ كَثِيْرَةٍ وَ اَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُضْطَرِّيْنَ اِلَيْكَ الْمُشْفِقِيْنَ مِنْ عَذَابِكَ اَنْ تَسْتَقْبِلَنِيْ بِمَحْضِ عَفْوِكَ وَ اَنْ تُدْخِلَنِيْ فِيْ فَسِيْحِ جَنَّتِكَ جَنَّةِ النَّعِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَ حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِيْ وَ دَمِيْ وَ عَظْمِيْ عَلَى النَّارِ اَللّٰهُمَّ اٰمِنِّيْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَنْ تُصَلِّيَ وَ تُسَلِّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَبَدًا *

অর্থ ঃ- ‘ইয়া আল্লাহ্, নিশ্চয় এই সম্মানিত স্থান (হেরম) তোমার সম্মানিত স্থান, এই শহর তোমার শহর এই শান্তি তোমারশান্তি, এই বান্দা তোমার বহু দূরদেশ অতিক্রম করিয়া বহু গোনাহ্ ও বদ আমল সহ (তোমার দরবারে হাজির হইয়াছি)। যাহারা বিপন্ন অবস্থায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং যাহারা তোমার আজাবের ভয় করে, তাহাদের ন্যায় আমি তোমার নিকট ছওয়াল করি যে, তুমি নিজের পুর্ণ মাফি সহ আমাকে গ্রহণ কর এবং তোমার প্রস্থ বিশিষ্ট বেহেশ্তের মধ্যে জান্নাতে নইমে আমাকে দাখিল কর। ইয়া আল্লাহ্ তোমার হেরম শরিফ এবং তোমার রসুলের হেরম শরিফ, তুমি আমার মাংস-রক্ত হাড়কে দোজখের উপর হারাম কর। ইয়া আল্লাহ্ যে দিবস তুমি তোমার বান্দাগণকে পুর্নজীবিত করিবেন, সেই দিবস আমাকে তোমার আজাব হইতে রক্ষা করিও। তুমি আল্লাহ্ তোমার ব্যতীত মা'বুদ (বন্দিগির যোগ্য আর কেহ নাই) তুমি মহা দয়াশীল মেহেরবান, আমি তোমার নিকট ছাওয়াল করি যে, তুমি আমাদের সৈয়দ মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার আওলাদ ও সাহাবাগণের উপর দরুদ ও ছালাম নাজিল কর এবং সর্ব্বদা বহু ছালাম নাজিল কর।

শহরের মধ্যে দাখিল হইয়া আসবাব পত্রকে হেফাজতে রাখিয়া বাবোচ্ছালাম দিয়া মছজিদে দখিল হইবে, দাখিল হওয়ার সময় নিম্মোক্ত দোওয়া পড়িবে,-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ

اِفْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ اَدْخِلْنِىْ فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصلوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ *

অর্থ ঃ- 'ইয়া আল্লাহ্ তুমিই শান্তিদায়ক, তোমা হইতে শান্তি, তোমার দিকে শান্তি রুজু করো। হে আমাদের পরওয়ারদেগার তুমি আমাদিগকে শান্তিসহ জীবিত রাখ এবং তোমার ঘর শান্তির ঘর, বেহেশতখানায় আমাদিগকে দাখিল কর, হে আমাদের পরওয়ারদেগার তুমিই বোজর্গ হে বোজর্গ দানশীল, তুমিই বড়। ইয়া আল্লাহ্ তুমি আমার জন্য রহমত ও মাফির দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং আমাকে উহাতে দাখিল কর। আল্লাহতায়ালার নামে (শুরু করিতেছি)। আল্লাহতায়ালারই সমস্ত প্রশংসা (তা'রিফ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের উপর দরুদ এবং ছালাম হউক।

যখন তথায় দাখিল হইবে, তখন বিনীত ও ভীত ভাবে কা'বা শরিফের বোজর্গীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দাখিল হইবে।

যখন কা'বা শরিফের ঘর দেখিবে, তখন তিনবার আল্লাহো আকবর ও তিনবার কলেমা পড়িবে, পরে দরুদ শরিফ পড়িবে, অবশেষে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে,—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّمَهَابَةً وَّرِفْعَةً وَّبِرًّا وَّزِدْ يَا رَبِّ مِنْ شَرَّفَهٗ وَكَرَّمَهٗ وَعَظَّمَهٗ مِمَّنْ حَجَّهٗ وَاعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّمَهَابَةً وَّرِفْعَةً وَّبِرًّا *

অর্থ ঃ- "আল্লাহ্ ব্যতীত বন্দিগীর যোগ্য কেহ নাই, তিনি লাছানি (অদ্বিতীয়), তাঁহার কোন শরিক নাই তাঁহারই বাদশাহি, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সক্ষম। আমি খানায় কা'বার মালেকের নিকট কাফেরী দরিদ্রতা গোরের আজাব ও বক্ষঃস্থলের সঙ্কীর্ণতা হইতে নিস্কৃতি চাহিতেছি। আল্লাহতায়ালা আমাদের সৈয়দ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে আছল্লামের প্রতি, তাহার আওলাদ ও সাহাবাগণের প্রতি দরুদ ও ছালাম নাজিল করুন।

ইয়া আল্লাহ, তুমি তোমার ঘরের দরজা, বোজর্গী সম্মান, দবদবা, শান শওকত ও নেকি বৃদ্ধি কর।

ইয়া পরওয়ারদেগার, যে ব্যক্তি উক্ত স্থানে হজ্জ এবং ওমরা করিয়া উহার সম্মান, বোজর্গী ও সমাদার রক্ষা করিয়াছে, তুমি সে ব্যক্তির সম্মান, বোজর্গী, দরজা দবদবা, শান সওকত ও নেকি বৃদ্ধি কর।

নিম্মোক্ত দোয়াটি পাঠ করা সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ ঃ- 'ইয়া-আল্লাহ, তুমি আমাকে বিনা হিসাবে বেহেশ্তে দাখিল কর।" এমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, সেই সময় মোস্তাজাবোদ্ দাওয়াত (বাক্‌সিদ্ধ) হওয়ার দোয়া করাই উচিত।

মছজিদে দাখিল হওয়ার সময় জুতো খুলিয়া উহা পরিস্কার করিয়া রুমালে জড়াইয়া লইয়া যাইবে, কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন বা তামাক খাইয়া যতক্ষণ মেছওয়াক করিয়া মুখ পরিস্কার না করে, ততক্ষণ মছজিদে দাখিল হইবে না।

মছজিদে দাখিল হওয়ার সময় প্রথমে ডাহিন পা মছজিদে রাখিবে এবং এই দোয়া পড়িবে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ ঃ- ইয়া আল্লাহ্, তুমি আমার উপর তোমার রহমতের দরওজা খুলিয়া দাও।"

আর মছজিদ হইতে বাহির হওয়ার কালে প্রথমে বাম পা নামহিবে এবং এই দোয়া পড়িবে,-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ ঃ- "ইয়া আল্লাহ্, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহে (মেহেরবাণি) চাহিতেছি।"

তৎপরে যদি ফরজের জামায়াত ফওত হওয়ার কিম্বা ফরজ, ছুন্নত কিম্বা মোয়াক্কাদা ছুন্নত ফওত হওয়ার ভয় না হয়, তবে তাওয়াফ আরম্ভ করিবে, আর যদি উক্ত ভয় হয়, তবে প্রথমে নামাজ পড়িয়া লইবে, পরে তাওয়াফ করিবে। কা'বা শরিফের মছজিদে তাহিয়াতোল মছজিদ নামাজ না পড়িয়া তাওয়াফ করিবে, এই তাওয়াফ উহার তাহিয়াতোল মছজিদ বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি কেহ তাওয়াফ করিবার ইচ্ছা না করিয়া বসিবার ইচ্ছা করে, তবে মকরুহ, ওয়াক্ত না হইলে, দুই রাকয়াত তাহিয়াতোল মছজিদ পড়িয়া লইবে।

তাওয়াফ করার নিয়ম

যে বিদেশী লোক কেবল হজ্জ করার কিম্বা হজ্জ ও ওমরা একই এহরামে করার নিয়ত করে, তাহার পক্ষে কা'বা শরিফে পৌঁছিয়া তাওয়াফ করা সুন্নত, ইহাকে তাওয়াফে কুদুম বলে। আর যে ব্যক্তি কেবল ওমরা করার কিম্বা তামাত্তো করার নিয়ত করে, তাহার পক্ষে ওমরার ফরজ তাওয়াফ করিলেই উক্ত ছুন্নত তাওয়াফ আদায় হইয়া যাইবে।

উপরোক্ত তাওয়াফে কদুম ও তাওয়াফে ওমরা বা যে কোন তাওয়াফের পরে ছাফা এবং মারওয়ার মধ্যে শওত করিতে না হয়, উক্ত তাওয়াফ করিবার সময় চাদরের মধ্যভাগকে ডাহিন বগলের নীচে দিয়া উহার দুই কিনারাকে বাম স্কন্ধের উপর টানিয়া দিবে, ইহা ছুন্নত।

তৎপরে হাজারে আছ্ওয়াদের দিকে চলিবে, সেই সময় এই দোয়া পড়িবে,—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامَ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَعْظِيْمًا وَّتَشْرِيْفًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ تَعْظِيْمِهِ وَتَشْرِيْفِهِ مِنْ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَعْظِيْمًا وَتَشْرِيْفًا وَّمَهَابَةً *

কেবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া হাজারে আছওয়াদকে ডাহিন দিকে রাখিয়া তাওয়াফের নিয়ত করিতে হইবে। তাওয়াফে- কদুমের এরূপ নিয়ত করিবে,—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ طَوَافَ
الْقُدُوْمِ سُنَّةَ الْحَجِّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ *

"আল্লাহুম্মা ইন্নি ওরিদো তাওয়াফা বায়তেকাল হারামে ছাবয়া'তা আশওয়াতেন তাওয়াফাল কুদমে ছুন্নাতাল হাজ্জে ফাইয়া- চ্ছেরহো-লি অতাকাববালহো মিন্নি।"
অর্থ ঃ- ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার সম্মানিত গৃহের চারিদিকে সাতবার ঘুরিবার অর্থাৎ হজ্জের ছুন্নত তাওয়াফে কদুম করার নিয়ত করিতেছি, তুমি আমার পক্ষে উহা সহজ করিয়া দাও এবং তুমি আমার জন্য উহা কবুল করিয়া লও।"

১০ই, ১১ই ১২ই জেলহাজ্জ তারিখে হজ্জের ফরজ তাওয়াফে জিয়ারত করার নিয়ত,—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَفَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَطٍ طَوَفَ
الزِّيَارَةِ فَرْضَ الْحَجِّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ *

"আল্লাহোম্মা ইন্নি ওরিদো তাওয়াফা বায়তেকাল হারামে ছা'বায়া'তা আশওয়াতেন তাওয়াফাজ্জেয়ারাতে ফারদ্বাল-হাজ্জে ফাইয়াচ্ছেরহোলি অতাকাববালহো মিন্নি।"
অর্থ ঃ- "ইয়া আল্লাহ্ আমি তোমার সম্মানিত ঘরের চারিদিকে সাতবার ঘুরিবার অর্থাৎ হজ্জের ফরজ তাওয়াফে জিয়ারত করার নিয়ত করিতেছি তুমি উহা আমার পক্ষে সহজ করিয়া দাও এবং তুমি আমার জন্য উহা কবুল করিয়া লও।"

ওমরার তাওয়াফ করার নিয়ত,—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةِ اَشْوَاطٍ طَوَافَ
الْعُمْرَةِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ *

"আল্লাহোম্মা ইন্নি ওরিদো তাওয়াফা বায়তেকাল হারামে ছাবয়'তা আশওয়াতেন তাওয়াফাল ওমরাতে ফাইয়াচ্ছেরহো লি অতাকাব্বালহো মিন্নি।"

অর্থ ঃ- 'ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার সম্মানিত ঘরের চারিদিকে সাতবার ঘুরিবার অর্থাৎ ওমরার তাওয়াফ করার নিয়ত করিতেছি, তুমি আমার পক্ষে ইহা সহজ করিয়া দাও এবং তুমি আমার জন্য উহা কবুল করিয়া লও।"

যে ব্যক্তি হজ্জ এবং ওমরাহ একই এহরামে করে, সে ব্যক্তি প্রথমে উল্লিখিত ভাবে প্রথমে ওমরার তাওয়াফের নিয়ত করিয়া তাওয়াফ করিবে, পরে ছাফা এবং মারওার মধ্যে শওত (প্রদক্ষিণ) করিয়া তাওয়াফে কদুমের-নিয়ত-করিয়া-তাওয়াফে কদুম করিবে, তৎপরে ১০ই, ১১ই, কিম্বা ১২ই তারিখে তাওয়াফে জিয়ারতের নিয়ত করিয়া তাওয়াফে জিয়ারত করিবে।

নফল তাওয়াফের নিয়ত,—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَيَسِّرْهُ
لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ *

"আল্লাহোম্মা ইন্নি ওরিদো তাওয়াফা বায়তেকাল হারামে ছাবয়'তা আশওয়াতেন ফাইয়াচ্ছেরহো লি অতাকব্বালহো মিন্নি।

অর্থ ঃ- 'ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার সম্মানিত ঘরের চারিদিকে সাতবার ঘুরিবার নিয়ত করতেছি তুমি আমার পক্ষে উহা সহজ করিয়া দাও এবং আমার জন্য উহা কবুল করিয়া লও।"

ক'বা শরিফ হইতে বিদায় গ্রহণ কালে যে তাওয়াফ করিতে হয়, উহাকে তাওয়াফে অদা বলা হয় উহার নিয়ত,-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ
طَوَافَ الْوَدَاعِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ *

"আল্লাহোম্মা ইন্নি ওরিদো তাওয়াফা বায়তেকাল হারামে ছাবয়'তা আশ্ওয়াতেন তাওয়াফাল অদায়ে' ফাইয়াচ্ছেরহো লি অতাকাববালহো মিন্নি।"

অর্থ ঃ- "ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার সম্মানিত ঘরের চারিদিকে সাতবার ঘুরিবার অর্থাৎ বিদায়ের তাওয়াফকরার নিয়ত করিতেছি, তুমি আমার পক্ষে উহা সহজ করিয়া দাও এবং আমার জন্য উহা কবুল করিয়া লও।"

তাওয়াফের নিয়ত করিয়া ডাহিন দিকে চলিবে, এমন কি হাজারে আছওয়াদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই দিকে মুখ করিয়া বলিবে,-

بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرْ

বিছমিল্লাহে আল্লাহো আকবর।

এই তকবির পঁড়া কালে দুই হাত দুই কাণ অবধি উঠাইবে। দুই হাতের পেটকে হাজারে আছওয়াদ এবং কা'বা ঘরের দিকে করিবে।

তৎপরে নিম্নোক্ত দোয়া কিম্বা যে কোন দোয়া ইচ্ছা হয় প্রথম শাওত কালে পড়িবে,—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ *

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْمُعَافَاتَ الدَّائِمَةَ فِىْ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ *

অর্থ ঃ- "আল্লাহতায়ালার পাকি বর্ণনা করিতেছি, আল্লাহতায়ালার জন্য সমস্ত প্রশংসা (তারিফ)।

আল্লাহতায়ালা ব্যতীত বন্দেগির উপযুক্ত কেহ নাই।

আল্লাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ বোজর্গ ও মহানের সাহায্য ব্যতীত গোনাহ হইতে বিরত থাকা এবং এবাদাতের ক্ষমতা (সম্ভব) হইতে পারে না।

রাছুলোল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের উপর দরুদ এবং ছালাম নাজেল হউক।

ইয়া আল্লাহ তোমার উপর ইমান আনার জন্য, তোমার কেতাবের উপর বিশ্বাস করার জন্য, তোমার ওয়াদাকে পূর্ণ করার জন্য তোমার নবি এবং তোমার হাবিব মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের ছুন্নাতের তাবেদারি করার জন্য (তাওয়াফ করিতেছি)। ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার নিকট মাফি, শান্তি দ্বীন, দুনইয়া এবং আখেরাতে চির শান্তি, বেহেশত লাভ এবং দোজখ হইতে নাজাত চাহিতেছি।"

তৎপরে হাজারে আছওয়াদের উপর দুই হাতের তালু রাখিবে এবং দুই তালুর মধ্যস্থলে মুখ রাখিয়া উক্ত প্রস্তরকে চুম্বন করিবে কিন্তু এই চুম্বন করিতে লোককে কষ্ট দিবে না। যদি উহা চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তবে উহার উপর দুই হাত কিম্বা ডাহিন হাত রাখিয়া উক্ত হাত চুম্বন করিবে। আর যদি উহার উপর হাত রাখা সম্ভব না হয় তবে লাঠি বা তত্তুল্য কোন বস্তু দ্বারা উক্ত প্রস্তরকে স্পর্শ করিয়া উক্ত লাঠিকে চুম্বন করিবে। আর যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে দুই হাত কান অবধি উঠাইয়া দুই হাতের পিঠকে চেহরার দিকে এবং পেটিকে প্রস্তরের দিকে ফিরাইয়া উহার দিকে ইশারা করিয়া তকবির কলেমা আলহামদো লিল্লাহ ও দরুদ পড়িয়া দুই তালুকে চুম্বন করিবে।

এইরূপ প্রত্যেক শওতে হাজারে আছওয়াদের নিকট পৌছিয়া উপরোক্ত প্রকার চুম্বন করিবে।

হাজারে-আছওয়াদ একখানি বেহেশতী পাথর, হজরত আদম আলায়হেচ্ছালামের সহিত দুনইয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল' হজরত নুহ (আঃ) এর জামানায় যখন মহা তুফান হইয়াছিল, তখন উহা ফেরেশতা কর্ত্তৃক পাহাড়ের উপর রাখা হইয়াছিল, হজরত এবরাহিম আলায়হেচ্ছালাম কা'বা শরিফের ঘর প্রস্তুত করা কালে উক্ত প্রস্তরখানি তথা হইতে আনিয়া কা'বা গৃহের এক কোণে স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তরখানি দুগ্ধ অপেক্ষা অধিকতর শ্বেতবর্ণের ছিল তৎপরে আদম সন্তান উহা স্পর্শ করিতে তাহাদের গোনাহ উহাকে কালিমাময় করিয়া ফেলিয়াছে উহা স্পর্শ করিলে বা চুম্বন করিলে মুনষ্যের গোনাহ মাফ হইয়া যায়। যে কোণে হাজারে আছওয়াদ আছে এবং যে কোনটী রোকণে ইমানি নামে বিখ্যাত, এই দুইটি কোণ হজরত এবরাহিম আলায়হেচ্ছালাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই জন্য উভয়টী স্পর্শ করিতে হয়।

তৎপরে তাওয়াফ কারী নিজের ডাহিন দিক্ হইতে অর্থাৎ যে দিকে কা'বা গৃহের দরজা আছে সেই দিক হইতে তাওয়াফ করা আরম্ভ করিবে। হাজারে আছওয়াদ হইতে তাওয়াফ করা আরম্ভ করিয়া কা'বা গৃহের দরজা আছে সেই দিক হইতে তাওয়াফ করা আরম্ভ করিবে। হাজারে আছওয়াদ হইতে তাওয়াফ আরম্ভ করিয়া কা'বা শরিফের চারিদিকে ঘুরিয়া পুনরায় উক্ত হাজারে আছওয়াদের নিকট পৌছিলে এক শওত হইবে, এইরূপ সাত শওত করিতে হইবে।

প্রথম তিন শওতে বীর যোদ্ধা বীরত্ব সহকারে যেরূপ দ্রুতবেগে চলিতে থাকে, সেইরূপ ত্রস্তভাবে চলিবে, ইহাতে পা নিকটে নিকটে ফেলিবে এবং দুই স্কন্ধ নাড়াইতে থাকিবে, লাফ মারিবে না বা বেশী দৌড়িবে না। অবশিষ্ট চারি শওতে ধীরে ধীরে চলবে। কা'বা

গৃহের নিকট নিকট স্থান দিয়া মন্দা মন্দা দৌড়ান উত্তম। আর যদি ইহা সম্ভব না হয়, তবে দূর দূর স্থান দিয়া মন্দা মন্দা দৌড়িবে। আর যদি অতিরিক্ত জনতার জন্য কোন স্থান দিয়া দৌড়ান সম্ভব না হয়, তবে বিলম্ব করিয়া জনতা কম হইলে, মন্দা মন্দা দৌড়িবে যদি পীড়া বশতঃ কেহ মন্দা দৌড়িতে না পারে, তবে কোন দোষ হইবে না। বিনা ওজরে দৌড়ান ত্যাগ করিবে না। এই দৌড়ান ছুন্নত। যদি কেহ প্রথম শওতে দৌড়িতে ভুলিয়া যায় কিম্বা দৌড়ান ত্যাগ করে, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শওতে দৌড়িবে। আর যদি তিন শওতে দৌড়ান ত্যাগ করে বা ভুলিয়া যায়, তবে অবশিষ্ট চারি শওতে দৌড়িবে না। তাওয়াফ কালে হাতেমের বাহির দিয়া তাওয়াফ করা ওয়াজেব আর যদি কেহ হাতিম ও খানায়-কা'বার মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ' স্থান দিয়া তাওয়াফ করে, তবে উক্ত তাওয়াফ বাতীল হইবে।

কা'বা শরিফের একদিকে, অর্দ্ধবৃত্তের ন্যায় প্রাচীর দ্বারা যে স্থানটী বেষ্টন করা আছে উক্ত স্থান ও খানায় কা'বার মধ্যে একটু সঙ্কীর্ণ স্থান খালি আছে, উহা ঠিক কা'বা ঘরের 'মিজাবের' (পয়নালার) নীচে। তথায় হজরত ইছমাইল ও হজরত হাজেরা আলায়হেমাছ-ছালামের কবর আছে। এই স্থানটিতে অনুমান হয় ছয় হাত কাবা ঘরে অংশ আছে।

হজরত এবরাহিম (আঃ) এর জামানায় উক্ত অংশটুকু কা'বা ঘরের মধ্যে ছিল। তৎপরে কোরেশ জাতি যে সময় কা'বা শরিফ প্রস্তুত করে সেই সময় ঐ অংশটুকু বাদ দিয়া ঘর প্রস্তুত করে। হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যদি নূতন ইসলামের জন্য লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা না হইত তবে আমি উক্ত স্থানটি কা'বা গৃহের অন্তর্ভূক্ত করিয়া দিতাম।

চারি খলিফা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকার কারণে উক্ত কার্য্য করিতে পারেন নাই। তৎপর হজরত আবদুল্লাহ বেনে জোবাএর

খেলাফতের দাবি করিয়া উক্ত স্থানটীকে কা'বার অন্তর্ভূক্ত করিয়া দেন। তৎপরে তিনি শহিদ হইয়া গেলে, হাজারে ছাখাফি উহা নাপছন্দ করিয়া উক্ত এমারত ধ্বংস করিয়া ফেলিয়া দেয়। পরে কোন খলিফা কর্ত্তৃক সেই স্থানটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে। উক্ত স্থানটীকে 'হাতিম' বলা হয়।

কাবা শরিফের এক কোণে প্রায় তিন হাত উচ্চে হাজারে আছওয়াদ নামক প্রস্তর খানি রক্ষিত আছে, তৎপরে কা'বা গৃহের যে কোণটী পড়ে, উহাকে রোকনে এরাকি বলা হয়, তৎপরে কোণটিকে রোকনে সামি বলা হয়, তৎপরে চতুর্থ কোণটিকে রোকনে ইমানি বলা হয়।

তাওয়াফ করা কালে প্রত্যেক শওতে রোকনে ইমানিকে দুই হাত অথবা শুধু ডাহিন হাত দ্বারা স্পর্শ করা মোস্তাহাব। রোকনে শামি ও রোকনে এরাকিকে হাত দ্বারা স্পর্শ করা মকরুহ তাঞ্জিহি, কেননা উক্ত রোকনদ্বয় প্রকৃত পক্ষে কা'বা ঘরের কোণ নহে, বরং কা'বা ঘরের মধ্যের অংশ।

যদি কেহ জানিয়া শুনিয়া সাত শওত করিয়া অতিরিক্ত আর এক শওত করিয়া ফেলে' তবে তাহাকে আরও ছয় শওত করা ওয়াজেব হইবে। আর যদি অষ্টম শওতকে সপ্তম শওত ধারণা করিয়া ফেলে, তবে তাহাকে আর কিছু করিতে হইবে না।

(মসলা) যদি কেহ ফরজ তাওয়াফে কয় শওত করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ করে, তবে উক্ত তাওয়াফ দোহরাইয়া লইবে। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি বহুবার এইরূপ সন্দেহ করে, তবে আন্দাজ করিয়া একটা ঠিক করিয়া লইবেন। যদি কোন একজন দীনদার পরহেজগার লোক কয় শওত হইয়াছে, ইহা বলিয়া দেয়, তবে তাহার কথা গ্রহণ করা মোস্তাহাব। আর যদি দুইজন পরহেজগার ইহার সংবাদ দেয়, তবে তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজেব।

(মলা) মছজিদের ভিতরে কোন এক স্থানে এমন কি জমজম কুপের পশ্চাদিকে কিম্বা মকামে এবরাহিমের বা স্তম্ভগুলির পশ্চাতে তাওয়াফ করিলেও উহা জায়েজ হইবে, কিন্তু মছজিদের বাহিরে তাওয়াফ করিলে, জায়েজ হইবে না।

(মসলা) যদি কেহ তাওয়াফ করিতে করিতে কিম্বা ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়িতে দৌড়িতে জানাজা কিম্বা ফরজ নামাজ পড়িতে কিম্বা নূতন ওজু করিতে চায় তবে পুনরায় তাওয়াফ স্থলে পৌঁছিয়া যে স্থান থেকে তাওয়াফ করা ছাড়িয়াছিল, সেই স্থান হইতে পুনরায় আরম্ভ করিবে।

যদি কেহ বিনা ওজরে তাওয়াফ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যায়, তবে তাওয়াফ বাতিল হইবে না, কিন্তু মকরুহ হইবে, উহা শুরু হইতে আরম্ভ করা ওয়াজেব হইবে না, বরং মোজতাহাব হইবে।

(মসলা) তাওয়াফ কালে কিছু খাওয়া বা ক্রয় বিক্রয় করা জায়েজ আছে, কিন্তু মকরুহ হইবে, ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ান কালে উহা মকরুহ হইবে না। উক্ত উভয় সময় পানি পান করা মোবাহ। তাওয়াফ কালে ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে। উক্ত সময় কোরআন পাঠ না করাই ভাল বরং জেকর করাই উত্তম।

রোকনে ইমানি হইতে হাজারে আছওয়াদ পর্য্যন্ত যাওয়া কালে পড়িবে,—

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

‘হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি দুনিয়াতে আমাদিগকে কল্যাণ (ভালায়ি) এবং আখেরাতে কল্যাণ দান কর। এবং আমাদিগকে দোজখের আজাব হইতে নাজাত দাও।’

দ্বিতীয় শওত কালে পড়িবে,—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ هٰذَا الْحَرَمَ حَرَمُكَ وَ هٰذَا الْاَمْنَ اَمْنُكَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ هٰذَا مُقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَ بَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَ زَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا وَ كَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

অর্থ ঃ- "ইয়া আল্লাহ নিশ্চয় এই ঘরটী তোমার, এই সম্মানিত স্থানটি তোমার সম্মানিত স্থান, এই শান্তি তোমার শান্তি, এই বান্দা, তোমার বান্দা, আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার পুত্র। ইহা তোমার নিকট দোজখ হইতে উদ্ধার প্রার্থীর স্থান। এক্ষণে তুমি আমাদের মাংস এবং চামড়াকে দোজখের উপর হারাম কর। ইয়া আল্লাহ, আমাদের প্রতি ইমানকে প্রিয়পাত্র করিয়া দাও। আমাদের অন্তরের উক্ত ইমানকে সুন্দর কর। আমাদের উপর কাফেরি, ফাছেকি এবং গোনাহকে মকরূহ (নাপাছন্দ) করিয়া দাও। আমাদিগকে সত্যপথ প্রাপ্ত দিগের মধ্যে করিয়া দাও। ইয়া আল্লাহ, যে দিবস তুমি তোমার বান্দাকে জীবিত করিবে, সেদিবস তুমি আমাকে আজাব হইতে রক্ষা করিও। ইহা আল্লাহ, তুমি আমাকে বিনা হিসাবে বেহেশত দান কর।"

তৃতীয় শওত কালে পড়িবে,—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَ سُوْءِ الْمَنْظَرِ وَ الْمُنْقَلِبِ فِى الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَالْوَلَدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضٰكَ وَالْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ *

অর্থঃ- "ইয়া আল্লাহ্ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট শেরক, শত্রুতা মোনাফেকি, মন্দ স্বভাব, অর্থ, পরিজন ও আওলাদে অসৎদৃষ্টি এবং অসৎ পরিবর্তন হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছি ইয়া আল্লাহ্, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার সন্তোষ ও বেহশত চাহিতেছি। আর তোমার নিকট তোমার নারাজি ও দোজখ হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছি। ইয়া আল্লাহ্ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দরিদ্রতা হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছি। আর তোমার নিকট জীবন এবং মরণের ফাসাদ হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছি।"

চতুর্থ শওত কালে পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ سَعْيًا مَشْكُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّ عَمَلًا صَالِحًا مَقْبُوْلًا وَّ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَا يَا عَالِمَ مَا فِى الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ يَا اَللّٰهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ

وَ الْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَ بَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَنِىْ وَ اخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَا ئِبَةٍ لِّىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ *

অর্থ ঃ- "ইয়া আল্লাহ্ তুমি হজ্জকে মকবুল, চেষ্টাকে কৃতজ্ঞতার যোগ্য, গোনাহটি মাফ আমলকে নেক মকবুল এবং বাণিজ্যটী লাভজনক কর। হে অন্তরের যাবতীয় বিষয়ের জাননেওয়ালা, ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে আনয়ন কর। ইয়া আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট তোমার রহমতের আসবাব (উপকরণ) তোমার মাফির অছিলা, প্রত্যেক গোনাহ হইতে দূরে থাকা, প্রত্যেক নেকির অংশ বেশেত লাভ দোজখ হইতে নাজাত প্রার্থনা করিতেছি। হে প্রতিপালক তুমি আমাকে যাহা দান করিয়াছ, তাহার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট রাখ। তুমি যাহা আমাকে দান করিয়াছ, আমার পক্ষে তাহাতেই বরকত দাও। আর তুমি আমার প্রত্যেক অনুপস্থিত বিষয়ের প্রতি কল্যাণ (খয়রিয়ত) সহ খলিফা হও।"

পঞ্চম শওতে পড়িবে,—

بِكَ وَ لَا بَاقِىَ اِلَّا وَجْهَكَ وَ اَسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً مَرِيْئَةً لَا نَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ

تَعْـِيْـمَهَـا وَ مَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّا رِ وَ مَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ *

অর্থ ঃ- 'ইয়া আল্লাহ্, তুমি যে দিবস তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকিবে না এবং তোমার 'জাত' ব্যতীত কিছু বাকি থাকিবে না, সেই দিবস আমাকে তোমার আরশের ছায়ায় স্থান দান করিও। আর তোমার নবি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে আছাল্লামের হাওজ হইতে এরূপ সুস্বাদু হজমি শরবত আমাকে পান করাইও যাহা পান করার পরে "আমরা" কখনও পিপাসাযুক্ত হইব না। ইয়া আল্লাহ্ যাহা তোমার নিকট তোমার নবি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম চাহিয়াছিলেন আমিও তোমার নিকট তাহার কল্যাণ (ভালাই) চাহিতেছি। আর তোমার নবি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম যাহা তোমার নিকট নিষ্কৃতি (পানাহ) চাহিয়াছিলেন, আমিও তোমার নিকট তাহার অপকারিতা (বুরাই) হইতে নিষ্কৃতি চাহিতেছি।

ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার নিকট বেহেশ্‌ত, উহার নেয়ামত আর যে কথা, কার্য্য এবং আমল আমাকে উক্ত বেহেশতের নিকট পৌঁছিয়া দিবে, তাহাই চাহিতেছি। আর তোমার নিকট দোজখ এবং যে কথা, কার্য্য এবং আমল আমাকে উক্ত দোজখের দিকে পৌঁছিয়া দেয়, তাহা হইতে নাজাত চাহিতেছি।

ষষ্ঠ শওতের দোয়া,—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَىَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ وَ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَ بَيْنَ خَلْقِكَ اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِىْ وَ مَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّىْ وَ اَغْنِنِىْ

بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ بِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ

بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ

عَظِيْمٌ وَ وَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ

تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ *

অর্থ ঃ- ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় আমার উপর তোমার এরূপ অনেক হক আছে যাহা আমার ও তোমার মধ্যে রহিয়াছে, আর এরূপ অনেক হক আছে যাহা আমার ও তোমার বান্দাগণের মধ্যে রহিয়াছে। ইয়া আল্লাহ, তৎসমুদয়ের মধ্যে যাহা তোমার হক, তৎ সমস্ত তুমি আমার জন্য মাফ করিয়া দাও। আর যে সমস্ত তোমার বান্দাগণের হক, তৎসমস্ত হইতে, আমাকে অব্যাহতি দাও তোমার হালাল দ্বারা তোমার হারাম হইতে, তোমার এবাদত দ্বারা তোমার নাফরমানি হইতে এবং তোমার মেহেরবানি দ্বারা তোমার ব্যতীত অন্য হইতে আমাকে পৃথক ও আলহেদা করিয়া রাখ। হে বর্ণনাতীত ক্ষমাশীল। ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় তোমার ঘর বড়, তোমার জাত ক্ষমাশীল, তুমি ইয়া আল্লাহ, সহ্যগুণের অধিকারী (বোরদবার), ক্ষমাশীল, মহান, মাফি ভালবাস, আমার দোষ মাফ কর।

সপ্তম শওতের দোয়া,—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَ يَقِيْنًا صَادِقًا وَّ رِزْ

قًا وَّاسِعًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَّ لِسَانًا ذَاكِرًا وَ حَلَالًا طَيِّبًا وَ تَوْبَةً

نَصُوْحًا وَ تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَ رَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَ مَغْفِرَةً وَّ

رَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَعَفْوًا عِنْدَ الْحِسَابِ وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُيَا غَفَّارُ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَّ الْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ *

অর্থ ঃ- ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কামেল ইমান সত্য বিশ্বাস প্রশস্ত রুজি, বিনয়কারী অন্তর, জেকরকারী জবান, পাক হালাল, খাঁটি তওবা, মৃত্যুর অগ্রে তওবা, মৃত্যুকালে আরাম মৃত্যুর পরে মাফি ও রহমত, হিসাবের সময় মাফি, তোমার মেহেরবাণিতে বেহশেত লাভ এবং দোজখ হইতে নাজাত চাহিতেছি হে পরাক্রমশালী, (গালেব) বহু ক্ষমাশীল, হে প্রতিপালক, তুমি আমার এলম বৃদ্ধি কর এবং আমাকে নেককারদিগের অন্তরগত কর।

তাওয়াফ করিতে করিতে অন্যান্য দোয়া, ছোবহানাল্লাহ, অল হামদো-লিল্লাহে, অলা এলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহো আকবর, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, এবং দরুদ শরিফ পড়িতে থাকিবে। সাত শওত শেষ হইলে হাজারে আছওয়াদকে চুম্বন কিম্বা স্পর্শ করিয়া তাওয়াফের খতম করা ছুন্নত।

তাওয়াফের সাত শওত শেষ করিয়া মোলতাজামের নিকট উপস্থিত হইবে, হাজারে আছওাদ ও কা'বা ঘরের দরওয়াজার মধ্যস্থিত স্থানকে মোলতাজাম বলা হয় উক্ত মোলতাজামের কিম্বা খানায় কা'বার পরদা ধরিয়া নিজের ছিনা পেট এবং কখন ডাহিন গাল, কখন বাম গাল, কখন সমস্ত মুখ ও চেহারার উপর স্থানে লাগাইয়া দুই হাতকে মস্তকের উপর উঠাইয়া ডাহিন হাতকে দরওয়াজার দিকে এবং বাম হাতকে হাজারে আছওয়াদের দিকে প্রাচীরের উপর বিছাইয়া নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবেন।-

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَا بَنَا وَ رِقَابَ اٰبَائِنَا وَ اُمَّهَاتِنَا وَ اِخْوَانِنَا وَ اَوْلَا دِنَا مِنَ النَّارِ يَاذَ الْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ الْفَضْلِ وَ الْمَنِّ وَ الْعَطَاءِ وَ اِلَا حْسَانِ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَا قِبَتِنَا فِىْ اْلاُمُوْرِ كُلِّهَا وَ اَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْاٰ خِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ تَحْتَ بَابِكَ مُلْتَزِمٌ بَاعْتَابِكَ مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ اَخْشٰي عَذَا بَكَ مِنَ النَّارِ يَاقَدِيْمَ اِلَا حْسَانِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ وَ تَضَعَ وِ زْرِىْ وَ تُصْلِحَ اَمْرِىْ وَ تُطَهِّرَ قَلْبِىْ وَ تَنَوِّرَ لِىْ فِىْ قَبْرِىْ وَ تَغْفِرَ لِىْ ذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعَلِيِّ مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ *

অর্থঃ- ইয়া আল্লাহ হে প্রাচীন গৃহের মালিক, তুমি আমাদের ঘাড়কে আমাদের পিতা মাতা ভাই, আওলাদের ঘাড়কে দোজখের আগ্নি হইতে রেহাই করিয়া দাও। হে দানশীল, ক্ষমাশীল অনুগ্রহকারী, উপকারক দাতা। ইয়া আল্লাহ, সমস্ত কার্য্যে আমাদের পরিণাম ভাল কর(এবং দুনইয়ার দুর্ণাম ও আখেরাতের আজাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ইয়া আল্লাহ নিশ্চয় আমি তোমার বান্দা তোমার বান্দার পুত্র তোমার দরওয়াজার নীচে দাঁড়াইয়া তোমার চৌকাঠগুলি ধরিয়া, তোমার সম্মুখে বিনত ভাবে রহিয়াছি। আমি তোমার রহমতের

আশা করিতেছি তোমার দোজখের আজাবের ভয় করিতেছি, হে পুরাতন মেহেরবাণ ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ছওয়াল করিতেছি যে, তুমি আমার সমালোচনা উচ্চ কর, আমার বোঝা নামাইয়া দাও, আমার কার্য্য নেক কর, আমার দেল পাক কর, আমার পক্ষে আর কবরে আলোকে দান করিও, আমার জন্য আমার গোনাহ মাফ করিও। আর আমি তোমার নিকট বেহেশতের মধ্যে উচ্চ উচ্চ দরজা চাহিতেছি খোদা কবুল কর।"

উক্ত দোয়া পাঠ কালে খুব বিনয় দৈন্য ভাব প্রকাশ করিবে, বাহ্য, ও অন্তরে ভক্তি প্রকাশ করিবে। অগ্রে ও পশ্চাতে দরুদ শরিফ পাঠ করিবে।

তৎপরে মকামে এবরাহিমের পশ্চাতে দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবে, এই দুই রাকায়াত নামাজ, পড়া ছহিহ মতে ওয়াজেব, ইহার প্রথম রাকায়াতে সুরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরা এখলাছ পড়া হজরতের সুন্নত। মাকামে এবরাহিম উক্ত প্রস্তরকে বলা হয় যাহার উপর হজরত এবরাহিম আলায়হেচ্ছালামের পা দুইখানির চিহ্ন আছে। যখন তিনি শামদেশ হইতে হজরত এছমাইল ও হজরত হাজেরা আলায়হেমচ্ছালামকে মক্কা শরিফে দেখিতে আসিতেন, তখন ছওয়ারী হইতে নামিবার সময় কিম্বা উপর উঠিবার সময় উক্ত প্রস্তরের উপর পা রাখিতেন। কেহ কেহ বলেন, যখন তিনি সমস্ত লোককে হজ্জের জন্য ডাকিয়াছিলেন, তখন তিনি উহার উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হাদিছ শরিফে আছে, হাজারে আছওয়াদ এবং মাকামে এবরাহিম বেশেতের দুইটী ইয়াকুত, খোদাতায়ালা উক্ত দুইটী ইয়াকুতের জ্যোতিকে বিলোপ করিয়াছেন, যদি তিনি উক্ত জ্যোতি বিলোপ না করিতেন, তবে সূর্য্যের উদয় ও অস্তস্থলের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকে আলোকময় করিয়া দিত।

মকামে এবরাহিমে উক্ত দুই রাকায়াত নামাজ পড়াই অতি উত্তম। তৎপরে কা'বার মধ্যে, পরে হাজারে ইছমাইলে, মিজানের নীচে, তৎপরে উহার নিকট স্থানে, তৎপরে হাজারে ইছমাইলের অবশিষ্ট স্থানে, তৎপরে খানায় কা'বার নিকটবর্ত্তী স্থানে,বিশেষতঃ উহার চারি কোণের বরাবর স্থানে, মোলতাজেম ও দরওয়াজার বরাবর স্থানে ও মকামে জিবারাইলে, তৎপরে সমস্ত মছজিদে, তৎপরে সমস্ত হেরম শরিফে উক্ত দুই রাকয়ত নামাজ পড়িলে চলিবে। যদি কেহ হেরম শরিফের বাহিরে কিম্বা নিজের বাটীতে গিয়া উক্ত দুই রাকায়াত নামাজ পড়ে তবে জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে।

তাওয়াফ করার পরেই বিলম্ব না করিয়া উপরোক্ত দুই রাকায়াত নামাজ পড়া সুন্নত, কিন্তু যদি নামাজের মকরুহ ওয়াক্ত হয়, তবে তখন উক্ত দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবে না। যদি কেহ আছরের নামাজ পড়িয়া তাওয়াফ করে, তবে সে-ব্যক্তি প্রথমে মগরেবের ফরজ পড়িবে, তৎপরে দুই রাকায়াত তাওয়াফের নামাজ পড়িবে, অবশেষে মগরবের দুই রাকায়াত সুন্নত পড়িবে।

যদি কেহ মকরুহ ওয়াক্তে তাওয়াফের দুই রাকায়াত নামাজ পড়িতে আরম্ভ করে, তবে উহা ভঙ্গ করা ওয়াজেব, আর যদি উহা আদায় করিয়া লয়, তবে উহা দোহরান মোস্তাহাব।

তাওয়াফের দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে কেন না হজরত আদম (আঃ) দুনইয়ায় আসিয়া কা'বা শরিফে সাতবার তাওয়াফ করিয়াছিলেন, এবং মকামে এবরাহিমে দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়াছেন।

দোয়াটি এই,—

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ

مَعْذِرَتِىْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِىْ

نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا
يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ
اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِىْ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ وَلِيِّىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ
مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا فِىْ
مَقَامِنَا هٰذَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا
حَاجَةً اِلَّا قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا فَيَسِّرْ اُمُوْرَنَا وَاشْرَحْ
صُدُوْرَنَا وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ اَعْمَالَنَا
اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ اَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا
بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَّلَا مَفْتُوْنِيْنَ *

অর্থ ঃ- ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় তুমি আমার গুপ্তভাব ও প্রকাশ্য ভাব জান, তুমি আমার ওজোর কবুল কর। তুমি আমার মতলব অবগত আছ, কাজেই তুমি আমার ছওয়াল পূর্ণ কর। যাহা কিছু আমার অন্তরে আছে, তাহা তুমি জান, এক্ষণে তুমি আমার গোনাহ মাফ কর। ইয়া আল্লাহ, আমি তোমার নিকট অন্তর অঙ্কিত ঈমান এবং খাটী বিশ্বাস চাহি যেন আমি জানিতে পারি যে, যাহা তুমি আমার জন্য নিরূপ করিয়াছ তদ্ব্যতীত কিছু আমার উপর পৌঁছিতে পারে না। এবং যাহা তুমি আমার জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছ তাহার উপর রাজি শ্রেষ্ঠতম

দয়াশীল। তুমি দুনইয়া এবং অখেরাতে আমার মালিক। আমাকে মুছলমান অবস্থায় মৃত্যু দান করিও অমাকে নেককারদিগের দলভুক্ত করিও। ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদের এইস্থানে এরূপ দুঃখ যাহা তুমি দূর কর নাই এরূপ মতলব যাহা তুমি পুর্ণ ও সহজ করিয়া দাও, আমাদের ছিনা সকল খুলিয়া দাও আমাদের দেলগুলি আলোকময় কর, আমাদের আমলগুলি নেকি সহ শেষ করিয়া দাও, ইয়া আল্লাহ, তুমি মুসলমান অবস্থায় আমাদিগকে জীবিত রাখিও, তাহাদিগকে আমাদিগকে নেককারদিগের দলভুক্ত করিও, যেন আমরা লাঞ্ছিত ও ফাছাদগ্রস্থ না হই।

যখন হাতিম অথবা হাজারে ইছমাইলের মধ্যে প্রবেশ করিবে' তখন খানায় কা'বায় জিয়ারতের নিয়'ত করিবে, প্রথমে তথায় ডাহিন পা রাখিবে, যখন তথা হইতে বাহির হইবে, তখন বাম পা প্রথমে বাহির করিবে এবং তথায় নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে,—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ

وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ

شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ

فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ بِهٖ عِبَادُكَ الصّٰلِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ بِجَاهِ

نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى وَرَسُوْلِكَ الْمُرْتَضٰى طَهِّرْ قُلُوْبَنَا مِنْ

كُلِّ وَصْفٍ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمُحَبَّتِكَ وَاسْتِنَا

عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ اِلٰى لِقَائِكَ يَا ذُالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ بِالْعِلْمِ قَلْبِىْ وَاسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِىْ وَخَلِّصْ مِنَ الْفِتَنِ سِرِّىْ وَاشْغِلْ بِالْاِعْتِبَارِ فِكْرِىْ وَقِنِىْ شَرَّ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَاَجِرْنِىْ مِنْهُ يَا رَحْمٰنُ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ لَهٗ عَلَىَّ سُلْطَانٌ رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

অর্থ ঃ- ইয়া আল্লাহ, তুমি আমার প্রতিপালক, তোমা ব্যতীত বন্দেগির উপযুক্ত আর কেহ নাই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ, আমি তোমার বান্দা, আমি তোমার একবার এবং ওয়াদার উপর আছি, যতদূর আমার দ্বারা সম্ভব হয়। আমি যাহা করিয়াছি, উহার অপকারিতা হইতে তোমার নিকট উদ্ধার চাহিতেছি। আমার প্রতি তোমার নেয়ামত যাহা আছে তজ্জন্য তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, আমার গোনাহ্ আমি স্বীকার করিতেছি। এক্ষণে তুমি আমাকে মাফ কর, কেননা তোমা ব্যতীত কেহ্ গোনাহ্ সকল মাপ করিতে পারে না। ইহা আল্লাহ, তোমার নেক বান্দাগণ যাহা তোমার নিকট ছওয়াল করিয়াছেন, আমি তোমার নিকট উহার কল্যাণ কামনা করিতেছি।' ইয়া আল্লাহ, তোমার মনোনীত নবি ও পছন্দিদা রসুলের (সঃ) দরজার বরকতে যে কোন বিষয় তোমার দর্শন লাভ ও মহব্বত (প্রেম) হইতে আমাদিগকে দূরে রাখে ঐ সব বিষয় হইতে আমাদের আন্তরকে পাক রাখ এবং বোজর্গও দানশীল, তোমার সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহে এবং ছুন্নত জামায়াতের উপর আমাদের মৃত্যু কর।

ইয়া আল্লাহ, এল্‌ম দ্বারা আমার অন্তরকে আলোকময় কর, তোমার এবাদাত দ্বারা আমার শরীরকে পরিচালিত কর, ফাছাদ সমূহ হইতে আমার অন্তরকে শুদ্ধ কর, উপদেশ গ্রহণ করিতে আমার চিন্তাকে নিযুক্ত রাখ, আমাকে শয়তানের কু-মন্ত্রণা (ওছ্‌ওয়াছা) সমূহ হইতে রক্ষা কর, হে রহমান, তুমি আমাকে উক্ত শয়তান হইতে রক্ষা কর, যেন আমার উপর তাহার পরাক্রম পতিত না হয়। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি, তুমি আমাদের জন্য আমাদের গোনাহ্ মাফ কর এবং আমাদিগকে দোজখের আজাব হইতে রক্ষা কর।

তওয়াফের দুই রাকয়াত নামাজ ও দোয়া শেষ করিয়া জমজম কুঁণ্ডার নিকট পৌঁছিয়া কেবলাদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া তিন দমে খুব উদর পূর্ণ করিয়া জমজমের পানি পান করিবে, প্রত্যেক দম লইবার সময় কা'বা ঘরের দিকে নজর করিবে, বিছ্‌মিল্লাহ্ বলিয়া পানি পান করা শুরু করিবে, পানি পান করার সময় এই দোয়া পড়িবে,—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَاسِعًا وَّعَمَلًا صَالِحًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

অর্থ ঃ- "ইয়া আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার রহমতের অছিলায় তোমারনিকট লাভজনক এল্‌ম প্রশস্তরুজি, নেক আমল , এবং প্রত্যেক পীড়া হইতে আরোগ্য চাহিতেছি, হে দায়াশীল-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়াশীল।" জমজমের পানি পান করিয়া হাজারে আছায়াদের নিকট গিয়া চুম্বন বা স্পর্শ করিবে। তৎপরে তকবির কলেমা, আলহামদো লিল্লাহ ও দরুদ পড়িয়া ছাফা পাহাড়ের দিকে যাইবে।

(মসলা) নাপাক, হায়েজ, নেফাজ, নেফাছ বা বে-অজু অবস্থায় বা উলঙ্গ কিম্বা ওজরে সওয়ার অবস্থায় তাওয়াফ করা হারাম। এরূপ হাজারে আছওয়াদ যে স্থানে আছে, সেই স্থান ব্যতীত অন্য স্থান হইতে তাওয়াফ শুরু করা কিম্বা তাওয়াফকারীর বাম দিক দিয়া তাওয়াফ করা হারাম। এইরূপ হাতিমের মধ্যে দিয়া তায়াফ করা হারাম। যদি এইরূপভাবে কেহ তাওয়াফ করে, তবে যতক্ষণ মক্কা শরিফে থাকে, ততক্ষণ উক্ত তাওয়াফ দোহরাইয়া লইবে। আর যদি উহা না দোহরাইয়া বাটীতে চলিয়া যায়, তবে একটী কোরবাণি করা ওয়াজেব।

(মসলা) তাওয়াফ করিতে করিতে ফজুল কথা বলা, কোরআন, জেকর ও দোয়া পড়িতে উচ্চ শব্দ করা, নাপাক কাপড়ে তাওয়াফ করা, উভয় শওতের মধ্যে বেশী বিলম্ব করা, সাত শওত করিয়া এক তাওয়াফ শেষ করিয়া দুই রাকায়াত তাওয়াফের নামাজ না পড়িয়া দ্বিতীয় তাওয়াফ আরম্ভ করা, খোৎবা বা ফরজ নামাজের সময় তাওয়াফ আরম্ভ করা, কিছু খাইতে খাইতে তাওয়াফ করা, অতিরিক্ত মল-মুত্রের বেগ অবস্থায় তাওয়াফ করা মকরুহ।

(মসলা) যদি কেহ তাওয়াফ শেষ করিয়া দুই রাকায়াত তাওয়াফের নামাজের কথা ভুলিয়া গিয়া দ্বিতীয় তাওয়াফ আরম্ভ করে,এক্ষেত্রে যদি দ্বীতিয় তাওয়াফের এক শওত পূর্ণ করার অগ্রে উহা মনে করিয়া থাকে, তবে উহা ত্যাগ করিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে। আর যদি এক শওত শেষ করিয়া উহা মনে করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় তাওয়াফ শেষ করিয়া দুই দুই রাকায়াত করিয়া চারি রাকায়াত নামাজ পড়িবে।

ছাফা ও মারওয়ায় শওত করার বিবরণ

যে 'ব্যক্তি ওমরার তাওয়াফ করে' সেব্যক্তি উহার পরেই ছাফা এবং মারওয়ায় দৌড়ান কার্য্য আদায় করিবে। আর যে ব্যক্তি এক সঙ্গে হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করে, প্রথমে সে ব্যক্তি ওমরার তাওয়াফ করিবে, তৎপরে ওমরার জন্য ছাফা এবং মারওয়ার শওত করিবে। তৎপরে সেই সময় হজ্জের সুন্নত তাওয়াফে-কদুম করিয়া হজ্জের জন্য দ্বিতীয়বার ছাফা ও মারওয়ায় শওত করিবে। আর যদি ইচ্ছা করে, তবে দ্বিতীয় ছাফা ও মারওয়ায় শওতটি তাওয়াফে জিয়াতের পরে আদায় করিবে। তাওয়াফ শেষ করিয়া তৎক্ষণাৎ 'বাবোছছাফা' দিয়া বাহির হইয়া ছাফা পাহাড়ের উপর উঠিতে হইবে। যদি অন্য দরওয়াজা দিয়া বাহির হয়, তাহাও জায়েজ হইবে। বাহির হওয়া কালে প্রথমে বাম পা নামাইবে। ছাফায় পৌঁছিবার অগ্রে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া মোস্তাহাব—

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ *

অর্থঃ- "যাহা দ্বারা আল্লাহতায়ালা শুরু করিয়াছেন, আমিও তদ্বারা শুরু করিতেছি। নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তায়ালার নেশানির (নিদর্শনের) অন্তর্গত। যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করে কিম্বা ওমরা করে, তাহার পক্ষে উভয়ের তাওয়াফ করা দোষ হইবে না, আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন নেকি করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ছওয়াব দেনেওয়ালা (সুফল প্রদাতা) জাননেওয়ালা (অভিজ্ঞ)।

ছাফায় উঠিবার অগ্রে হজ্জের জন্য এরূপ নিয়ত করিবে,-

"আল্লাহোম্মা ইন্নি ওরিদো আন আছয়া" মাবায়নাছ ছাফা অল মারওয়াতে ছাবয়াতা আশওয়াতেন ছা'ইয়াল হাজ্জে লিল্লাহেতায়ালা আজ্জা অজাল্লা ইয়া রাব্বাল আ'লামিন।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَسْعىٰ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ

اَشْوَاطٍ سَعْىَ الْحَجِّ لِلّٰهِ تَعَالىٰ عَزَّ وَ جَلَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ *

অর্থ ঃ- ইয়া আল্লহ্ যে সমস্ত আলমের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি আল্লাহ বোজর্গ মহানের জন্য হজ্জের উদ্দেশ্যে ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাত শওত দৌড়িবার নিয়ত করিতেছি।

আর ওমরার জন্য নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে,-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَسْعىٰ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ

اَشْوَاطٍ سَعْىَ الْعُمْرَةِ لِلّٰهِ تَعَالىٰ عَزَّ وَ جَلَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ .

"আল্লাহোম্মা ইন্নি ওরিদো আন আছয়া" মাবায়নাছ ছাফা অল মারওয়াতে ছাবয়াতা আশওয়াতেন ছা'ইয়াল ওমরাতে লিল্লাহে তায়ালা আজ্জা অজাল্লা ইয়া রাববাল আলামিন।"

অর্থ ঃ- ইয়া আল্লাহ, হে সমস্ত আলমের প্রতিপালক, আমি আল্লাহ বোজর্গ মহানের জন্য ওমরার উদ্দেশ্যে ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাত শওত দৌড়িবার নিয়ত করিতেছি।"

তৎপরে ছাফার সিঁড়ির উপর উঠিবে যেন উহার বরাবর যে বাবোছছাফা নামক দরওয়াজা আছে তাহা দিয়া খানায় কা'বা দেখিতে পার। ছাফা পাহাড়ের উপর উঠিবার আবশ্যক নাই। আর যদি খানায় কাবা দেখা সম্ভব না হয়, তবে সেই দিকে মুখ করিয়া

দাঁড়াইবে। তৎপরে দুই হাত দুই স্কন্ধ পর্যন্ত উঠাইয়া দুই হাতের তালুকে আছমানের দিকে ফিরাইয়া পড়িবে,—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ *

"আল্লাহো আকবর আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আকবর অলিল্লাহেল হামদ।"

অর্থ ঃ- আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ-তায়ালার জন্য প্রশংসা।

উপরোক্ত কথাগুলি উচ্চঃস্বরে পড়িবে, তৎপরে কলেমা উচ্চঃস্বরে পড়িবে, তৎপরে চুপে চুপে দরুদ এবং নিজের ও মুছলমানগণের জন্য দোয়া করিবে। তৎপরে বার বার উল্লিখিত তকবির পড়িবে।

তৎপরে ছাফা হইতে নামিয়া দোয়া পড়িতে পড়িতে স্বাভাবিক চলনে চলিতে সবুজ খুটির ছয় হাত বাকি থাকিতে মধ্যম ধরণের দৌড়িতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় সবুজ খুটি পর্যন্ত দৌড়িবে, তৎপরে স্বাভাবিক চলনে চলিয়া মারওয়া পাহাড়ের সিঁড়ির উপর উঠিবে, তথায় একটু ডাহিন দিক ফিরিয়া কা'বা ঘরের দিকে মুখ করিয়া ও ছাফা পাহাড়ের ন্যায় তকবির, জেকর, দরুদ ও দোয়া পাঠ করিবে।

পাঠক, মনে রাখিবেন, ছাফা হইতে মারওয়া পর্যন্ত চলাকে এক শওত বলা হয়।

তৎপরে মারওয়া হইতে ছাফা পর্যন্ত চলাকে দ্বিতীয় শওত হইবে। এইরূপ সাত শওত করিতে হইবে। প্রথমে ছাফা হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম শওত মারওয়াতে শেষ হইবে।

ছাফার দিক হইতে চলিবার সময় সবুজ খুটির ছয় হাত দূর থাকিতে দৌড়িতে আরম্ভ করিবে ও দ্বিতীয় খুটি পর্যন্ত দৌড়ান শেষ

করিবে। আর মারওয়ার দিক হইতে চলিবার সময় দ্বিতীয় খুটির নিকট হইতে দৌড়ান আরম্ভ করিয়া প্রথম খুটি ছাড়িয়া ছয় হাত পর্য্যন্ত দৌড়িবে।

বর্ত্তমানে সবুজ খুটি তথায় নাই, কিন্তু মছজিদের প্রাচীরে ক্ষুদ্র চিহ্নিত পাথর রক্ষিত আছে। ছাফা ও মারওয়ায় দৌড়ান শেষ করিয়া মছজিদে গিয়া দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়িবে।

দুই পাহাড়ের মধ্যম পথে এবং দুই সবুজ নেশানির মধ্যে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে,—

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَمْ
نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ وَاهْدِنِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ يَامُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

হে প্রতিপালক, তুমি মাফ কর, দয়া কর, যাহা তুমি জান তাহার ত্রুটী মার্জ্জনা কর, নিশ্চয় আমরা যাহা নাজানি, তুমি তাহা জান নিশ্চয় তুমি বড় পরক্রান্ত বড় দানশীল। তুমি আমাকে সোজা পথ দেখাও। ইয়া আল্লাহ, তুমি হজ্জকে কবুল চেষ্টাকে সফল ও গোনাহ্ মার্জ্জনা কর। ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে, ইমানদার পুরুষ ও স্ত্রীগণকে মুছলমান পুরুষ ও স্ত্রীগণকে মাফ কর হে দোয়া কবুল করনে ওয়ালা।

হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি দুনইয়াতে আমাদিগকে ভাল কর এবং আখেরাতে আমাদিগের ভাল কর, আর আমাদিগকে দোজখের আজাব হইতে রক্ষা কর।

ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে যে কোন দোয়া ইচ্ছা হয় পড়িতে পারে, কিন্তু এস্থলে মানাছেকের কেতাবে যে সমস্ত দোয়া আছে তৎসমস্ত পাঠ করিলে ভাল হয়। দোয়াগুলি খুব লম্বা হওয়ায় এস্থলে লিখিত হইল না।

(মসলা) যে ব্যক্তি কেবল হজ্জের এহরাম বাধিয়াছে, সে ব্যক্তি মক্কা শরিফে এহরাম অবস্থায় থাকিবে, তাহার পক্ষে ওমরা করিয়া হজ্জের এহরাম ফছক করা জায়েজ হইবে না। তৎপরে নফল তওয়াফ করিতে থাকিবে, এই তওয়াফের প্রথম তিন শওতে দৌড়িতে হইবে না, চাদর 'এজতেবা' করিতে হইবে না এবং ইহার পরে ছাফা এবং মারওয়ায় দৌড়িতে হইবে না। ইহার পক্ষে নফল নামাজ অপেক্ষা তওয়াফ করাই সমধিক সওয়াবের কার্য্য।

(মসলা) যে ব্যক্তি হজ্জ এবং ওমরা একই এহরামে বাধিয়াছে, সে ব্যক্তি প্রথমে ওমরার তাওয়াফ করিবে, ছাফা মারওয়ার শওত করিবে, তৎপরে হজ্জের তাওয়াফ কদুম করিয়া এবং ইচ্ছা করিলে, ছাফা ও মারওয়ার শওত করিয়া এহরাম অবস্থায় থাকিবে।

(মসলা) যে ব্যক্তি তামাত্তো করিয়াছে, সে ব্যক্তি প্রথমে ওমরার তাওয়াফ ও ছাফা মারওয়ার শওত করিয়া ইচ্ছা হয়ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া কিম্বা চুল ছাটিয়া ওমরা শেষ করিবে, এরূপ অবস্থায় ওমরার প্রথম তাওয়াফে লাব্বায়কা বলা বন্ধ করিবে। তৎপরে মক্কা শরিফে বা কোন স্থানে হালাল অবস্থায় থাকিবে।

তৎপরে ৮ই জিলহাজ্জ তারিখে হজ্জের এহরাম বাঁধিবে, ৮ই তারিখের অগ্রে উহার এহরাম বাঁধিলে ভাল হয়। আর যদি আরফার দিবসে উহার এহরাম বাঁধে, তাহাও জায়েজ হইবে।

(মসলা) স্ত্রীলোকদের রাত্রিতে তওয়াফ করা মোস্তাহাব। পুরুষদিগের জনতা হইলে, তাহাদের বাহিরে না আসা উচিত।

(মসলা) স্ত্রীলোকের ওমরায় এহরাম বাঁধার পরে হায়েজ কিম্বা নেফাছ হইলে, পাক হওয়ার পরে ওমরার তাওয়াফ করিবে। আর যদি হজ্জের সময় উপস্থিত হয়, তবে ওমরা ছাড়িয়া দিয়া হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া লইবে এবং মিনা ও আরফাতে উপস্থিত হইয়া তাওয়াফে জিয়ারত ব্যতীত হজ্জে সমস্ত কার্য্য আদায় করিবে। পাক হওয়ার পরে তাওয়াফে জিয়ারত করিয়া লইবে, তৎপরে ওমরা কাজা করিবে এবং একটী কোরবাণি করিয়া দরিদ্রকে দান করিবে।

আর যদি একসঙ্গে হজ্জ এবং ওমরার এহরাম বাঁধার পরে তাহার হায়েজ ও নেফাছ হয় এবং হজ্জের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়, তবে সেই স্ত্রীলোকটি তাওয়াফে ওমরা ও তাওয়াফে কদুম করিবে না, এইরূপ অবস্থায় মিনা ও আরফাতে পৌঁছিবে আরফাতে দাঁড়াইলে, ওমরার এহরাম বাতীল হইয়া যাইবে। কেরাণ বাকী থাকিবে না এই অবস্থায় সেই স্ত্রীলোক তওয়াফে জিয়ারত ব্যতীত হজ্জের সমস্ত কার্য্য আদায় করিবে। তৎপরে পাক হইলে তওয়াফে জিয়ারত করিয়া লইবে। অবশেষে ওমরা কাজা করিয়া একটী কোরবাণী দরিদ্রদিগকে দান করিবে।

আর যদি কেবল হজ্জের এহরাম বাঁধার পরে তাহার হায়েজ বা নেফাছ হয়, তবে তাওয়াফে কদুম করিবে না, মিনা আরফাতে গিয়া হজ্জের সমস্ত কার্য্য করিবে, পাক হওয়ার পরে তাওযাফে জিয়ারত করিবে, কিন্তু তাওয়াফে কদুম ছাড়ার জন্য কিছু ক্ষতি হইবে না।

হজ্জের খোৎবা

১) মক্কা শরিফে ৭ই জিলহাজ্জ তারিখে জোহরের পরে এমাম খোৎবা পড়িয়া উহাতে হজ্জের আহকাম প্রকাশ করেন, উহা শ্রবণ করা উত্তম।

২) আরাফার দিবস অর্থাৎ ৯ই জিলহাজ্জ তারিখে মছজিদে নামেরাতে এমাম জোহরের অগ্রে দুই খোৎবা পড়েন।

৩) ১১ই জিলহাজ্জে মিনা নামক স্থানে জোহরের পরে এক খোৎবা পড়িয়া হজ্জের আহকাম উল্লেখ করেন।

এই সমস্ত খোৎবা পাঠ ছুন্নত, প্রত্যেক প্রকার খোৎবা শ্রবণ কালে চুপ করিয়া থাকা ওয়াজেব।

মক্কা শরিফ হইতে এহরাম বাঁধার নিয়ম

যে ব্যক্তি মক্কা শরিফ হইতে হজ্জের এহরাম বাঁধার নিয়ত করে তাহাকে ৮ই জিলহাজ্জ কিম্বা উহার অগ্রে গোসল করিয়া, আর গোসল করিতে না পারিলে, ওজু করিয়া খোশবু মালিশ করিয়া চাদর ও তহবন্দ পরিতে হইবে, তৎপরে মছজিদে দাখিল হইয়া সাতবার তাওয়াফ করিতে হইবে, ইহাকে তাহিয়াতোল মছজিদের তাওয়াফ বলা হয়।

তৎপরে দুই রাকয়াত ওয়াজেবোত্তাওয়াফ নামাজ পড়িয়া মস্তক ঢাকা অবস্থায় দুই রাকয়াত ছুন্নাতোল এহরাম নামাজ পড়িবে, উক্ত চারি রাকয়াত নামাজ যেন মকরুহ ওয়াক্তে না পড়া হয়। তৎপরে মস্তক খুলিয়া দাঁড়াইবার অগ্রে বসিয়া এহরামের নিয়ত করিবে, মছজিদোল হারামে বিশেষতঃ মিজাবের নীচে এই এহরামের নিয়ত করা উত্তম, আর যদি তথায় কেহ নিয়ত না করিয়া নিজের ঘরে বা বাসায় নিয়ত করে, তবে তাহাও জায়েজ হইবে।

আর যদি তাওয়াফকে জিয়ারতের পূর্ব্বে হজ্জের জন্য ছাফা ও মারওয়ায় সওত করিতে ইচ্ছা করে, তবে এহ্রামের হজ্জের পরে নফল তাওয়াফ করিবে, এই তাওয়াফের সাত শওতে এজাতেবা' করিবে, প্রথম তিন শওতে ত্রস্ত ভাবে চালিবে, তৎপরে দুই রাকয়াত ওয়াজবোত্তয়াফ নামাজ পড়িবে, তৎপরে ছাফা ও মারওয়ার শওত করা উত্তম।

৮ই জিলহাজ্জের কার্য্য

উক্ত তারিখে সূর্য্য উদয় হওয়ার পরে হজ্জের এমান লোকের সঙ্গে মিনার দিকে রওয়ানা হইবেন, তথায় সেই দিবস থাকিয়া জোহর, আছর, মগরেব, এশা ও ফজর পড়িবেন। যদি তাহারা সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে মক্কা শরিফ হইতে মিনার দিকে রওয়ানা হয়, তবে মিনায় গিয়া জোহর পড়িলে কোন দোষ হইবে না।

যদি ৮ই তারিখে জোমার দিবস হয় তবে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে মিনার দিকে রওয়ানা হইতে পারে, আর সূর্য্য গড়িয়া গেলে জোমা না পড়িয়া বাহির হওয়া মকরুহ।

যদি কেহ উক্ত রাত্রে মিনাতে না থাকিয়া মক্কা শরিফ বা আরফাত ময়দানে থাকে, তবে দোষের কার্য্য হইবে।

যদি ৮ই তারিখে আরফাত ময়দানে উপস্থিত হয়, তবে কয়েকটী ছুন্নত ত্যাগ করার জন্য গোনাহ হইবে।

যদি কেহ উক্ত ৮ই দিবাগত রাত্রে নিম্নক্তো দোয়াটী হাজার বার পড়িয়া কোন মতলব চাহে, যদি উহা আত্মীয় বিচ্ছেদ ও গোনা করার কামনা না হয়, তবে আল্লাহতায়ালা তাঁহার দোয়া কবুল করিবেন।

দোয়াটী এই,—

سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ عَرْشُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى الْاَرْضِ مَوْطِـيْـنُـهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهٗ سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى النَّارِ سُلْطَانُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى الْقَبْرِ قَضَاؤُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ فِى الْهَوَاءِ رُوْحُهٗ . سُبْحَانَ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمَاءِ . سُبْحَانَ الَّذِىْ وَضَعَ الْاَرْضَ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا اِلَّا اِلَيْهِ

৯ই জিলহাজ্জের কার্য্য

মিনাতে মোস্তাহাব ওয়াক্তে ফজর পড়িবে, তৎপরে তকবিরে তশরিক পাঠ করিবে, লববায়কা বলিবে, সূর্য্য উদয় হওয়া পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবে, সূর্য্য উদয় হইলে, মনের শান্তি সহ ধীরে ধীরে মছজিদে খাএফের নিকটস্থ জব্বানামাক পর্ব্বতের পথ দিয়া আরফাত ময়দানের দিকে লাবায়কা, কলেমা, তকবির, তছবিহ, এস্তেগফার,আলামদো, দোয়া, জেকর ও দরুদ পড়িতে পড়িতে রওয়ানা হইবে, মধ্যে মধ্যে লাববায়কা বলিতে থাকিবে, কেননা এহরাম অবস্থায় ইহা সমস্ত দোয়া ও জেকর অপেক্ষা উত্তম।

জাবালে রহমত নামক পাহাড় দেখিলে, সোবাহানাল্লাহ আল্লাহো আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আলহামদো লিল্লাহ, আস্তাগফেরোল্লাহ পড়িবে, তৎপরে লাববায়কা বলিবে।

আরফাতে দাঁড়াইবার আহকাম

আরফাত ময়দানে উপস্থিত হইয়া জামাতের মধ্যে যেকোন স্থানে ইচ্ছা হয় নামিবে, কিন্তু যে স্থানে মন্দ বস্তু দেখিতে হয় বা মন্দ কার্য্য করিতে হয় তথায় নামিবে না। জামায়াত ত্যাগ করিয়া পৃথক স্থানে থাকিবে না ইহাতে চোর ডাকাতের অত্যাচারের আশঙ্কা আছে। লোকের যাতায়াতের পথে থাকিবার স্থান করিবে না, ইহাতে লোকের কষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। যদি (লোকের) জনতা বেশী না হয়, তবে জাবালে রহমতের নিকট নামিবে। তথায় উপস্থিত হইয়া আরফাত ব্যতীত অন্যত্রে যাইবে না। তৎপরে দোয়া, দরুদ, জেকর পড়িতে মশগুল থাকিবে। উক্ত দিবসে সমস্ত দোয়া অপেক্ষা নিম্নোক্ত দোয়া পড়াই উত্তম।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَّ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

"লাইলাহা ইল্লাল্লাহো অহ্‌দাহুলাশরিকা লাক্ লাহোল মোলকো অলাহোল হামদো ইউহ্‌য়ি অইওমিতো, অহুওয়া হাইয়োন লাইয়ামুতো বেইয়াদেহেল খায়রে, অহুওয়া আলা কুল্লে শাইয়েন কাদির।"

অর্থঃ- আল্লাহ্ ব্যতীত বন্দেগীর যোগ্য কেহ নাই, তিনিই একা, তাঁহার কোন শরিক নাই, তাঁহারই বাদশাহি, তাঁহারই প্রশংসা, তিনি জীবন দান করেন, তিনি মারিয়া ফেলেন, তিনি চিরজীবিত অমর, তাঁহার আয়ত্তাধীনে কল্যাণ (খয়রিএত), তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সক্ষম।

স্বয়ং হজরত নবিয়ে করিম ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণ (আলায় হেমাচ্ছালাত অচ্ছালাম) উপরোক্ত দোয়া আরফার দিবস পড়িতেন। তৎপরে বহু এস্তেগফার করিয়া নিজের নিজের পিতা মাতার ওস্তাদগণের পীর মোর্শেদগণের, শিষ্য বা সঙ্গীগণের ও সমস্ত জীবিত মৃত মুছলমান পুরুষ ও স্ত্রীগণের জন্য মাফি চাহিবে, মধ্যে মধ্যে লাব্বায়কা দোয়া পড়িতে থাকিবে। সমস্ত সময় এবাদতে নিমগ্ন থাকিবে, জরুরত ব্যতীত মোবাহ কার্য্যে লিপ্ত হইবে না।

সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার অগ্রে খাওয়া পেওয়া ও সমস্ত কার্য্যশেষ করিয়া আল্লাহতায়ালার দিকে মন ফিরাইবে, তৎপরে আরফাতে দাঁড়াইবার জন্য সূর্য্য গড়িবার পরে, গোসল করিবে, এই গোসল করা ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। আর যদি গোসল না করিয়া ওজু করিয়ালয় তাহাও জায়েজ হইবে।

লোবাবের টীকায় লিখিত আছে, সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার অগ্রে গোসল করিয়া লওয়া উত্তম।

সূর্য্য গড়িয়া গেলে বিলম্ব না করিয়া মছজিদে নামেরার দিকে রওয়ানা হইবে, ইহাকে মছজিদে এব্রাহিম বলা হয়।

উক্ত মছজিদে পৌঁছিয়া ছুলতান কিম্বা খলিফা অথবা তাঁহার নায়েব মেম্বরে বসিবেন, মোয়াজ্জেন তাঁহার সম্মুখে আজান দিবেন, আজান শেষ হইলে, এমাম দুই খোৎবা পড়িয়া লোকদিগকে হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ওয়াজ করিবেন। তৎপরে তিনি নিজের এবং সাধারণ মুছলমানগণের জন্য দোয়া করিয়া মিম্বর হইতে নামিবেন তৎপরে মোয়াজ্জেন আজান দিবেন এবং এমাম জামায়াতের সহিত এক ওয়াক্তে জোহর ও আছর পড়িবেন এই দুই নামাজের জন্য এক আজান ও দুই একামত পড়িতে হইবে।

এমাম এই দুই নামাজে চুপে চুপে কেরাত করিবেন। কেহ এই দুই নামাজের অগ্রে বা পশ্চাতের ছুন্নত বা নফল পড়িবে না, পড়িলে মকরুহ হইবে। ইহার মধ্যে পানহার করিবে না, ও কথা বলিবে না। আর যদি ইহার মধ্যে নামাজ পড়া হয় কিম্বা কোন কার্য্য করা হয়, তবে আছরের জন্য পৃথক আজান দিতে হইবে। আর যদি হজ্জের এমাম আছর পড়িতে বিলম্ব করেন, তবে মোক্তাদিগণের পক্ষে সেই সময় ছুন্নত ও নফল পড়তে, কোন দোষ হইবে না।

যদি হজ্জের এমাম মোকিম হন, তবে তিনি চারি চারি রাকায়াত ফরজ পড়িবেন, আর মোক্তাদিগণ মোছাফের হউন, আর মোকিম হউন, চারি চারি রাকায়াত ফরজ পড়িবেন।

আর যদি হজ্জের এমাম মোছাফের হন, তবে তিনি দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া ছালাম ফিরিয়া মোকিমদিগকে অবশিষ্ট দুই রাকায়াত নামাজ পড়িতে বলিবেন। মোছাফের মোক্তাদিগণ এমামের সহিত ছালাম ফিরিবেন।

(মসলা) যদি কোন বিদেশী ৮ই জিলহাজ্জের ১৫ দিবস বা তদপেক্ষা বেশী দিবস অগ্রে মক্কা শরিফে পৌঁছিয়া তথায় ১৫ দিবস থাকিবার নিয়ত করে, তবে সে ব্যক্তি কি মক্কা শরিফে, মিনা ও আরফাতে চারি চারি রাকায়াত করিয়া নামাজ পড়িবে।

আর যদি ১০ বা ১৩ বা ১৪ দিবস অগ্রে মক্কা শরিফে পৌঁছিয়া মক্কা, মিনা ও আরফাত এই কয়েক স্থানে ১৫ দিবস বা ততাধিক দিবস থাকার নিয়ত করে, তবে তাহার একামতের নিয়ত সহিহ্ হইবে না বরং তাহাকে দুই দুই রাকায়াত ফরজ নামাজ পড়িতে হইবে অবশ্য মোকিম এমামের এক্তেদা করিলে চারি রাকায়াত পড়িবে।

(মসলা) যদি হজ্জের দিবস আরফাতে জোমার দিবস হয়, তবে তথায় জোমা পড়া সহিহ হইবে না, বরং জোহর পড়িতে হইবে।

(মসলা) আরফাতে জোহর আছরের পরে কিম্বা মোজদালেফা নামক স্থানে মগরেব এশার পরে তকবিরে তশরিক পড়িতে হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, আল্লামা শামি উহা পড়া ওয়াজিব বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

(মসলা) জোহর ও আছর আরফাত ময়দানে একসঙ্গে পড়া জায়েজ হওয়ার শর্ত্ত এই যে, খলিফা, সুলতান কিম্বা তাঁহার নায়েবের জামায়াতের এমাম হওয়া.

যদি কেহ উপরোক্ত এমাম ব্যতীত অন্য এমামের এক্তেদা কিম্বা একা নামাজ পড়ে, তবে, তাহার পক্ষে আছরের নামাজ জোহরের ওয়াক্তে পড়া জায়েজ হইবে না।

আরফাতে ওকুফ করার নিয়ম

এমামের সহিত নামাজ পড়িয়া উটের উপর সওয়ার হইয়া কেবলার দিকে মুখ করিয়া ওয়াদি ওরনা ব্যতীত কোন একস্থানে এমামের পশ্চাতে কিম্বা ডাহিন কিম্বা সম্মুখে বা বাম দিকেঅবস্থিতি করিবে, কিন্তু যদি জনতা বেশী না হয়, তবে জাবালে রহমতের নিকট যে স্থানে কাল বর্ণের বড় বড় পাথর বিছানো আছে, তথায় থাকাই উত্তম। আর যদি কেহ বিনা সওয়ারি দাঁড়াইয়া বা বসিয়া ওকুফ করে, তাহাও জায়েজ হইবে।

৯ই তারিখে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পর হইতে রাত্রি শেষে ছোবেহ ছাদেক পর্যন্ত আরফাতে হাজির হওয়ার সময়, এই সময়ের মধ্যে এক নিমিষ কাল তথায় থাকা হজ্জের ফরজ। আর যে ব্যক্তি সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার অগ্রে বা পরে কিম্বা ঠিক গড়িয়া যাওয়ার সময়, কিম্বা সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার অগ্রে তথায় হাজির হইয়া থাকে, তাহাকে রাত্রির কিছু অংশ তথায় থাকা ওয়াজেব। যে ব্যক্তি রাত্রির একটু অংশ তথায় না থাকিবে, তাহার প্রতি কোরবাণি করা ওয়াজেব

হইবে। আর যে ব্যক্তি রাত্রিতে তথায় হাজির হইয়া তাকে, তাহার প্রতি কোরবাণি জায়েজ হইবে না।

তৎপরে উক্ত অবস্থায় দীন দরিদ্রের ন্যায় দুই হাত উঠাইয়া খুলিয়া তিনবার লাব্বয়কা, তিনবার আল্লাহো আকবর, তিনবার অলিল্লাহেল হামদো, ১০০ বার নিম্নোক্ত কলেমা পড়িবে,—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

লাইলাহা ইল্লাল্লাহো অহদাহো লাশারিকা, লাহোল মোল্‌কো, অলাহোল হামদো, ইয়োহ্‌য়ি অইয়োমিতো, অহয়া হাইয়োন লা ইয়োমিতো বেইয়াদেহেল খায়রো অহুওয়া আলা কুল্লে শাইয়েন ক্বাদির।"

তৎপরে ১০০ বার ছোবহানাল্লাহ, ১০০ বার আলহামদো লিল্লাহ, ১০০ বার আল্লাহো আকবর, ১০০ বার লাহাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ১০০ বার বিছ্ মিল্লাহ সহ সুরা এখলাছ, ১০০ বার এস্তেগফার, ১০০ বার নিম্নোক্ত দরুদ শরিফ পড়িবে,-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ *

আল্লাহোম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেও অ-আলা আলে ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন কামা ছাল্লায়তা আলা

ছাইয়েদেনা এবরাহিমা অ-আলা আলে ছাইয়েদেনা এবরাহিমা ইন্নাকা হামিদোম্ মজিদ অ-আলায়না মায়াহোম।

অর্থ ঃ- ইয়া আল্লাহ, তুমি আমাদের সৈয়দ মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহো আলাহে অছাল্লাম এবং তাঁহার আওলাদের উপর কামেল রহমত নাজিল কর, যেরূপ তুমি আমাদের সৈয়দ এবরাহিম আলায়হেচ্ছালাম এবং তাঁহার আওলাদের উপর কামেল রহমত নাজিল করিয়াছ, তুমি প্রশংসার পাত্র বোজর্গ। আর তাঁহাদের সহিত আমাদের উপর (কামেল রহমত নাজিল কর)।

তৎপরে নিজের ও নিজের পিতা মাতার ও আত্মীয় স্বজনদের ও বন্ধু বান্ধবদিগের সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীর মাফির জন্য দোয়া করিবে। অতি কাতরতা ও নম্রতার সহিত উক্ত দোয়া এবং হজ্জ কবুল হওয়া দৃঢ় আশা করিয়া দোওয়া করিতে থাকিবে। নিজের গোনাহ্ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে থাকিবে। চক্ষে পানি জারি করিবে, স্বেচ্ছায় চক্ষে পানি জারি না হইলে, পানি জারি করিতে সাধ্যসাধনা করিবে।

প্রত্যেক দোয়া তিন তিনবার পাঠ করিবে, আলহামদো, তছবিহ্ তকবির ও দরুদ পড়িয়া দোয়া শুরু করিবে, দোয়া শেষ করিয়া উক্ত বিষয়গুলি পড়িবে এবং আমিন পড়িবে, মধ্যে মধ্যে লাব্বায়কা পড়িবে।

নিম্নোক্ত দোয়াটী অধিক পরিমাণ পড়িবে—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

"রাব্বানা আ'তেনা ফেদ্দুনইয়া হাছানাতাও অফেল আখেরাতে হাছনাতাও অকেনা আজাবান্নার।"

যে রূপ ওজু গোসল করিয়া শরীর পাক রাখিবে, সেইরূপ অন্তরকে যাবতীয় দোষ হইতে পাক রাখিবে।

পানাহার, বস্ত্র পরিধান উষ্ট্রে আরোহণ, দৃষ্ট্রীপাত এবং বাক্যালাপ প্রভৃতিতে কোন প্রকার হারাম কার্য্য করিবে না, তৎসমস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পাক থাকিবে। হজরত (সাঃ) যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানে ওকুফ করার চেষ্টা করিবে। জাবালে রহমতের নিকট বড় বড় কাল পাথরের নিকট যে প্রশস্থ উচ্চ জমি আছে, হজরত (সাঃ) তথায় ওকুফ করিয়াছিলেন, ইহা একদল বিদ্বানের মত।

(মসলা) সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্ব হইতে আরফাতে ওকুফ করার জন্য প্রস্তুত থাক, ওকুফ করার নিয়ত অন্তরে করা, সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে আরফার দিবসে রোজা করা দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে উক্ত দিবস রোজা না করা, দুনিয়াবী কার্য্যে কলহ ফাছাদ না করা, লোককে খাদ্য খাওয়ান, পানি পান করান, দরিদ্রদিগকে খয়রাত দেওয়া প্রতিবেশি দিগের উপকার করা মোস্তাহাব।

আরফাতের ময়দানে সূর্য্যের তাপ ভোগ করা মোস্তাহাব, অবশ্য যদি কেহ সূর্য্যের তাপে ক্লান্ত হইয়া দোয়া পাঠ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তবে ছায়ায় থাকিবে।

১০ই জিলহাজ্জের কার্য ও আরফাত হইতে মোজদালেফার দিকে যাওয়ার বিবরণ

সূর্য্য ডুবিয়া গেলে হজ্জের এমাম আরফাত হইতে মোজদালেফার দিকে রওয়ানা হইবেন, হাজীরা তাঁহার সঙ্গে বা পরে বিলম্ব না করিয়া ধীরে ধীরে মনের শান্তি সহ চলিতে থাকিবে, আর যদি পথে বেশী ভিড় না থাকে, তবে ত্রস্তভাবে চলিবে, কিন্তু যেন

কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া হয়। কেহ যেন হজ্জের এমামের অগ্রে না যায়, কিন্তু অতিরিক্ত ভীড়ের জন্য কিম্বা পীড়া বা জরুরতের জন্য তাঁহার অগ্রে যাইতে পারে। যদি কেহ সূর্য্য ডুবিবার অগ্রে রওয়ানা হইয়া আরফার শেষ সীমায় থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না, আর যদি সূর্য্য ডুবিবার অগ্রে আরফার সীমা অতিক্রম করে তবে হারাম হইবে, ইহাতে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

যদি হজ্জের এমামের রওয়ানা হওয়ার ও সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার পরে অল্প সময় বিলম্ব করে, তবে জায়েজ হইবে।

আর যদি কোন ওজরে বেশী বিম্বল করে, তবে জায়েজ হইবে আর বিনা ওজরে বেশী বিম্বল করিলে, মকরুহ হইবে। আর যদি এমাম মোজদালেফার দিকে রওয়ানা হইতে বিলম্ব করে, তবে তাঁহার অগ্রে চলিয়া যাইবে। পথে চলিতে চলিতে লববায়কা আল্লাহু আকবর লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ, আছতাগফেরুল্লাহ, পড়িতে থাকিবে, দোয়া করিতে থাকিবে, দরুদ শরিফ পড়িতে থাকিবে, বহু জেকর করিতে থাকিবে, রোদন করিতে থাকিবে, আর যদি সহজে অশ্রুজারি করিতে না পারে, তবে উহা জারি করিতে সাধ্য সাধনা করিবে।

মোজদালেফাতে আদবের জন্য পদব্রজে (পয়দল) দাখিলহওয়া মোস্তাহাব, তথায় দাখিল হওয়ার জন্য গোসল করা ও পথের ডাহিন দিকে কিম্বা বাম দিকে 'কোজাহ্', পাহাড়ের নিকট সওয়ারি হইতে নামা মোস্তাহাব। সাধারণের চলিবার পথের মধ্যে নামা মকরুহ। ত্রস্তভাবে সওয়ারি আসবাব পত্র নামাইবার অগ্রে একসঙ্গে মগরেব ও এশা পড়িবে। এশার ওয়াক্ত হইলে মোয়াজ্জেন আজান ও একমত দিবে তৎপরে এমাম জামায়াত সহ এশার ওয়াক্তে মগরেব পড়িবে তৎপরে জামায়াত সহ এশা পড়িবে, এশার জন্য আজান ও একামত দিবে না, বরং উভয় নামাজে এক আজান ও একামতে পড়িতে হয়। উভয় ফরজের মধ্যে সুন্নত নফল পড়িবে

না, বিনা জরুরত পানাহার ইত্যাদি করিবে না। যদি কেহ উভয় নামাজের সুন্নত নফল পড়ে, কিম্বা পানাহার করে, তবে এশার সুন্নত, তৎপরে বেতের পড়িবে। মগরেবের নামাজ আদায় করার নিয়ত করিবে, কাজা করার নিয়ত করিবে না। এই উভয় নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ ইহা ফরজ নহে, এমন কি যদি কেহ একা উভয় নামাজ এক ওয়াক্তে পড়ে, তবে জায়েজ হইবে। উভয় ফরজের পরে তকবির তশরিক পড়িয়া লইবে।

মগরেব ও এশা আরফাত ময়দানে কিম্বা আরফাত ও মোজদা- লেফার মধ্যে পথে পড়া মকরুহ্। যদি কেহ মোজাদালেফা পৌঁছিবার অগ্রে উভয় নামাজ এক ওয়াক্তে পড়ে, তবে উহা জায়েজ হইবে না, তৎপরে মোজদালেফায় পৌঁছিয়া উভয় নামাজ দোহরাইয়া লইবে।

যদি কেহ এশার অগ্রে মোজদালেফায় পৌঁছিয়া যায়, তবে যতক্ষণ এশার ওয়াক্ত না হয়, ততক্ষণ মগরেবের নামাজ পড়িবে না।

মোজদালেফার ওয়াদিয়ে মোহাছছের ব্যতীত কোন স্থানে থাকিলে জায়েজ হইবে, কিন্তু উপরোক্ত ওয়াদিতে থাকিলে, উহা আদায় হইবে না।

ফজর অবধি উক্ত মোজদালেফাতে থাকা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, উক্ত রাত্রিতে তথায় থাকিয়া যদি সম্ভব হয়, তবে আরফাতের ন্যায় দোয়া জেকর, কোরআন পাঠ, লাব্বায়কা পাঠ ইত্যাদি কার্য্যে নিমগ্ন থাকিবে। নামাজ, তেলাওয়াতে জেকর, দোয়া রোদন ক্রন্দন করিয়া রাত্রি জাগরণ করা উচিত। তথায় হকদারদিগকে রাজি করিয়া দিতে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট করুণ ক্রন্দন সহ মোনাজাত করিবে, কেলনা খোদা তায়ালা এইরূপ দোয়া কবুল করার ওয়াদা করিয়াছেন।

১০ই জিলহাজ্জ তারিখের ছোবেহ ছাদেক হইতে সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত এক নিমিষ মোজদালেফাতে থাকা ওয়াজেব। ছোবেহ ছাদেক হইতে বেশী পরিস্কার হওয়া পর্য্যন্ত তথায় থাকা সুন্নত। যদি কেহ উক্ত ওয়াজেব ত্যাগ করিয়া রাত্রিতে তথায় চলিয়া যায়, তবে তাহার উপর কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। অবশ্য যদি কেহ পীড়া বা বার্দ্ধক্য বশতঃ অথবা স্ত্রীলোক জনতার ভয়ে রাত্রিকালে তথা হইতে চলিয়া যায়, তবে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে না।

যদি কেহ ছোবেহ ছাদেক প্রকাশ হওয়ার পর তথায় উপস্থিত হইয়া বিলম্ব না করিয়া চলিয়া যায়, তবে জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে।

ছোবেহ ছাদেক হওয়ার পরে অন্ধকার থাকিতে উক্ত এমামের সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

যদি কেহ একা নামাজ পড়ে, তবে উহা জায়েজ হইবে। নামাজ শেষ করিয়া উক্ত এমাম মাশয়ারোল-হারামের নিকট কেবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবেন, লোক তাঁহার পশ্চাতে ডাহিনে কিম্বা বাম দিকে দাঁড়াইবেন, সম্ভব হইলে কোজাহ পাহাড়ের উপর দাঁড়ান উত্তম নচেৎ উহার নীচে কিম্বা নিকটে দাঁড়ান উত্তম।

তৎপরে দোয়া করা, তকবির, কলেমা, আলহামদো লিল্লাহ, দরুদ পড়া ও অধিক পরিমান লাব্বায়কা বলা, দোওয়ার জন্য দুই হাত বিছাইয়া উটান, দুই হাতের তালুকে চেহারার দিকে ফিরান, বহু জেকর করা ও আল্লাহতায়ালার নিকট নিজের মতলব চাওয়া মোস্তাহাব খুব পরিস্কার হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাকিবে।

এমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, সূর্য্য উদয় হইতে দুই রাকায়াত নামাজের পরিমাণ সময় বাকি থাকিতে তথা হইতে রওয়ানা হইবে।

ফজরের নামাজ পড়িয়া এইরূপ দাঁড়ান উত্তম, যদি কেহ প্রথমে তথায় দাঁড়াইয়া পরে নামাজ পড়ে, তবে তাহাও জায়েজ হইবে।

মিনার দিকে যাইবার বিবরণ

মোজদালেফায় দাঁড়াইয়া খুব পরিষ্কার হইলে, সূর্য্য উদয় হওয়ার অগ্রে হজ্জের এমামের সহিত ধীরে ধীরে মনের শান্তি সহ অধিক পরিমাণ লাব্বায়কা পাঠ ও জেকর করিতে করিতে মিনার দিকে রওয়ানা হইবে। তৎপরে বত্নে-মোহাছ্‌ছেরে পৌঁছিয়া পদব্রজ অবস্থায় সত্বর সত্বর চলিবে, আর সওয়ার অবস্থায় উটকে সজরে চালাইবে। এই স্থলে আব্‌রাহার হস্তিচালকেরা হত হইয়াছিল, এই স্থলে ইবলিস দুঃখিত হইয়াছিল, এই স্থলে একটী লোক জন্তু শীকার করিয়া আসমানি অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল, এস্থলে গমন কালে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে,—

اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ *

হে আল্লাহ্ তুমি আমাদিগকে তোমার গজব দ্বারা মারিয়া ফেলিও না, তোমার আজাব দ্বারা আমাদিগকে বিনষ্ট করিও না এবং ইহার পূর্ব্বে আমাদিগকে শান্তি দান করিও।

তৎপরে 'জামারায়-ওকব'র মধ্যম পথ দিয়া মিনায় উপস্থিত হইবে।

যদি কেহ এমামের অগ্রে বা পরে রওয়ানা হয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে এবং কোন কাফফারা ওয়াজেব হইবে না।

আর যদি সূর্য্য উদয় হওয়ার পরে রওয়ানা হয়, তবে সুন্নত তরক করার দোষ হইবে, কিন্তু কাফফারা ওয়াজেব হইবে না।

মিনার এবাদতগুলির বিবরণ

১০ই জিলহাজ্জ তারিখে হাজিদিগের উপর ঈদোল আজহা নামাজ পড়া ওয়াজেব নহে, কেননা সেই দিবস তাঁহাদিগকে অনেক

কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু ১০ই তারিখ জোমার দিবস হইলে,জোমা মাফ হইবে না।

উক্ত তারিখে সূর্য্য উদয় হওয়ার পরে জামারায়- ছানিয়া ছাড়িয়া জামারায়-আকবর নিকট পৌঁছিয়া বৎনে ওয়াদিতে দাঁড়াইবে, মিনাকে ডাহিন দিকে, কা'বা শরিফকে বাম দিকে ও জামারায়-আকবারকে সম্মুখে রাখিয়া এক এক করিয়া পৃথক পৃথক সাতটী কাঁকর উক্ত জামারার উপর নিপেক্ষ করিবে, প্রত্যেক কাঁকর নিক্ষেপ করাকালে নিম্নোক্ত তকবির ও দোয়া পড়িবে,—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ

اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَغْفُوْرًا *

অর্থঃ- "আল্লাহতায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, শয়তানের লাঞ্ছনার জন্য এবং রহমানের সন্তোষের জন্য (এই কাঁকর মারিতেছি। ইয়া আল্লাহ, হজ্জকে পাক, চেষ্ঠাকে কৃতজ্ঞতার পাত্র এবং গোনাহ মাফ করিয়া দাও।"

যে কোন প্রকারে কাঁকর মারিলে, জায়েজ হইবে, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ডাহিন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিটের উপরে কাঁকর টী রাখিয়া শাহদাত অঙ্গুলী দ্বারা ধরিয়া নিক্ষেপ করিবে। কেহ কেহ বলেন,বৃদ্ধা ও শাহাদাত এই উভয় অঙ্গুলীর কিনারা দ্বারা ধরিয়া নিক্ষেপ করিবে। পায়ে চলিয়া কিম্বা সওয়ার হইয়া উহা নিক্ষেপ করিবে। যদি কেহ জামারায় আকবার উপর হইতে উহা নিক্ষেপ করে, তবে উহা জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে। জামারায় পাঁচ হাত কিম্বা কিছু বেশী দূর হইতে উহা নিক্ষেপ করা মোস্তাহাব। যদি তছবিহ, কলেমা কিম্বা অন্য জেকর পড়িয়া উহা নিক্ষেপ করে, তবে জায়েজ হইবে।

যদি কেহ তকবির বা জেকর পাঠ না করিয়া উহা নিক্ষেপ

করে, তবে সুন্নত ত্যাগ করার জন্য দুষিত কার্য্য করিল। কাঁকর নিক্ষেপ করার পরে দোয়া পড়ার জন্য বিলম্ব করিবে না, বরং দোয়া পড়িতে পড়িতে তথা হইতে চলিয়া যাইবে। জামারায় আকবার প্রথম কাঁকর নিক্ষেপ করিলে, লাব্বায়কা পড়া বন্ধ করিবে।

কোরবাণিকে ঈদের দিবস ছোবেহছাদেক হওয়ার পরে কাঁকর নিক্ষেপ করিলে জায়েজ হইবে। কিন্তু ছুন্নত ত্যাগ করার দোষ হইবে। সূর্য্যে উদয় হওয়ার পর হইতে সূর্য্য গড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত কাঁকর নিক্ষেপ করার ছুন্নত সময়। সূর্য গড়িয়া যাওয়া হইতে সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত উহা নিক্ষেপ করা জায়েজ। সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়া হইতে কোরবাণির দ্বিতীয় দিবসের অর্থাৎ ১১ই তারিখের ছোবেহ ছাদেক পর্য্যন্ত কাঁকর নিক্ষেপ করিলে, জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে।

আর যদি ওজরের জন্য ১১ই রাত্রিতে উহা নিক্ষেপ করে, তবে মকরুহ হইবে না। যদি দুর্ব্বলেরা কিম্বা স্ত্রীলোকেরা রাত্রিকালে উহা নিক্ষেপ করে, তবে উহাতে দোষ হইবে না। যদি ১১ই দিবসে প্রথম কাঁকর নিক্ষেপ করে, তবে উহাতে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

যদি কাঁকরটি জামারার উপর পড়ে, কিম্বা উহার তিন হাত সিমানার মধ্যে পড়ে তবে জায়েজ হইবে। আর যদি তিন হাতের অধিক দূরে পড়ে, তবে উহা জায়েজ হইবে না, এস্থলে দ্বিতীয় বার কাঁকর নিক্ষেপ করিতে হইবে।

যদি কাঁকর কোন লোকের কিম্বা উটের পৃষ্ঠের উপর পড়ে আর তথা হইতে উহা আপনিই জামারার উপর বা নিকটে পড়ে তবে জায়েজ হইবে, আর যদি উক্ত লোক বা উট উহা নাড়াইয়া ফেলিয়া দেয়, তবে জায়েজ হইবে।

যদি উক্ত কাঁকর উক্ত ক্ষেত্রে নিজেই পড়িয়াছে বা অন্যের বা উটে ফেলিয়া দেওয়ায় পড়িয়াছে। ইহা স্থির করিতে না পারে, এইরূপ উহা নিক্ষেপ করার পরে উপযুক্ত স্থলে পড়িয়াছে কিনা,

ইহাতে সন্দেহ করে, তবে উভয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার কাঁকর নিক্ষেপ করা এহতিয়াত।

যদি কেহ সাতটি কাঁকর একেবারে নিক্ষেপ করে, তবে উহা একটি কাঁকর নিক্ষেপ করার তুল্য হইবে, তাহার পক্ষে আর ছয়টি কাঁকর নিক্ষেপ করা ওয়াজেব হইবে।

যদি পীড়িত ব্যক্তি কাঁকর নিক্ষেপ করিতে না পারে, তবে অন্য উক্ত পীড়িতের হাতে কাঁকর নিক্ষেপ করাইলে, কিম্বা তাহার হুকুম লইয়া নিজে কাঁকর রাখিয়া নিক্ষেপ করিলে, জায়েজ হইবে। পাগল অচৈতন্য, জ্ঞানহীন বালকের বিনা অনুমতি তাহাদের পক্ষ হইতে কাঁকর নিক্ষেপ করিলে, জায়েজ হইবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর অথবা কাঁকর নিক্ষেপ করাই উত্তম, যদি এই ক্ষুদ্র পাথর ব্যতীত বড় পাথর, ঢিল, কাঁচা বা পাকা ইটেরটুকরা কর্দম, চুন লালমাটি, পাহাড়ি লবণ, ছোরমা, গন্ধক, হরিতাল ইত্যাদি মাটি, কাষ্ঠ ইত্যাদি যাহা মাটি জাতীয় নহে, তাহা নিক্ষেপ করিলে, জায়েজ হইবে না।

লোবাবে আছে, ৭টি কাঁকর মোজদালেফা হইতে কুড়াইয়া লওয়া মোস্তাহাব। আর ৭০টী কাঁকর মোজদালেফা বা উহার পথহইতে কুড়াইয়া লওয়া জায়েজ, বরং প্রত্যেক স্থান হইতে উহা কুড়াইয়া লওয়া জায়েজ হইবে। জামারার নিকট হইতে কাঁকর কুড়াইয়া লইলে জায়েজ হইবে কিন্তু মকরুহ হইবে।

জামারার নিকট যে সমস্ত কাঁকর নিক্ষেপ করা হয়,তম্মধ্যে যেগুলি আল্লাহ তায়ালার দরবারে মকবুল হয়, সেইগুলি ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক উঠাইয়া লওয়া হয়, তৎসমুদয় হাজিদের নেকীর পাল্লায় রাখিয়া ওজন করা হইবে। আর যেগুলি জামরার নিকট পড়িয়া থাকে, সেইগুলি খোদার দরবারে মকবুল হয় নাই বুঝিতে হইবে, এই জন্য তথাকার কাঁকর কুড়াইয়া নিক্ষেপ করা মকরুহ।

এইরূপ মছজিদে খায়েফ বা অন্য কোন মছজিদ বা নাপাক স্থান হইতে কাঁকর কুড়াইয়া লওয়া মকরুহ তাজ্রিহি একখানা বড় পাথর ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট করিয়া লওয়া মকরুহ। মোজদালেফা ব্যতীত অন্য স্থান হইতে উহা লইলে, নিঃসন্দেহে জায়েজ হইবে। বড় পাথর কিম্বা নাপাক কাঁকর নিক্ষেপ করিলে, মকরূহ হইবে। কাঁকর কুড়াইয়া লইয়া উহা ধুইয়া ফেলা মোস্তাহাব।

যদি কেহ চারি পাঁচ কিম্বা ছয় খণ্ড কাঁকর নিক্ষেপ করে, তবে জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে।

আর যদি কেহ কাঁকর নিক্ষেপ না করে, কিম্বা চারি অপেক্ষা কম সংখ্যক কাঁকর নিক্ষেপ করে, তবে কেরবাণী জায়েজ হইবে, আর চারি বা চারির অধিক কাঁকর ফেলিলে, যে কয় খানা কম ফেলিয়াছে, তাঁহার প্রত্যেক খানার বদলে অর্দ্ধ ছা, গম ছদকা দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

সাতখানা কাঁকর পর পর বিলম্ব না করিয়া নিক্ষেপ করা ছুন্নত, বিলম্ব করিয়া নিক্ষেপ করিলে মকরুহ হইবে। স্ত্রীলোকেরা এই ১০ই দিবাগত রাত্রিতে কাঁকর নিক্ষেপ করিবে।

কোরবাণী করার বিবরণ

কাঁকর নিক্ষেপ করিয়া নিজের মঞ্জেলের নিকট উপস্থিত হইয়া কোরবাণী করিবে, ইহাকে দমে শুকরিয়া বলা হয়।

যে ব্যক্তি কেবল হজ্জ করিয়াছে, তাহার পক্ষে এই কোরবাণী করা মোস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি একই এহরামে হজ্জ এবং ওমরা করিয়াছে, কিম্বা হজ্জের কয়েক মাসের মধ্যে পৃথক এহরামে ওমরা করিয়া দ্বিতীয় এহরামে হজ্জ করিয়াছে, এই উভয় ব্যক্তির পক্ষে উপরোক্ত কোরবাণী করা ওয়াজেব।

এই কোরবাণির মাংস নিজে খাইতে পারে, উহা দান করা

ওয়াজেব নহে, অবশ্য উহার এক তৃতীয়াংশ দান করা, এক তৃতীয়াংশ লোককে খাওয়ান বা তোহফা দেওয়া, আর অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ নিক্ষেপ রাখিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। কাফ্ফারার কোরবাণি নিজে খাইতে পারিবে না।

যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত শোকরিয়া কোরবাণি করিতে অক্ষম হয় তবে দশটী রোজা রাখিবে, তিনটী রোজা ৭ই, ৮ই এবং ৯ই জিলহাজ্জ রাখিবে, কিন্তু যদি উক্ত তিন দিবস রোজা রাখিলে, আরফাতে যাওয়া, তথায় দাড়ান বা দোয়া করার বিঘ্ন হইয়া পড়ে তবে ৭ই তারিখের অগ্রে তিনটী রোজা রাখিবে। অবশিষ্ট ৭টি রোজা ১৩ই তারিখের পর হইতে করিবে।

উপরোক্ত তিন কিম্বা ৭টী রোজা ঈদের দিবসের অগ্রে না করে তবে তাহার উপরে কোরবাণি ওয়াজেব থাকিয়া যাইবে। আর যদি কেহ তিনটী রোজা করিয়া চুল মণ্ডন কিম্বা কর্ত্তনের পূর্ব্বে কোরবাণি করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহার প্রতি কোরবাণি করাই ওয়াজেব হইবে।

আর যদি কেহ কোরবাণির উপযুক্ত অর্থশালী হয়,তবে তাহারপ্রতি ১০/১১/১২ই এই তিন দিবসের মধ্যে ওয়াফার কোরবাণি করা ওয়াজেব।

যে হাজ্জি মক্কা শরিফে ১৫ দিবস বা তদধিক অবস্থিতি করিয়া আরফাতে উপস্থিত হয়, তাহার উপরোক্ত প্রকার অর্থশালী হইলে একটি কোরবাণী করা ওয়াজেব হইবে। আর ১৫ দিবসের কম মক্কা শরিফে থাকিয়া আরফাতে উপস্থিত হইলে, মোসাফের হওয়ার কারণে উক্ত কোরবাণী ওয়াজেব হইবে না।

চুল মুণ্ডন কিম্বা ছাটার বিবরণ

কোরবাণী শেষ করিয়া নিজের মস্তক মুণ্ডন করিবে, এই মুণ্ডন করার সময় কাবার দিকে মুখ করিয়া বসিবে, মস্তকের ডাহিন

দিক হইতে মুণ্ডন করা আরম্ভ করিতে হইবে। মুণ্ডন কালে এই দোয়া পড়িবে,—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَقَضٰى عَنَّا نُسُكَنَا

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ فَاجْعَلْ لِىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوْرًا يَوْمَ

الْقِيٰمَةِ وَاَمْحُ عَنِّىْ بِهَا سَيِّئَةً وَّارْفَعْ لِىْ دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ نَفْسِىْ وَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

وَلِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ آمِيْنَ •

"আল্লাহতায়ালার জন্য সমস্ত প্রশংসা যেহেতু তিনি আমাদিগকে সত্য পথ দেখাইয়াছেন, আমাদের প্রতি অজস্র দান করিয়াছেন, আমাদের এবাদত আমাদের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে, ইয়া আল্লাহ। আমার কপালের এই চুলগুলি তোমার এখতিয়ারে রহিয়াছে, কেয়ামতের দিবস প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে আমার জন্য একটি নূর করিয়া দিও, প্রত্যেক চুলের বদলে এক একটী গোনাহ মাপ করিয়া দাও এবং উচ্চ বেহশ্‌তে একটী দরজা উচ্চ করিয়া দাও। ইয়া আল্লাহ, তুমি আমার মধ্যে বরকত দাও, আমা হইতে কবুল করিয়া লও। ইয়া আল্লাহ, হে প্রশস্থ ক্ষমাকারী, তুমি আমাকে এবং চুল মুণ্ডন বা কর্ত্তন কারিগণকে মাফ কর, আমিন।"

চুল মুণ্ডন করা কালে বা উহার পরে তকবির পড়িবে এবং নিজের জন্য পিতা মাতার জন্য পীর মোর্শেদ ও ওস্তাদগণের জন্য দোয়া পড়িবে।

যদি মুণ্ডন না করে, তবে চুল ছাটিয়া ফেলা ওয়াজেব হইবে।

আর যদি চুল এত ক্ষুদ্র হয় যে উহা ছাটিয়া ফেলা অসম্ভব হয়, তবে উহা মুণ্ডন করা ওয়াজেব হইবে।

চুল ছাটিয়া ফেলা অপেক্ষা চুল মুণ্ডন করিলে বেশী নেকী হয়। যাহার মস্তকে চুল না থাকে, তাঁহার মস্তকের উপর ক্ষোর করিতে হইবে। সমস্ত মস্তকে চুল মুণ্ডন করা কিম্বা ছাটিয়া ফেলা সুন্নত।

যদি কেহ মস্তকের এক চতুর্থ অংশের প্রত্যেক চুলটীর এক এক অঙ্গুলী পরিমাণ ছাটিয়া ফেলে তবে ওয়াজেব আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু মকরুহ হইবে।

বাদায়ে কেতাবে আছে, এক অঙ্গুলী অপেক্ষা কিছু বেশী পরিমাণ চুল ছাটিয়া ফেলা ওয়াজেব, তাহা হইলে প্রত্যেক চুলটীর এক এক অঙ্গুলী পরিমাণ ছাটার কোন সন্দেহ থাকিবে না।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে মস্তক মুণ্ডন করা মকরুহ, অবশ্য তাহাদের পক্ষে চুল ছাটিয়া ফেলা ওয়াজেব। ইহারা মস্তকের চারিভাগের একভাগ চুলের এক অঙ্গুলী পরিমাণ ছাটিয়া ফেলিবে।

চুল মুণ্ডন করার বা ছাটিয়া ফেলার পরে উক্ত চুল মাটিতে দফন করা মোস্তাহাব।

মস্তক মুণ্ডন করার বা ছাটীয়া ফেলার পূর্ব্বে গোঁফ ছাটিবে না, নখ কাটিবে না।

যদি কাহারও মস্তকে জখম থাকার জন্য চুল মুণ্ডন করিতে বা ছাটিতে অক্ষম হয়, তবে উহা মাফ হইয়া যাইবে এবং হালাল হইয়া যাইবে।

ঈদের ছোবেহ ছাদেক হইতে ১২ই সূর্য্য উদয় হওয়া পর্য্যন্ত চুল মুণ্ডন করার বা ছাটার সময়। ইহার অগ্র পশ্চাতে উহা করিলে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

চুল মুণ্ডন করার বা ছাটীয়া ফেলার পরে স্ত্রীসঙ্গম, স্পর্শ

ও চুম্বন ব্যতীত এহরাম অবস্থায় যে সমস্ত কার্য্য করা হারাম হইয়া যায় তৎসমস্ত হালাল হইয়া যায়।

যদি একই এহরামে বা পৃথক পৃথক এহরামে হজ্জ এবং ওমরাকারী ব্যক্তি কাঁকর নিক্ষেপ করার অগ্রে কোরবাণী কিম্বা মস্তক মুণ্ডন করে, তবে তাহার উপর একটি কোরবাণী করা ওয়াজেব হইবে, এইরূপ কোরবাণী করার অগ্রে মস্তক মুণ্ডন করিলেও উহার কাফ্ফারা অন্য একটী কোরবাণী করা ওয়াজেব হইবে, এইরূপ যে ব্যক্তি ওমরা না করিয়া কেবল হজ্জ করে, সেই ব্যক্তি কাঁকর নিক্ষেপ করার পুর্ব্বে মস্তক মুণ্ডন করিলে, একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। আর যদি এই ব্যক্তি কাঁকর নিক্ষেপ করার অগ্রে কোরবাণী করে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে না।

আর যদি উপোরক্ত তিন প্রকার হাজী কাঁকর নিক্ষেপ করার, শোখরিয়া কোরবাণী করার ও মস্তক মুণ্ডন করার অগ্রে তওয়াফে জিয়ারত করে, তবে কাফফারা ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু এইরুপ করা মকরুহ্ হইবে।

তাওয়াফে জিয়ারতের বিবরণ

১০ই দিবস কাঁকর মারা, জবাহ করা ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া সেই দিবসেই তাওয়াফে জিয়ারত করিতে খানায় কাবার দিকে রওয়ানা হওয়া উত্তম। যদি কেহ ১১ই কিম্বা ১২ই দিবা কিম্বা রাত্রিতে এই তাওয়াফে জিয়ারত করে, তাহাও ভাল।

এই তাওয়াফে জিয়ারত করা হজ্জের একটি ফরজ,ঈদের ছোবেহ ছাদেকের পর হইতে ইহার ওয়াক্ত শুরু হয়, ইহার পুর্ব্বে এই তাওয়াফ করা জায়েজ হইবে না।

১২ই তারিখের সন্ধ্যার মধ্যে ইহা আদায় করা ওয়াজেব, যদি কেহ ইহার পর হইতে জীবন অবধি এই তাওয়াফ আদায়

করে,তবে হজ্জের ফরজ আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু মকরুহ তাহরিমি হইবে এবং তজ্জন্য একটি কাফ্ফারার কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

যদি স্ত্রীলোক হায়েজ কিম্বা নেফাছের ওজোরে ১০/১১/১২ই তারিখের মধ্যে তাওয়াফে জিয়ারত করিতে না পারে, তবে তাহার প্রতি কাফ্ফারার কোরবাণী ওয়াজেব হইবে না।

যদি কোন স্ত্রীলোক হালাল হওয়ার পরে তাওয়াফে জিয়ারতের সময় পাইয়াও তাওয়াফ করিতে বিলম্ব করে, তৎপরে হায়েজ হওয়ার ১২ই তারিখের মধ্যে উক্ত তাওয়াফ করিতে পারিল না, কিম্বা ১২ই সূর্য্য ডুবিবার অগ্রে এইরূপ সময়ে পাক হইয়া গেল যে, গোসল করিয়া তাওয়াফের অন্ততঃ চারি শওত করিতে পারে, কিন্তু সে তাহা করিল না, উভয় ক্ষেত্রে তাহার উপর কোরবাণী করা ওয়াজেব হইবে।

শামি কেতাবে আছে, যদি দলের লোকেরা দেশে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করে, কিন্তু স্ত্রীলোক হায়েজ বা নেফাছ হইতে পাক না হয়, তবে সে কি নাপাক অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত করিবে, কিম্বা এই ফরজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, তাহাকে বলা যাইবে যে, তোমার পক্ষে মছজিদে দাখিল হওয়া হালাল নহে, আর যদি তুমি নাপাক অবস্থায় মছজিদে দাখিল হইয়া তাওয়াফ কর, তবে ইহার জন্য গোনাহগার হইবে, কিন্তু তোমার তাওয়াফে জিয়ারত সহিহ হইয়া যাইবে, তোমার উপর একটি উট কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

উপরোক্ত তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য 'বাবোচ্ছালাম' নামক দরওয়াজা দিয়া মছজিদে দাখিল হইয়া কাবা ঘরের চারিদিকে সাতবার শওত করিবে। যদি ইতিপূর্ব্বে কোন তাওয়াফের প্রথম তিন শওতে ত্রস্তভাবে চলিয়া থাকে এবং ছাফা ও মারওয়ায় শওত করিয়া থাকে, তবে এই তাওয়াফের প্রথম তিন শওতে ত্রস্তভাবে

চলিবে না এবং উহার পরে ছাফা এবং মারওয়ায় শওত করিবে না। নচেৎ উক্ত কার্যদ্বয় করিবে। আর যদি প্রথমে দ্বিতীয় কার্য্যটি করিয়া থাকে, কিন্তু প্রথম কার্য্যটি না করিয়া থাকে, তবে এই তাওয়াফে উভয় কার্য্য করিবে। এই তাওয়াফে এজতেবা করিবে না, ইহার অর্থ তাওয়াফে কুদুমের বিবরণে লিখিত হইয়াছে।

তৎপরে মকামে এবরাহিমে দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবে, এই স্থানে পড়াই উত্তম, মছজিদের বা হেরম শরিফের মধ্যে কোন স্থানে উহা পড়া জায়েজ হইবে।

তৎপরে হাজারে আছওয়াদ চুম্বন করিয়া ছাফা ও মারওয়ায় শওত করিবে, যদি উহা ইতিপূর্বে না করিয়া থাকে।

এই তাওয়াফ করিলে, তাহার পক্ষে স্ত্রীসঙ্গম করা হালাল হইবে।

এই তাওয়াফে চারিবার শওত করা ফরজ, অবশিষ্ট তিন শওত করা ওয়াজেব।

যদি কেহ আরফাতে হাজির হইয়া এই তাওয়াফে জিয়ারত না করিয়া মরিয়া যায় এবং হজ্জ পূর্ণ করার অছিয়ত করিয়া যায়, তবে তাঁহার জন্য একটি উট কোরবাণী করিতে হইবে।

মিনায় যাওয়ার বিবরণ

তাওয়াফে জিয়ারত শেষ করিয়া মিনার দিকে রওয়ানা হইবে, হয় মিনায় গিয়া জোহর পড়িবে, না হয় মক্কা শরিফ হইতে জোহর পড়িয়া মিনার দিকে রওয়ানা হইবে।

মক্কা শরিফে কিম্বা পথে রাত্রিতে থাকিবে না, কাঁকর নিক্ষেপ করার কয়েক রাত্রিতে মিনাতে থাকা সুন্নত। যদি কেহ উক্ত কয়েক রাত্রির অধিকাংশ সময় মিনা ব্যতীত অন্য স্থানে থাকে, তবে মকরুহ হইবে, কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে না।

১১ই জিলহাজ্জের কার্য্য

হজ্জের এমাম উক্ত দিবসে জোহরের নামাজের পরে এক খোৎবা পড়িয়া হজ্জের অবশিষ্ট আহকাম শিক্ষা দিবেন, এই খোৎবা পাঠ সুন্নত।

এই মিনাতে জামায়াতের নামাজ ত্যাগ করিবে না, মছজিদে খায়েফ এবং কোব্বার মেহরাবে বেশী পরিমাণ নামাজ পড়িবে তথায় হজরত নবি, (সাঃ) এর মোসাল্লা পয়গম্বরগণের স্থান ও নেকারগণের মোসাল্লা ছিল, কেহ কেহ বলেন, তথায় হজরত আদম আলায়হে অচ্ছালামের কবর আছে।

উক্ত দিবস সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে জোহরের নামাজ পড়িয়া মছজিদে খয়েফের নিকটস্থ জামারায়-উলার পাঁচ হাত কিম্বা তদধিক দূরে কা'বা ঘরের দিকে মুখ করিয়া এরূপ ভাবে দাঁড়াইবে যে,যেন তাহার শরীর বাম দিকের দূরত্ব ডাহিন দিকের দূরত্ব অপেক্ষাকম হয়।

তৎপরে উহার উপর পর পর সাতখণ্ড কাঁকর মারিবে, প্রত্যেক কাঁকর মারিবার সময় বিছমিল্লাহেআল্লাহো আকবর বলিবে। তৎপরে বাম দিকে একটু অগ্রসর হইয়া কেবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আলহামদো লিল্লাহ, আল্লাহো আকবর, লাএলাহা ইলল্লাহ, সোবহানাল্লাহ ও দরুদ শরিফ পড়িয়া দোয়া করিবে, দোয়া করার সময় দুই হাত স্কন্ধ পর্য্যন্ত উঠাইবে। হাতের তালু কেবলার দিকে ফিরাইয়া বিছাইয়া রাখিবে, অন্তরের ভক্তি সহ কাতর ভাবে নিজের পিতামাতার আত্মীয়স্বজনদিগের বন্ধু-বান্ধবদের ও সমস্ত মুসলমানের গোনাহ মাফ চাহিবে।

তৎপরে জামারায় ওছতার নিকট উপস্থিত হইয়া বিছমিল্লাহে আল্লাহো আকবর বলিয়া পর পর সাতটি কাঁকর নিপেক্ষ করিবে,

তৎপরে অনেকটা বাম দিকে হাটিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া উল্লিখিত প্রকার দোয়া ইত্যাদি পাঠ করিবে।

উপরোক্ত দুই জামারায় কাঁকর মারিয়া সুরা বাকারাহ্ পড়া আন্দাজ, অন্ততঃ কুড়ি আয়ত পড়া আন্দাজ দেরী করিবে। তৎপরে জামারায় আকবার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথম দিবসের ন্যায় সাতখানা কাঁকর নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু কোন দিবস দোয়া করিবার জন্য তথায় দাঁড়াইবে না বরং তথা হইতে চলিয়া যাওয়া কালে দোওয়া পাঠ করিতে থাকিবে। প্রথম ও দ্বিতীয় জামারার নিকট কাঁকর মারার পরে দাঁড়ান সুন্নত।

প্রথম দুই জামারায় পদব্রজে এবং শেষ জামারায় সওয়ার অবস্থায় কাঁকর মারা উত্তম। আর যদি প্রত্যেক জামারায় পদব্রজে কিম্বা সওয়ার অবস্থায় কাঁকর মারে, তাহাও জায়েজ হইবে। এই দিবসের কাঁকর মারা শেষ করিয়া নিজের মঞ্জেলের দিকে যাইবে এবং রাত্রিতে উক্ত মিনাতে থাকিবে।

স্ত্রীলোকেরা ১১ই তারিখের কাঁকর নিক্ষেপ ১২ই রাত্রিতে করিবে।

১২ই জেলহাজ্জের কার্য্য

এই দিবসে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে উল্লিখিত তিন জামারার নিকট উপস্থিত হইয়া উল্লিখিত কাঁকর নিক্ষেপ করিবে। আর যদি অদ্যই মিনা হইতে মক্কাশরিফে যাইতে ইচ্ছা করে, তবে উহা জায়েজ হইবে এবং ইহাতে ১৩ই তারিখের কাঁকর মারা মাফ হইয়া যাইবে। ১৩ই তারিখে মিনায় থাকিয়া কাঁকর মারিয়া পরে মক্কা শরিফে যাওয়া উত্তম। যদি কেহ ১২ই রওয়ানা হইতে ইচ্ছা করে, তবে সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার অগ্রে রওয়ানা হইয়া যাইবে। যদি সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার অগ্রে যাইতে না পারে, তবে ১৩ই কাঁকর

মারিয়া মক্কা শরিফের দিকে রওয়ানা হইবে। আর যদি সূর্য্য ডুবিয়া যাইবার পরে ও ১৩ই তারিখের ছোবেহ ছাদেক হওয়ার পূর্ব্বে রওয়ানা হইয়া যায়, তবে জাহেরে-রেওয়াএত অনুযায়ী কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে না কিন্তু মকরুহ হইবে।

আর ছোবেহ ছাদেক হওয়ার পরে কাঁকর নিক্ষেপ করার পূর্ব্বে রওয়ানা হইলে, কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

১১ই তারিখে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার অগ্রে কাঁকর মারিলে জায়েজ হইবে না, সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পর হইতে সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত কাঁকর মারার সুন্নত ওয়াক্ত বুঝিতে হইবে। সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার পর হইতে ছোবহে ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত কাঁকর মারিলে মকরুহ হইবে আর ছোবেহ ছাদেক হওয়ার পরে উহার ওয়াক্ত ফওত হইয়া যাইবে, এক্ষেত্রে তশরিকের শেষ অবধি কাজা করিয়া লইবে, এবং একটি কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

১২ই তারিখের কাঁকর মারার সময় অবিকল ১১ই তারিখের কাঁকর মারার সময়ের ন্যায় বুঝিতে হইবে, কিন্তু এতটুকু প্রভেদ আছে যে, যদি কেহ ১০ই তারিখে মক্কা শরিফে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তাহার পক্ষে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার অগ্রে কাঁকর মারা জায়েজ আছে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, মশহুর রেওয়াএত অনুসারে জায়েজ হইবে না।

আর অন্য রেওয়াএত অনুসারে জায়েজ হইবে, ইহার উপর অনেকে ফৎওয়া দিয়াছেন।

স্ত্রীলোকেরা ১২ই দিবস রওয়ানা হইতে ইচ্ছা করিলে, উক্ত দিবসে কাঁকর মারিয়া চলিয়া যাইবে। আর ১৩ই রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করিলে, ১২ই তারিখের কাঁকর মারা ১৩ই রাত্রে আদায় করিবে।

১৩ই জেলহাজ্জের কার্য্য

১৩ই তারিখের ছোবেহ-ছাদেক পর্য্যন্ত তথায় থাকিলে, উক্ত দিবসে তিন জামারার নিকট কাঁকর মারা ওয়াজেব হইবে। সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে এই কাঁকর মারা সুন্নত সময়, ফজর হইতে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত কাঁকর মারিলে মকরুহ হইবে। আর এই দিবস সূর্য্য ডুবিয়া গেলে, কাঁকর মারার সময় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, এক্ষেত্রে কাঁকর মারিতে হইবে না, বরং কেবল কোরবাণী করিতে হইবে।

যদি কেহ ১০ই, ১১ইবা ১২ই দিনের বেলায় কাঁকর না মারে তবে আয়েন্দা রাত্রিতে কাঁকর মারিলে জায়েজ হইবে। কিন্তু মকরুহ হইবে। আর যদি কোন ওজরে এইরূপ করিয়া থাকে, তবে মকরুহ হইবে না। স্ত্রীলোকেরা ১৩ই দিনের বেলা কাঁকর মারিয়া রওয়ানা হইবে।

যদি কেহ ১১ই তারিখের ১২ই তারিখের কাঁকর বা ১২ই তারিখের ১৩ই তারিখের কাঁকর মারে, তবে উহা জায়েজ হইবে না।

যদি কেহ ১০/১১/১২ই এই তিন তারিখ কাঁকর না মারিয়া থাকে, তবে ১৩ই তারিখে সমস্তের কাজা করিয়া একটি কোরবাণী আদায় করিবে।

আর যদি উপরোক্ত ক্ষেত্রে ১৩ই সূর্য্য ডুবিয়া যায়, তবে কাজার সময় ফওত হইয়া যাইবে, কেবল কোরবাণী আদায় করিবে।

যদি মক্কা শরিফে রওয়ানা হওয়ার সময় কিছু বেশী কাঁকর তাহার নিকট থাকে, তবে অন্যের দরকার হইলে তাহাকে দিয়া দিবে, নচেৎ কোন পাক স্থানে ফেলিয়া দিবে, কিন্তু জামারাতে ফেলিয়া দিলে মকরুহ হইবে।

সাতের অধিক কাঁকর কোন জামারাতে নিক্ষেপ করিলে মকরুহ হইবে।

(মসলা) যদি কেহ ১১ই, ১২ই কিম্বা ১৩ই তারিখে প্রথমে তৃতীয় জাম্যরায়, তৎপরে দ্বিতীয় জামারায়, অবশেষে প্রথম জামারায় কাঁকর মারে তৎপরে ইহা দিবসেই স্মরণ করে, তবে সে ব্যক্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামারায় কাঁকর মারা দোহরাইবে।

এইরূপ প্রথম জামারায় কাঁকরমারা ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামারায় কাঁকর মারিলে, প্রথম হইতে তিন জামারায় কাঁকর মারিবে।

যদি কেহ প্রত্যেক জামরায় তিন তিন খানা করিয়া কাঁকর মারিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি প্রথম জামারায় চারিখানা কাঁকর মারিবে, শেষ দুইটি জামারায় সাত সাত খানা করিয়া কাঁকর মারিবে। আর যদি প্রত্যেক জামারায় চারি-চারি খানা করিয়া মারিয়া থাকে, তবে প্রত্যেক জামারায় তিন তিন খানা করিয়া কাঁকর মারিবে।

মিনা হইতে মক্কা শরিফে যাওয়ার বিবরণ

১২ই কিম্বা ১৩ই কাঁকর মারিয়া মক্কা শরিফের দিকে রওয়ানা হইবে। মোহাচ্ছাব অথবা আবতাহ্ নামক স্থানে পৌঁছিয়া এক নিমিষ হইলেও তথায় নামিয়া যাইবে এবং দোয়া করিবে, কিম্বা সওয়ারির উপর থকিয়া দোয়া করিবে।

যদি কেহ তথায় না থামিয়া চলিয়া যায়, তবে গোনাহগার হইবে।

তথায় জোহর, আছর, মগরেব, এশা পড়িয়া একটু শুইয়া মক্কা শরিফে যাওয়া উত্তম। মক্কা শরিফে পৌঁছিয়া ১৩ই তারিখ গত হইয়া গেলে, সাধ্যানুযায়ী নিজের জন্য, নিজের পিতা মাতা ভাই ও আত্মীয়- দিগের জন্য ওমরা করিতে থাকিবে। তৎপরে বহু ওমরাহ্ ও তওয়াফ করা মোস্তাহাব।

মক্কা শরিফের মছজিদে কোরআন খতম না করিয়া তথা হইতে রওয়ানা হইবে না। যথাসাধ্য তথায় রোজা রাখিবে, তথাকার বা অন্যান্য স্থানের দরিদ্র ও ফকিরদিগকে খয়রাত দিবে। সমস্ত প্রকার নেকীর কার্য্য করিতে থাকিবে। মক্কা ও মদিনা শরিফের লোকদিগকে সম্মান ও ভক্তি করিবে।

কা'বা শরিফের দিকে নজর করা এক বৎসরের এবদত অপেক্ষা বেশী ফলদায়ক।

কা'বা ঘরের মধ্যে দাখিল হওয়া মোস্তাহাব, দাখিল হওয়ার সময় ডাহিন পা প্রথমে রাখিবে, বাহির হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা রাখিবে। খালি পায়ে মস্তক নীচে করিয়া নিতান্ত নম্রভাবে লজ্জিত অবস্থায় নিজের গোনাহের জন্য তওবা ও এস্তেগফার করিতে করিতে উহার মধ্যে দাখিল হইবে।

উহার ছাদে টাঙ্গান ফানুছ ইত্যাদির দিকে তামাশা ভাবে নজর করিবে না, ইহা আদবের খেলাফ।

দরওয়াজার সম্মুখে প্রাচীরের তিন হাত বাকি থাকিতে তথায় দুই রাকায়াত নফল পড়িবে। হজরত (সাঃ) তথায় নামাজ পড়িয়াছিলেন। তৎপরে প্রাচীরের উপর চেহারা রাখিয়া আলহামদো ও এস্তেগফার পাঠ করিবে, দোয়া করিবে, তৎপরে উহার চারি কোণায় ঐরূপ করিবে, দরুদ পড়িবে, নিজের জন্য নিজের পিতা মাতার জন্য ও মুসলমানগণের জন্য দোয়া চাহিবে। বিনা হিসাবে বেহেশতে দাখিল হওয়ার দোয়া করিবে। দাখিল হওয়ার সময় কোন প্রকার বেদয়াত কার্য্য করিবে না। যদি উহার মধ্যে দাখিল হইতে লোকদিগকে কষ্ট দিতে হয়, তবে দাখিল হইবে না।

নিম্নোক্ত কয়েক স্থানে দোয়া কবুল হয়

১) হাজারে আছওয়াদের নিকট।

২) যে স্থানে কা'বা শরিফ নজরে পড়ে।

৩) যে তাওয়াফের স্থানে মরমর পাথর বিছানা আছে এবং যাহার চারিদিকে ফানুছ জ্বালান হইয়া থাকে।

৪) মোলতাজামের নিকট, ইহা হাজারে আছওয়াদ ও কাবা ঘরের দরওয়াজার মধ্যবর্ত্তী চারি হাত পরিমাণ স্থান।

৫) সমস্ত হতিম।

৬) মিজাবের অর্থাৎ খানায় কা'বার পয়নালার নীচে।

৭) রোকনে ইমানির নিকট।

৮) আবদ্ধ দরওয়াজা ও রোকনে ইমানির মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাহাকে মোস্তাদার বলা হয়।

৯) রোকনে ইমানি ও হাজারে আছওয়াদের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

১০) মকামে এবরাহিমের নিকট।

১১) জমজম কুপের নিকট।

১২) কা'বা ঘরের মধ্যে।

১৩) ছাফা পাহাড়ের উপর।

১৪) মারওয়া পাহাড়ের উপর।

১৫) উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যস্থলে বিশেষতঃ দুই নিলের মধ্যস্থলে।

১৬) আরফাত ময়দানে।

১৭) মোজদালেফাতে, বিশেষতঃ কোজাহ্ পাহাড়ে।

১৮) মিনাতে, বিশেষতঃ মছজিদে খায়ফে, তথায় ৭০ জন নবির কবর আছে।

১৯) তিন জামারার নিকট।

তাওয়াফে-ওয়াদা' অর্থাৎ বিদায়কালীন তাওয়াফ করার বিবরণ।

মক্কা শরিফ হইতে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করিলে, খানায় কাবা তাওয়াফ করিবে, প্রথমে তাওয়াফ ওয়াদা করার নিয়ত করিবে-যাহা তাওয়াফের নিয়ত স্থলে লিখিত হইয়াছে, তৎপরে হাজারে-আছওয়াদ চুম্বন করিয়া শওত আরম্ভকরিবে। এইরূপ সাত শওত করিবে। ইহার প্রথম তিন শওতে ত্রস্তভাবে চলিবে না, কাপড় এজতেবা করিবেনা। ইহার পরে ছাফা ও মারওয়ার শওত করিবে না।

তৎপরে মকামে-এবরাহিমের পশ্চাতে কিম্বা মছজিদের অন্য স্থানে দুই রাকায়াত তাওয়ফের নামাজ পড়িয়া লইবে, কিন্তু যেন মকরুহ ওযাক্তে পড়া না হয়। তৎপরে জমজমের কূপের নিকটে পৌঁছিয়া খুব উদর পূর্ণ করিয়া তিনবারে উহার পানি পান করিবে। এই পানি তিন দমে পান করিবে, প্রত্যেকবারে কা'বা ঘরের দিকে নজর করিবে। প্রত্যেকবারে প্রথমে বলিবে, বিছমিল্লাহে আলহামদো লিল্লাহে, আছ্‌ছালাতো আছ্‌ছালামো আলা রাছুলোল্লহ, আর শেষ বারে বলিবে,-আল্লাহোম্মা ইন্নি আছয়ালোকা রেজকান ওয়াছেয়াও ও এলমান নাফেয়াওঁ অশেফায়াম মেন কুল্লে দায়েন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّعِلْمًا نَافِعًا وَّشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

তৎপরে উক্ত পানি নিজের চেহারা, মস্তক ও শরীরে লাগাইবে। তৎপরে কা'বার ঘরের মধ্যে দাখিল হইবে, আর যদি তাহা না হইয়া উঠে, তবে কাবার দরওয়াজার নিকট উপস্থিত হইয়া চৌকাঠকে চুম্বন করিয়া দোয়া করিবে এবং মোলাতাজামের নিকট

প্রাচীরের উপর নিজের ছিনা ও ডাহিন গাল রাখিয়া ডাহিন হাত দরওয়াজার চৌকাঠের উপর উঠাইয়া কা'বার পরদা ধরিয়া কিছুক্ষণ করুণ স্বরে বিনম্র ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে দোয়া করিবে, তকবির, কলেমা ও দরুদ পড়িতে থাকিবে। তৎপরে হাজারে আছওয়াদকে চুম্বন করিয়া নিজের চেহারাকে কা'বার দিকে ফিরাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, উহার বিচ্ছেদে আফছোছ করিতে করিতে মছজিদের নীচের পথ কিম্বা বাবোল-ওমরা, কিম্বা বাবে-এবরাহিম, অথবা বাবোল খরুরাহ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

স্ত্রীলোকদের হায়েজ বা নেফাস হইলে, মছজিদের দরওয়াজার নিকট দাঁড়াইয়া দোয়া করিয়া চলিয়া যাইবে।

যে বিদেশী ব্যক্তি কেবল হজ্জ আদায় করে, কিম্বা একই এহরামে বা দুই এহরামে হজ্জ এবং ওমরাহ আদায় করে, তাহার উপর উক্ত প্রকার তাওয়াফে অদা করা ওয়াজেব। ইহা মক্কাবাসি দিগের উপর ইত্যাদি হেরমবাসিদিগের উপর ওয়াদি, জেদ্দা হেদ্দা ইত্যাদি হেল্লাবাসিদিগের উপর, মিকাতবাসিদিগের উপর ওয়াজেব নহে।

যাহার হজ্জ ফওত হইয়াছে কিম্বা যাহাকে হজ্জ হইতে বাঁধা দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতি উক্ত তাওয়াফ করা ওয়াজেব নহে। তাহাদের পক্ষে উহা মোস্তাহাব।

পাগল, নাবালেগা, হায়েজ ও নেফাছওয়ালি স্ত্রীলোকের উপর উহা ওয়াজেব নহে।

তাওয়াফে জিয়ারতের পরে যে কোন তাওয়াফ করা হউক, তাহাতে উক্ত তাওয়াফ আদায় হইয়া যাইবে। ইহার শেষ সময় নির্দ্দিষ্ট নাই যদি কেহ এক বৎসর পরে উহা আদায় করে তবে উহা আদায় হইয়া যাইবে। মক্কা শরিফ হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় উহা আদায় করা মোস্তাহাব।

যদি কেহ এই তাওয়াফ করার পর তিন দিবস বা তদতিরিক্ত সময় তথায় থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে উহা দোহরাইয়া লওয়া মোস্তাহাব।

(মস্‌লা) যে বিদেশী ব্যক্তি এই বিদায় কালীন তাওয়াফ করিয়া রওয়ানা হইয়া যায়, যতক্ষণ সে ব্যক্তি 'মিকাত' ছাড়িয়া চলিয়া না যায়, ততক্ষণ তাহাকে বিনা এহ্‌রামে ফিরিয়া আসিয়া উক্ত তাওয়াফ করা ওয়াজেব।

আর যদি মিকাত ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তবে তাহাকে ফিরিয়া আসা ওয়াজেব হইবে না, বরং তাহর উপর কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

আর যদি এই তাওয়াফ করার জন্য ফিরিয়া যায়, তবে তাহার পক্ষে অন্ততঃ ওমরার এহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজেব হইবে, এই এহ্‌রাম বাঁধিয়া তথায় ফিরিয়া গেলে, প্রথমে ওমরার তাওয়াফ করিবে, তৎপরে বিদায়কালীন তাওয়াফ করিবে, এই দেরী করার জন্য দোষী হইবে, কিন্তু কোরবাণী ওয়াজেব হইবে না।

(মস্‌লা) যদি স্ত্রীলোক মক্কা শরিফের বস্তি ছাড়িয়া বাহিরে উপস্থিত হইয়া হায়েজ হইতে পাক হয়, তবে তাহার পক্ষে এই বিদায় কালীন তাওয়াফ বা তজ্জন্য ফিরিয়া যাওয়া ওয়াজেব হইবে না। আর যদি উক্ত বস্তি ছাড়িবার পূর্ব্বে পাক হইয়া থাকে, তবে উক্ত তাওয়াফ ওয়াজেব হইবে।

যদি স্ত্রীলোক দশ দিবসের কমে হায়েজ হইতে পাক হইয়া থাকে, কিন্তু এখনও গোছল করে নাই এবং নামাজের ওয়াক্ত চলিয়া যায় নাই, এমতাবস্থায় বস্তি ছাড়িয়া গেলে, তাহাকে তাওয়াফের জন্য ফিরিয়া আসা ওয়াজেব নহে।

আর যদি সেই সময় গোসল করিয়া থাকে এবং নামাজের ওয়াক্ত চলিয়া গিয়া থাকে, তৎপরে মক্কা শরিফের বস্তি ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তবে তাহাকে ফিরিয়া আসা ওয়াজেব হইবে। এইরূপ দশ দিবসের পরে পাক হইয়া বস্তি ছাড়িয়া গেলে, ফিরিয়া আসা ওয়াজেব হইবে।

কেরাণের বিবরণ

যে ব্যক্তি হজ্জ এবং ওমরাহ একই এহরামে বাঁধে, তাঁহাকে প্রথমে ওমরার তাওয়াফ করিতে হইবে, এই তাওয়াফের প্রথম দিন শওতে ত্রস্তভাবে চলিবে তৎপরে ছাফা ও মারওয়ায় শওত করিবে কিন্তু চুল মুণ্ডন করিবে না। তৎপরে হজ্জের জন্য তাওয়াফে কদুম করিবে, এই তাওয়াফে প্রথম তিন শওতে ত্রস্তভাবে চলিবে এবং 'এজতেবা' করিবে। তৎপরে ইচ্ছা হয় ছাফা ও মারওয়ায় শওত করিবে, আর ইচ্ছা হয়, তওয়াফে জিয়ারতের পরে ছাফা ও মারওয়ায় শওত করিবে। তৎপরে কোরবাণীর দিবস কাঁকর মারিয়া শোকরিয়া কোরবাণী করিবে, অবশেষে চুল মুণ্ডন করিয়া তাওয়াফে জিয়ারত করিবে। এইরূপ ওমরাহ ও হজ্জকে কেরান বলা হয়।

যদি কেহ ওমরাহ ও হজ্জের উভয় তাওয়াফ পর পর করিয়া ছাফা ও মারওয়ায় দুইবার গমন করে, তবে জায়েজ হইবে কিন্তু গোনাহ হইবে।

তামাত্তো করার বিবরণ

হজ্জের কোন মাসে ওমরার নিয়ত করিয়া তাওয়াফ করিবে, পরে ছাফা ও মারওয়ায় শওত করিবে, পরে চুল মুণ্ডন বা ছাটিয়া হালাল অবস্থায় মক্কা শরিফে বা কোন স্থানে থাকিবে, ওমরার তাওয়াফের প্রথম শওতে লাব্বায়কা বলা বন্ধ করিবে। এই ব্যক্তির পক্ষে তওয়াফে কদুম ওয়াজেব নহে এবং এই ব্যক্তি হজ্জের পূর্ব্বে আর ওমরাহ করিবে না, কিন্তু ইচ্ছা হয়ত খানায় কা'বার তাওয়াফ করিতে পারিবে। তৎপরে ৮ই তারিখে কিম্বা তৎপূর্ব্বে হজ্জের এহরাম বাঁধিবে।

যদি এই ব্যক্তি হজ্জের পূর্ব্বে ছাফা ও মারওয়ায় শওত করিতে ইচ্ছা করে তবে নফল তাওয়াফ করিয়া উহাতে এজতেবা'

করিবে, উহার প্রথম তিন শওত ত্রস্তভাবে চলিবে, তৎপরে ছাফা ও মারওয়ায় শওত করিয়া আরাফাতে যাইবে। এই অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারাতের প্রথম তিন শওতে ত্রস্তভাবে চলিবে না এবং তৎপরে ছাফা ও মারওয়ায় দৌড়িবে না।

আর যদি নফল তাওয়াফ ছাফা ও মারওয়ায় শওত না করিয়া থাকে, তবে তাওয়াফ জিয়ারতের প্রথম শওতে ত্রস্তভাবে চলিবে, তৎপরে ছাফা ও মারওয়ায় শওত করিবে।

এইরূপ হজ্জ করাকে তামাত্তো বলা হয়।

বদলা হজ্জের মস্‌লা

প্রশ্ন ঃ- বদলা হজ্জ কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ হইয়াছে, কিন্তু অক্ষমতা হেতু নিজে হজ্জ আদায় করিতে পারে না, তাহার পক্ষে একজন লোক দ্বারা হজ্জ করান বা ইহার অছিয়ত করা ফরজ। এই অবস্থায় অন্য লোক তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিলে উহাকে বদলা হজ্জ বলা হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে হজ্জের অছিয়ত করিয়া মরিয়া যায়, তাহার পক্ষ হইতে বদলা হজ্জ করাইলে ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন ঃ বদলা হজ্জ জায়েজ হওয়ার শর্ত্ত কি কি?

উত্তর ঃ ১। হজ্জ ওয়াজেব হওয়া একটী শর্ত্ত, যদি কোন দরিদ্রের পক্ষ হইতে কেহ ফরজ হজ্জ আদায় করে, তবে ইহা ওয়াজেব হইবে না। অবশ্য নফল হজ্জ তাহার পক্ষ হইতে করিলে উহা আদায় হইয়া যাইবে।

২। যদি এরূপ ওজরে কোন ব্যক্তি অক্ষম হইয়া থাকে যে, উহা দূরীভূত হওয়ার আশা আছে, তবে মৃত্যু অবধি সেই ওজরে অক্ষম থাকিলে বদলা হজ্জ জায়েজ হইবে। যদি কেহ বন্দী বা পীড়িত

থাকা অবস্থায় কাহারও দ্বারা বদলা হজ্জ করাইয়া থাকে তৎপরে মৃত্যুর অগ্রে পীড়া বা কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করে, তবে দ্বিতীয়বার তাহার পক্ষে হজ্জ করা ফরজ হইবে। এইরূপ কোন স্ত্রীলোক মহরম বা স্বামী অভাবে বদলা হজ্জ করাইয়া থাকে, তৎপরে সেই স্ত্রীলোকটী স্বামী গ্রহণ করে বা কোন মহরম প্রাপ্ত হয় তবে তাহার পক্ষে সেই সময় নিজে হজ্জ করা ফরজ হইয়া যাইবে। এইরূপ যদি কেহ পথের অশান্তির কারণে বদলা হজ্জ করাইয়া তাকে এবং তৎপরে শান্তি স্থাপন হয়, তবে তাহাকে দ্বিতীয় হজ্জ করা ফরজ হইবে। আর যদি এরূপ কোন ওজরে অক্ষম হইয়া বদলা হজ্জ করাইয়া থাকে যাহা দূরীভূত হওয়ার আশা করা যায় না, তবে নিঃসন্দেহ তাহার বদলা হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। মনে ভাবুন, যদি কেহ অন্ধ খঞ্জ, চলৎশক্তি রহিত অথবা পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত অবস্থায় বদলা হজ্জ করাইয়া থাকে, তৎপরে সে ব্যক্তি উক্ত রোগমুক্ত হইয়া যায়, তবুও তাহার পক্ষে দ্বিতীয়বার হজ্জ করা ফরজ হইবে না। ইহা মুহিত, কাজিখান, মেরাজ ইত্যাদিতে আছে। এবং বাহরোর-রায়েকে ইহাকে ছহিহ মত বলা হইয়াছে। যদি কেহ সুস্থ অবস্থায় বদলা হজ্জ করাইয়া পরে অক্ষম হইয়া যায় এবং মৃত্যুকাল অবধি অক্ষম থাকিয়া যায়, তবুও তাহার বদলা হজ্জ জায়েজ হইবে না।

৩। নায়েবের মুনিবের পক্ষ হইতে হজ্জ করার নিয়ত করা একটি শর্ত্ত। এই নায়েব (বদলা হজ্জকারী) আহরমতো আন্ ফোলানেন, অ-লাকবায়তো আন ফোলানেন, অর্থাৎ আমি অমুকের পক্ষ হইতে এহরাম বাঁধিলাম এবং অমুকের পক্ষ হইতে লাব্বায়কা বলিলাম এইরূপ নিয়ত করিবে। অমুকের স্থলে মুনিবের অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের বদলা হজ্জের জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছে, তাহার নাম উল্লেখ করিবে। আর যদি মুনিবের নাম ভুলিয়া গিয়া থাকে, তবে নিয়ত করিবে আহরামতো আনেল আমেরে, অলাব্বায়তো আনেল

আমেরে'' অর্থাৎ আমি আদেশদাতার (মুনিবের) পক্ষ হইতে এহরাম বাঁধিলাম এবং মুনিবের পক্ষ হইতে লাব্বায়কা বলিলাম।

৪। মুনিবের বদলা হজ্জ করার হুকুম করা একটি শর্ত্ত, যদি কেহ হজ্জ করিতে অছিয়ত করিয়া না যায়, কিন্তু কোন বেগানা লোক নিজ হইতে উক্ত ব্যক্তির বদলা হজ্জ করিয়া দেয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না, অবশ্য তাহার ওয়ারেছ নিজে তাহার বদলা হজ্জ করিলে বা অন্যের দ্বারা তাহার বদলা হজ্জ করাইলে তাহা জায়েজ হইবে। আর যদি কেহ হজ্জ করিতে অছিয়ত করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার ওয়ারেছ অথবা কোন বেগানা লোক তাহার টাকা না লইয়া নিজের টাকা দ্বারা তাহার বদলা হজ্জ করে, তবে জায়েজ হইবে না। আর যদি তাহার পুত্র বা কোন ওয়ারেছ এই শর্ত্তে তাহার বদলা হজ্জ করে যে, যাহা উহাতে ব্যয় হয়, তাহা মৃতের পরিত্যক্ত অর্থ হইতে পরে আদায় করিয়া লইবে, তবে জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি স্পষ্টভাবে তাহার নিজের অর্থ হইতে বদলা হজ্জ করানোর কথা বলিয়া গিয়া থাকে, তবে ইহা জায়েজ হইবে না। যদি কোন ওয়ারেছ এই শর্ত্তে অন্য লোক দ্বারা উক্ত মৃতের বদলা হজ্জ করাইয়া দেয় যে, উহার ব্যায় মৃতের অর্থ হইতে আদায় করিয়া লইবে, তবে উহা জায়েজ হইবে, আর যদি উহার মৃতের অর্থ হইতে আদায় করিয়া না লওয়ার ধারণায় বদলা হজ্জ করাইয়া থাকে, তবে কাজিখানের মতে জায়েজ হইবে, কিন্তু লোবাবের টিকার মর্ম্মানুসারে উহা নাজায়েজ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৫। মুনিবের অর্থ হইতে উহার সম্পূর্ণ ব্যয় বা অধিকাংশ ব্যয় বহন করা শর্ত্ত। যদি মুনিবের অর্থ হইতে উহার অর্দ্ধেকের কম ব্যয় বহন করা হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না।

৬। যাহাকে বদলা হজ্জের হুকুম করা হইয়াছে, তাহারই হজ্জ করা শর্ত্ত। যাহাকে বদলা হজ্জে পাঠান হইয়াছে, যদি সে ব্যক্তি

পীড়িত হইয়া অন্য একজন লোককে বদলা হজ্জ করিতে অছিয়ত করে,তবে জায়েজ হইবে না, এবং তাহারা উভয়েই উক্ত টাকার দায়ী হইবে। কিন্তু যদি মুনিব বলিয়া থাকে যে, যাহা তোমারা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবে, তবে উহা জায়েজ হইবে।

৭। যদি কেহ বলিয়া থাকে যে, অমুক ব্যক্তি ব্যতীত কেহ যেন আমার বদলা হজ্জ না করে, তবে সে ব্যক্তি মরিয়া গেলেও অন্যের দ্বারা বদলা হজ্জ করান জায়েজ হইবে না। আর যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি যেন আমার বদলা হজ্জ করে, তবে সেই লোকটি মরিয়া গেলে অন্যের দ্বারা বদলা হজ্জ করান জায়েজ হইবে।

৮। হজ্জের বেতন বা পারিশ্রমিক দেওয়ার শর্ত্ত না করা। যদি কেহ বলে যে, আমি বদলা হজ্জ করানোর জন্য তোমাকে এত টাকার চাকর নির্দ্দিষ্ট করিলাম তবে উহা জায়েজ হইবে না। কেবল এইটুকু বলিতে হইবে যে, আমি তোমাকে বদলা হজ্জের হুকুম করিলাম।

৯। সওয়ারি অবস্থায় হজ্জ করা বদলা হজ্জের একটি শর্ত্ত। যদি কেহ অধিকাংশ পথ পদব্রজে চলিয়া গিয়া হজ্জ করে, তব উহা জায়েজ হইবে না। যদি মৃতের এক তৃতীয়াংশ অর্থ সওয়ারির খরচের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে উপরোক্ত হুকুম হইবে। আর যদি তাহার এক তৃতীয়াংশ অর্থে উক্ত ব্যায় সঙ্কুলান না হয়, তবে তাহার অর্থে যে পরিমাণ পথ সওয়ারিতে যাওয়া সম্ভব হয়, সেই পরিমাণ পথ সওয়ারিতে যাওয়া ওয়াজেব হইবে।

১০। যদি তাহার এক তৃতীয়াংশ অর্থে সঙ্কুলান হয়, তবে তাহার বাটী হইতে বদলা হজ্জ করার লোক পাঠান ওয়াজেব। আর যদি নির্দ্দিষ্ট অর্থে উক্ত ব্যায় সঙ্কুলান না হয়, তবে যে স্থান হইতে লোক পাঠান সম্ভব হয়, সেই স্থান হইতে লোক পাঠইতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ করিতে রওয়ানা হইয়া পথের মধ্যে মরিয়া

যায় এবং বদলা হজ্জের অছিয়ত করিয়া যায়, তবে তাহার বাটী হইতে লোক পাঠাইতে হইবে।

১১। যদি মৃত ব্যতীত অন্য স্থান হইতে বদলা হজ্জ করানর অছিয়ত করিয়া থাকে, কিম্বা তাহার অর্থের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা তাহার বাটী হইতে লোক পাঠান সম্ভব হওয়া সত্বেও যে পরিমাণ টাকার অছিয়ত করিয়া গিয়াছে, তদ্দরা বাটী হইতে লোক পাঠান সম্ভব না হয়, তবে অন্য স্থান হইতে লোক পাঠাইলে হজ্জ আদায় হইবে, কিন্তু সেই ব্যক্তি গোনাহগার হইবে- কেননা তাহার পক্ষে বাটী হইতে লোক পাঠান এবং ইহার অছিয়ত করা ওয়াজেব ছিল।

১২।একজন খোরাছানি লোক মক্কা শরিফে মৃত্যু প্রাপ্ত হইল এবং বদলা হজ্জের অছিয়ত করিয়া গেল এক্ষেত্রে খোরাছান হইতে বদলা হজ্জের লোক পাঠাইতে হইবে।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, অছিয়তকারীর শহর হইতে বদলা হজ্জের লোক পাঠান ওয়াজেব। এক্ষেত্রে যদি কোন অছি অন্য শহর হইতে বদলা হজ্জের লোক পাঠাইয়া দেয় তবে সে মুনিবের টাকার দায়ী হইবে, কারণ হজ্জটী তাহার নিজের হইবে এবং মুনিবের জন্য দ্বিতীয় বদলা হজ্জ করাইতে হইবে। কিন্তু যদি উভয় শহরের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান হয় যে, প্রভাতে এক শহর হইতে রওয়ানা হইয়া দ্বিতীয় শহরে পৌঁছিয়া পুণরায় রাত্রির অগ্রে প্রথম শহরে পৌঁছিতে পারে, তবে অছি টাকার দায়ী হইবে না।

১৩। যদি মৃতের এক তৃতীয়াংশ অর্থ দ্বারা বাটী হইতে লোক পাঠান সম্ভব না হয়, এজন্য অছি বোম্বাই হইতে বদলা হজ্জের লোক পাঠাইল কিন্তু হজ্জ করানোর পরে বুঝা গেল যে, যে টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তদ্বারা বর্ধমান কিম্বা কানপুর হইতে লোক পাঠান সম্ভব হইত, তবে উক্ত টাকার দায়ী হইবে এবং দ্বিতীয়বার বর্দ্ধমান কিম্বা কানপুর হইতে লোক পাঠান ওয়াজেব হইবে।

১৪। যে ব্যক্তি বদলা হজ্জের অছিয়ত করিয়া হজ্জের পথে মরিয়া যায়, যদি তাহার কয়েকটি বাটী থাকে, তবে যে বাড়ীটি মক্কা শরিফের নিকটবর্ত্তী হয়, তথা হইতে লোক পাঠাইতে হইবে। আর যদি তাহার কোন বাটী না থাকে, তবে যে স্থানে মরিয়া থাকে, তথা হইতে লোক পাঠাইতে হইবে।

১৫। মুনিবের পক্ষে যে স্থানটি এহরামের মিকাত স্থিরীকৃত হইয়াছে, নায়েবের পক্ষে ঠিক সেই মিকাত এহরাম বাঁধা একটি শর্ত্ত, হিন্দুস্তান বা বঙ্গদেশের কোন লোক বদলা হজ্জ করিতে গেলে তাহার পক্ষে লাম্‌লাম পর্ব্বতের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে জাহাজের মধ্যে এহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজেব। যদি সে ব্যক্তি বেশী দিবস হজ্জের এহরাম বাঁধিয়া থাকা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া জাহাজে ওমরার এহরাম বাঁধে, পরে হজ্জের পুর্ব্বে মক্কা শরিফ হইতে এহরাম বাঁধিয়া হজ্জ করিতে যায়, তবে উক্ত বদলা হজ্জ জায়েজ হইবে না এবং নায়েব উক্ত টাকার দায়ী হইবে।

অবশ্য যদি মুনিব নায়েবকে বলে যে, হয় তুমি প্রথমে হজ্জ কর, না হয় প্রথমে ওমরাহ করিয়া পরে হজ্জ কর, না হয় উভয়টী এক সঙ্গে কর, তবে উহা জায়েজ হইবে। নচেৎ যদি প্রথমে জেদ্দায় যাওয়ার নিয়ত করে এবং বিনা এহরামে তথায় চলিয়া যায়, পরে বিনা এহরামে মক্কায় চলিয়া যায়, অবেশেষে হজ্জের সময় কোন মিকাতের নিকট উপস্থিত হইয়া হজ্জের এহরাম বাধিয়া আসে, তবে উক্ত হজ্জ জায়েজ হইবে। আর যদি জাহাজ হইতে হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধিয়া মক্কা শরিফে যায় এবং সেই অবস্থায় হজ্জ করে, তবে নিঃসন্দেহে উহা জায়েজ হইবে-লোঃ টীকা ২৫৩ শাঃ ২—১৬৮।

১৬। উক্ত হজ্জটী ফাছেদ না করা একটী শর্ত্ত। যদি উক্ত নায়েব এহরাম বাঁধিয়া আরফাতে দাঁড়াইবার অগ্রে স্ত্রীসঙ্গম করে তবে উক্ত হজ্জটী নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সে ব্যক্তি মুনিবের টাকার

দায়ী হইবে, আর যদিও দ্বিতীয় বৎসরের উক্ত বদলা হজ্জটীর কাজা করে, তবু উহা জায়েজ হইবে না।-লোঃ টীকা, ২৫৩ শাঃ ২-২৬০/২৬৮।

১৭। মুনিব বা অছি এফরাদ, কেরান ও তামাত্তো—এই তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে যে প্রকার করিতে হুকুম করিয়া থাকেন, সেই প্রকার হজ্জ করাই একটি শর্ত্ত। কেবল হজ্জ করাকে এফরাদ বলা হয়, একই এহরামে হজ্জ ওমরাহ করাকে কেরান বলা হয়, এবং পৃথক পৃথক এহ্‌রাম হজ্জ ওমরাহ্ করাকে তামাত্তো বলা হয়।

যদি মুনিব নায়েবকে কেবল হজ্জ করিতে বলে, কিন্তু নায়েব হজ্জ এবং ওমরাহ্ একই এহরাম বা দুই এহরামে মুনিবের জন্য করে, তবে উক্ত বদলা হজ্জ জায়েজ হইবে না এবং নায়েব মুনিবের টাকার দায়ী হইবে। অবশ্য যদি মুনিব তাহাকে হজ্জ এবং ওমরা উভয় করিতে বলিয়া দেয়, কিম্বা এ সম্বন্ধে যাহা করা সঙ্গত, তাহা সম্পূর্ণ তার নায়েবের উপর অর্পণ করে, তবে কেরান বা তামাত্ত জায়েজ হইবে। যদি মুনিব হজ্জ করিতে বলে, আর নায়েব প্রথমে তাহার জন্য হজ্জ করিয়া লয়, তৎপরে নিজের জন্য ওমরা করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, কিন্তু ওমরা আদায় কালের ব্যয়টি নায়েবের নিজ হইতে যাইবে। ইহা শামির মত, কিন্তু লোবাবের টীকায় আছে যে, হজ্জ শেষ করিয়া যে কয়েকদিবস মক্কা শরিফে থাকিতে হয়, উহা কাফেলা রওয়ানা হইতে বিলম্ব হওয়ায় হইয়া থাকে। সেই অবকাশে নায়েব নিজের বা অন্যের জন্য ওমরা করিলে, এক্ষেত্রে এই বিলম্ব করার জন্য যে ব্যয় পড়িবে, তাহা মুনিবের ব্যয় বলিয়াই ধর্ত্তব্য হইবে।

আর যদি নায়েব প্রথমে নিজের ওমরাহ করিয়া পরে মুনিবের হজ্জ আদায় করে, তবে উক্ত হজ্জ জায়েজ হইবে না। লোঃ টীকা ২৫৩/২৫৪। শাঃ ২-২৬০।

মনে রাখা উচিৎ, মুনিবকে ইহা বলা উচিত যে, নায়েব নিজের জ্ঞান মত হজ্জ এবং ওমরাহ যে ভাবে করিতে চাহে করিবে, এক্ষেত্রে হজ্জ জায়েজ হওয়ার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

১৮। একই হজ্জের এহরাম করা শর্ত্ত। যদি নায়েব এহরাম কালে প্রথমে মুনিবের হজ্জের নিয়ত করে, তৎপরে নিজের হজ্জের নিয়ত করে, তবে উক্ত বদলা হজ্জ জায়েজ হইবে না, কিন্তু যদি নিজের হজ্জের নিয়ত পরিত্যাগ করে, তবে উহা জায়েজ হইবে। আর যদি প্রথমে নিজের হজ্জের নিয়ত করে, তৎপরে মুনিবের হজ্জের নিয়ত করে, তবে নিজের হজ্জের নিয়ত ত্যাগ করিলেও উহা জায়েজ হইবে না। আর যদি এক সঙ্গে উভয়ের হজ্জের নিয়ত করিয়া নিজের হজ্জের নিয়ত ত্যাগ করে তবে এমাম আবুহানিফা রহমতুল্লাহ আল্লায়হের মতে উহা জায়েজ হইবে।

১৯। একজনের জন্য হজ্জের এহরাম বাঁধা একটী শর্ত্ত। যদি দুইজন মুনিব একজন নায়েবকে বদলা হজ্জ করিতে হুকুম করিয়া থাকে, আর উক্ত নায়েব উভয় মুনিবের হজ্জের জন্য এহরাম বাঁধিয়া থাকে, তবে উহা নায়েবের হজ্জ হইয়া যাইবে এবং উক্ত নায়েব উভয় মুনিবের টাকার দায়ী হইবে। আর যদি একজনের হজ্জের জন্য এহরাম বাঁধে, তবে তাহার হজ্জ হইয়া যাইবে এবং অন্যের টাকার দায়ী হইবে। আর যদি কেবল হজ্জ করার জন্য এহরাম বাঁধিয়া থাকে, কিন্তু কাহারও নাম না লইয়া থাকে, তবে তাওয়াফ এবং আরফাতে দাঁড়ানোর অগ্রে উভয়ের মধ্যে একজনকে নির্দ্দিষ্ট করিলে তাহারই হজ্জ হইয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় মুনিবের টাকার দায়ী হইবে। আর যদি এইরূপ নিয়ত করে যে, আমি আমার উভয় মুনিবের মধ্যে একজনের জন্য এহরাম বাঁধিলাম এবং লাব্বায়কা বলিলাম, এক্ষেত্রেও যদি সে ব্যক্তি তাওয়াফ ও আরফাতে দাঁড়ানোর অগ্রে কোন একজনের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলে, তবে তাহারই হজ্জ হইয়া যাইবে। এবং এই নায়েব অন্য মুনিবের টাকার দায়ী হইবে।

২০। নায়েব এবং মুনিব উভয়ে মুছলমান হওয়া একটী শর্ত্ত। কাফেরকে বদলা হজ্জের নায়েব করিলে, হজ্জ হইবে না এবং কাফের মুনিবের বদলা হজ্জ করিলে জায়েজ হইবে না।

২১। উভয়ে বুদ্ধিমান হওয়া একটী শর্ত্ত। পাগলকে বদলা হজ্জের নায়েব করিলে হজ্জ জায়েজ হইবে না। যে পাগলের হজ্জের উপযুক্ত টাকা হইয়াছে, তাহার পক্ষ হইতে বদলা হজ্জ করা জায়েজ হইবে না। অবশ্য যদি কেহ পাগল হওয়ার পূর্ব্বে হজ্জের উপযুক্ত হইয়া থাকে, তৎপরে পাগল অবস্থায় তাহার অলি তাহার পক্ষ হইতে কোন লোকের দ্বারা বদলা হজ্জ করায়, তবে উহা জায়েজ হইবে।

২২। নায়েবের বালেগ হওয়া একটী শর্ত্ত। যদি বোধহীন নাবালেগের দ্বারা বদলা হজ্জ করান হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না। যে নাবালেগটী বালেগ হওয়ার নিকট হইয়াছে, তাহাকে বদলা হজ্জের নায়েব করিলে উহা জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। দোর্রোল মোখতার ও শামি প্রণেতা ইহা জায়েজ বলিয়াছেন, কিন্তু লোবাবের টীকায় আছে যে, ইহা জায়েজ না হওয়াই সহিহ মত।

২৩। হজ্জটী ফওত না হওয়া একটি শর্ত্ত। যদি নায়েবের নিজের শৈথিল্য বশতঃ হজ্জ ফওত হইয়া থাকে, তবে উক্ত নায়েব মুনিবের টাকার দায়ী হইবে, আর যদি নায়েব নিজের অর্থ দ্বারা পর বৎসর মুনিবের পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় করে, তবে উহা জায়েজ হইবে। আর যদি পীড়া ইত্যাদি কারণে হজ্জ ফওত হইয়া থাকে, তবে উক্ত নায়েব টাকার দায়ী হইবে না, কিন্তু আয়েন্দা সনে মুনিবের পক্ষ হইতে নিজের অর্থে হজ্জ করিয়া দিবে।

উপরোক্ত শর্ত্তগুলি ফরজ হজ্জ সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আর নফল হজ্জের বদলা করিতে গেলে, কেবল নায়েবের মুছলমান বুদ্ধিমান ও বালেগ বা বালেগার নিকট বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া শর্ত্ত। আর

মুনিবের পক্ষ হইতে বদলা হজ্জের নিয়ত করাও একটী শর্ত্ত। আর উক্ত হজ্জের পারিশ্রমিক দেওয়ার শর্ত্ত না করা একটী শর্ত্ত।

(মস্‌লা) যে স্বাধীন পুরুষ লোক হজ্জের মস্‌লা সম্বন্ধে আলেম হয়, তাহাকে বদলা হজ্জের নায়েব করাই উত্তম।

(মস্‌লা) যে ব্যক্তি মক্কা শরিফে থাকিয়া যাইবে, তাহাকে বদলা হজ্জের নায়েব করিলে জায়েজ হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে তাহাকেই নায়েব করা উত্তম।

(মস্‌লা) নায়েবকে যে বৎসর বদলা হজ্জ করিতে পাঠান হইয়াছে, যদি সে ব্যক্তি উহার পর বৎসর উক্ত হজ্জ আদায় করে তবে জায়েজ হইবে।

(মস্‌লা) যদি কোন ব্যক্তি একজনকে অছিয়ত করিয়া যায় যে, যেন তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করান হয়, তবে উক্ত অছি নিজে বদলা হজ্জের নায়েব হইতে পারে। আর যদি যাহাকে অছিয়ত করিয়া যায়, সে ব্যক্তি ওয়ারেস হয়, তবে অন্যান্য ওয়ারেসের বিনা অনুমতি নায়েব হইলে, উহা জায়েজ হইবে না।

আর যদি কোন ওয়ারেসকে হজ্জের টাকা দিয়া যায়, কিন্তু ওয়ারেসগণের মধ্যে কেহ নাবালেগা বা অনুপস্থিত থাকে, তবে তাহার নয়েব হওয়া জায়েজ হইবে না।

যদি কেহ কোন অছিকে বলিয়া যায় যে, যে ব্যক্তি আমার বদলা হজ্জ করিতে চাহে, তাহকে টাকা দিও, তবে উক্ত ওছিকে নায়েব হওয়া জায়েজ হইবে না।

(মস্‌লা) যদি কোন স্ত্রীলোক, গোলাম বা দাসীকে বদলা হজ্জের নায়েব করা হয়, তবে হজ্জ জায়েজ হইয়া যাইবে, কিন্তু মকরুহ্ তঞ্জিহি হইবে।

(মস্‌লা) যে ব্যক্তি নিজে হজ্জের উপযুক্ত কিন্তু এখনও নিজের ফরজ হজ্জ আদায় করে নাই, তাহাকে বদলা হজ্জের নায়েব

করিলে, হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু এইরূপ নায়েবের পক্ষে লোকের বদলা হজ্জের নায়েব করা মকরূহ তঞ্জিহি হইবে।

আর যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করে নাই, এবং তাহার উপর হজ্জ ফরজ নহে, সেই ব্যক্তি অন্যের বদলা হজ্জ করিতে গেলে জায়েজ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার নিজের উপর হজ্জ ফরজ হইবে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

মুফতি আবু দাউদ ও সৈয়দ অহম্মদ বাদশাই বলিয়াছেন, মক্কা শরিফে দাখিল হওয়ার কারণে তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লামা আব্দুল গণি নাবেলছি ফৎওয়া দিয়াছেন যে, তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না এবং তিনি এ সম্বন্ধে একখানা কেতাব লিখিয়াছেন, উহাতে তিনি লিখিয়াছেন, যে ফকির পরের বদলা হজ্জের জন্য মক্কা শরিফে গিয়াছে, যদি তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইয়া যায়, তবে সেই বৎসরে সে ব্যক্তি নিজের হজ্জ আদায় করিতে পারিবে না। কেননা সে ব্যক্তি একজন মুনিবের টাকা লইয়া বিদেশে গিয়াছে, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি উক্ত মুনিবের পক্ষ হইতে এহরাম বাঁধিবে এবং হজ্জ করিবে।

উপরোক্ত অবস্থায় হয় তাহাকে আর এক বৎসর মক্কা শরিফে থাকিয়া ও নিজের স্ত্রী পুত্রগণকে দেশে ছাড়িয়া নিজের হজ্জ আদায় করিতে হইবে, ইহা মহা কষ্টকর বিষয়। না হয় দেশে ফিরিয়া গিয়া আয়েন্দা সনে তাহাকে পুনরায় হজ্জ করিতে যাইতে হইবে, ইহাও মহা অসাধ্য ব্যাপার। এই জন্য তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না।

যে ফকির পদব্রজে চলিয়া গিয়া মক্কা শরিফে পৌঁছিয়া থাকে, তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে, কিন্তু যে ফকির পরের বদলা হজ্জে যাইতেছে, তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইতে পারে না, যেহেতু সে ব্যক্তি, পরের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়াছে।

নহজোন নাজাতে আছে যে, এইরূপ ফকির মক্কা শরিফে দাখিল হইবে, তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না। শামি, ২/৩৯৪/৩৯৫।

আল্লামা আবেদ সিন্ধী তাওয়ালেয়োর আনওয়ারে' লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি মক্কা শরিফে দাখিল হয়, তাহার উপর হজ্জ এবং ওমরাহ্ উভয়ের মধ্যে কোন একটি ফরজ হইবে, বিনা ক্ষমতায় হজ্জ ফরজ হইতে পারে না, আর যে ফকির বদলা হজ্জ করিতে যায়, সে ব্যক্তির পক্ষে সেই বৎসরে অথবা পর বৎসরে নিজের হজ্জ করার ক্ষমতা নাই, কাজেই তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইবে না, অবশ্য তাহার উপর ওমরাহ ওয়াজেব হইবে।

নায়েব কি কি বিষয়ে মুনিবের টাকা ব্যয় করিতে পারে তাহার বিবরণ

জরুরি বিষয়ে উক্ত টাকা ব্যয় করিতে পারে, খাদ্য সমগ্রী গোশ্‌ত পানি, কাপড়, রেল, স্টিমার ও উটের মাসুল, ঘর ভাড়া, এহরামের দুইখানা কাপড়, মশক, পানিপাত্র, বাসন, রন্ধনের দেগ, চেরাগের তৈল, কাপড় পরিস্কারের সাবান, চৌকিদারের বেতন, ক্ষৌরকারির বেতন ও হাম্মামের খরচ ইত্যাদি বিষয়ে মধ্যম ধরণের খরচ করিতে পারে।

নিজের খরচের টাকাগুলি সঙ্গিদিগের টাকার সহিত মিলিইয়া রাখিতে পারে, কাহারও নিকট আমানত রাখিতে পারে। নিজের খাদ্য বস্তুতে অন্যকে শরিক করিবে না, কোন বস্তু কাহাকেও খয়রাত দিবে না উক্ত টাকা কাহাকেও কর্জ্জ দিবে না, ওজু ও গোসলের পানি খরিদ করিবে না, বরং যদি তাহার নিজের অর্থ না থাকে, তবে তায়াম্মোম করিবে। উক্ত টাকায় ঔষধ ব্যবহার করিবে না।

কোন কোন বিদ্যান বলিয়াছেন, হাজিরা যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, বদলা হজ্জের নায়েব সেই সমস্ত করিতে পারিবে।

ফকিহ্ আবুলাএছ এই মত সমর্থন করিয়াছেন, জখিরা কেতাবে ইহাকে মনোনীত মত বলা হইয়াছে।

যদি মুনিব কিম্বা অছি অথবা ওয়ারেস উপরোক্ত কার্য্যগুলি করে, জায়েজ হইবে।

নায়েব নিজে যে কার্য্য করিতে পারে, উক্ত কার্য্যে খাদেমের বেতন দিবে না, আর নিজে যে কার্য করিতে সক্ষম না হয়, উক্ত কার্য্যে খাদেমের বেতন দিতে পারে।

পথের যাতায়াতের মধ্যম ধরণের খরচ উক্ত টাকা হইতে করিবে।

যদি হজ্জের কার্য্য সমাধা করার পরে কাফেলার অপেক্ষায় মক্কা শরিফে দেরী করে, তবে উহার ব্যয় মুনিবের টাকা হইতে গ্রহণ করা হইবে। আর যদি কাফেলা চলিয়া যাওয়ার পরেও নিজের আবশ্যক মতে তথায় দেরী করে, তবে ইহার ব্যয় নায়েবের নিজের অর্থ হইতে করিতে হইবে।

বদলা হজ্জ করার পরে টাকা কড়ি আসবাব পত্র যাহা কিছু অতিরিক্ত থাকে, তৎসমস্ত ওয়ারেস অথবা অছিকে ফেরত দিতে হইবে, কিন্তু যদি ওয়ারেসগণ নায়েবকে উহা দান করে কিম্বা মৃত ব্যক্তি অতিরিক্ত বস্তু নায়েবকে দান করার অছিয়ত করিয়া গিয়া থাকে, তবে তৎসমস্ত নায়েবের হইবে।

মুনিব কিম্বা ওছি অথবা ওয়ারেসের পক্ষে বদলা হজ্জের নায়েবের প্রতি হজ্জের কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া বলা উচিৎ যে, তুমি হয় কেবল হজ্জ করিও, না হয় হজ্জ ও ওমরা একই এহরাম অর্থাৎ তামাত্তো করিও।

আর নায়েবকে বলা উচিত যে, যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা তোমাকে হেবা করিতে তোমাকে উকিল করিলাম, এক্ষেত্রে নায়েব উহা নিজেকে হেবা করিবে।

(মসলা) মৃতের অছি কিম্বা ওয়ারেস নায়েব যতক্ষণ এহরাম বাঁধিয়া না থাকে, ততক্ষণ তাহার নিকট হইতে বদলা হজ্জের টাকা ফিরাইয়া লইতে পারে।

যদি বিশ্বাসঘাতক করার (খেয়ানতের) জন্য তাহার নিকট হইতে বদলা হজ্জের টাকা ফিরাইয়া লওয়া হয়, তবে উক্ত নায়েবের ফিরিবার পথ খরচ তাহাকেই বহন করিতে হইবে।

আর যদি উক্ত নায়েব দুর্বল ও হজ্জ কার্য্যে অনভিজ্ঞ (বে-এলম) এবং অন্য একজন উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়, তাহার ফিরিবার খরচ মৃতের (মুনিবের) টাকা হইতে দেওয়া যাইবে।

আর যদি বিনা দোষে তাহার নিকট হইতে টাকা ফেরত লওয়া হয়, তবে অছির টাকা হইতে তাহার ফিরিবার খরচ দিতে হইবে।

যদি এহরাম অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করে, তবে সম্পূর্ণ টাকা তাহার নিকট হইতে ফেরত লওয়া হইবে।

(মসলা) যদি কোন নায়েব এহরাম বাধার পরে কোন বাধা পাইয়া হজ্জ করিতে না পারে তবে উহাতে যে কোরবাণি করা ওয়াজেব হয়, তাহার ব্যয় মুনিবের টাকা হইতে করিতে হইবে।

কেরাণ ও তামাত্তো করার শুকরিয়া কোরবাণি এবং কাফ্‌ফারার কোরবাণি নায়েবের টাকা হইতে করিতে হইবে ।

(মসলা) যদি নায়েব আরফাতে দাঁড়াইবার অগ্রে মরিয়া যায় কিম্বা পথিমধ্যে বদলা হজ্জের টাকা চুরি হইয়া যায়, তবে মুনিবের এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি হইতে যাহা কিছু বাকি থাকে, তদ্দারা মুনিবের বাটী হইতে পুনরায় বদলা হজ্জের জন্য লোক পাঠাইতে হইবে। আর যদি উক্ত টাকায় বাটী হইতে লোক পাঠানোর ব্যয় সঙ্কুলান না হয়, তবে যে স্থান হইতে ব্যয় সঙ্কুলান হয় সেই স্থান হইতে লোক পাঠাইতে হইবে।

কাফ্ফারার বিবরণ

যদি কোন এহ্রামকারী কোন দোষের কার্য্য (বিনা ওজরে) করে, তবে গোনাহ হইবে এবং কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে। গোনাহ করার জন্য তওবা করিতে হইবে।

আর ভুলক্রমে অনিচ্ছায় নাজানা বশতঃ বল প্রয়োগে কিম্বা ওজোর বশতঃ কোন দোষের কার্য্য করিলে, কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু গোনাহ হইবে না।

১। যদি কেহ এহ্রাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরে, তবে সমস্ত দিনের বেলা এইরূপ পরিয়া থাকিলে, কিম্বা সমস্ত রাত্রি এইরূপ পরিয়া থাকিলে, তাহার উপর একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। আর একদিনের বা একরাত্রির কম এক ঘন্টাও ঐরূপ করিলে, একসের নয় ছটাক অর্থাৎ অর্ধ-ছা'গম দরিদ্রকে দান করিতে হইবে। আর এক ঘন্টার কম এইরূপ করিলে, একমুষ্টি গম খয়রাত করিতে হইবে। কয়েক দিবস উহা পরিয়া থাকিলে, একটী কোরবাণীই ওয়াজেব হইবে। যদি কেহ উহার পরিবার জন্য কোরবাণি আদায় করিয়া আরও একদিন বা রাত্রি উহা পরিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। এইরূপ যদি কোরবাণী আদায়, করিয়া উহা খুলিয়া ফেলিয়া পুনরায় উহা পরে,তবে কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে।

যদি কোন লোকের একদিবস অন্তর জ্বর হয়, এজন্য সে ব্যক্তি একদিবস উহা ব্যবহার করে, অন্য দিবস উহা খুলিয়া রাখে, তবে তাহার উপর একটী কোরবাণীই ওয়াজেব হইবে।

২। যদি কেহ এহরাম অবস্থায় একদিন কিম্বা একরাত্র সমস্ত মস্তক বা চেহারা ঢাকিয়া রাখে, তবে একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, আর তদপেক্ষা কম সময় উহা ঢাকিয়া রাখিলে, অর্ধ ছা'গম

খয়রাত করিতে হইবে। মস্তক কিম্বা চেহারার এক চুতর্থাংশ ঢাকিয়া রাখিলে, ঐরূপে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

স্ত্রীলোক মস্তক ঢাকিয়া রাখিবে, ইহাতে দোষ হইবে না, কিন্তু বোরকা ইত্যাদি দ্বারা চেহারা ঢাকিলে, উপরোক্ত প্রকার হুকুম হইবে।

৩। পুরুষলোক এহ্‌রাম বাঁধিয়া একদিন কিম্বা একরাত্রি মোজা ব্যবহার করিলে, একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, তদপেক্ষা কম সময় উহা ব্যবহার করিলে, অর্ধ ছা'গম খয়রাত করিবে।

৪। বেশী পরিমাণ সুগন্ধি বস্তু মস্তক, জানু, চেহারা, হাত এইরূপ কোন বড় অঙ্গের এক চতুর্থাংশে লাগিলে, কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। আর এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা কম স্থানে লাগিলে অর্ধ ছা'গম খয়রাত করিতে হইবে। যে পরিমাণ সুগন্ধি বস্তুকে লোকে অধিক পরিমাণ বা অল্প পরিমাণ ধারণা করে, তাহাকেই অধিক বা অল্প পরিমাণ বলিতে হইবে। দুই অঞ্জলি গোলাব ও এক অঞ্জলি মৃগনাভি (মেশ্‌ক) কে অধিক পরিমাণ, তদপেক্ষা কম গোলাব ও মেশককে অল্প পরিমাণ বলা যাইবে। নাক কিম্বা কানের তুল্য ক্ষুদ্র অঙ্গে সুগন্ধি বস্তু লাগাইলে, কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

অল্প পরিমাণ সুগন্ধি বস্তু কোন বড় অঙ্গের সমস্ত অংশে লাগিলে, কোরবাণী করা ওয়াজেব হইবে, আর উহার কতকাংশে লাগিলে, অর্ধ ছা'গম খয়রাত করিতে হইবে।

যদি এহ্‌রাম অবস্থায় একই স্থানে বসিয়া সমস্ত শরীরে সুগন্ধি বস্তু লেপন করে, তবে একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, আর যদি এক এক মজলিশে এক একটী বড় অঙ্গের সমস্ত অংশ সুগন্ধি বস্তু দ্বারা লেপন করে, তবে প্রত্যেক অঙ্গের জন্য এক একটী পৃথক পৃথক কোরবাণী করা ওয়াজেব হইবে। আর যদি কয়েক অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহা লেপন করে, একক্ষেত্রে উহা একত্রিত করিলে একটী পূর্ণ অঙ্গের পরিমাণ হইলে, কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। নচেৎ অর্ধ-ছা'গম খয়রাত করিতে হইবে।

যদি কাপড়ের একবিঘত দীর্ঘ প্রস্থ বিশিষ্ট স্থানে খোশবু লেপন করে, তবে একদিন বা একরাত্রি এইরূপ অবস্থায় থাকিলে, অর্ধ ছা'গম খয়রাত করিবে, আর চারি প্রহর অপেক্ষা কম সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিলে, একমুষ্টি গম খয়রাত করিবে। আর কাপড়ের উপরোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী স্থানে খোশবু লাগাইলে, কোরবাণি ওয়াজেব হইবে। ইহা লোবাবের টীকায় আছে কিন্তু তাহতাবি ও শামিতে আছে, যদি বেশী পরিমাণে খোশবু হয়, তবে উপরোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা কম স্থানে লাগাইলেও কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, আর অল্প খোশবু হইলে, উপরোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী স্থানে না লাগাইলে, কোরবাণী ওয়াজেব হইবে না।

যে কাপড়ে জাফেরান কিম্বা কুসুম রং দ্বারা গাঢ়ভাবে রঞ্জিত করা হয়, চারি প্রহর উহা পরিয়া থাকিলে, কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, চারি প্রহর অপেক্ষা কম সময় উহা পরিয়া থাকিলে, অর্ধ ছা'গম খয়রাত করিবে।

যদি চারি প্রহরকাল বেশী মেশ্‌ক কর্পূর কিম্বা আম্বর তহবন্দ বা চাদরের কিনারায় বাঁধিয়া রাখে, তবে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, তদপেক্ষা অল্প সময় উহা বাঁধিয়া রাখিলে, উক্ত পরিমাণে ছাদ্‌কা ওয়াজেব হইবে। এইরূপ অল্প পরিমাণ মেশক ইত্যাদি বাঁধিয়া রাখিলে, ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে। চামেলি, ফুলেল্স ইত্যাদি তৈল পূর্ণ এক অঙ্গে মালিশ করিলে, কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, নচেৎ ছদকা ওয়াজেব হইবে।

যদি জয়তুন কিম্বা তিলের তৈল বেশী পরিমাণ শরীরে মালিশ করে, তবে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, অল্প পরিমাণ ছদকা ওয়াজেব হইবে।

উক্ত উভয় প্রকার তৈল খাইলে বা ঔষধ ভাবে ব্যবহার করিলে কাফফারা ওয়াজেব হইবে না।

সুগন্ধি ছোরমা তিনবার চক্ষে দিলে, কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, দুই একবার ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে।

সুগন্ধি দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বা সুগন্ধি শরবত পান করিলে, যদি মুখপূর্ণ হইয়া যায়, তবে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, নচেৎ ছদ্‌কো ওয়াজেব হইবে।

আর যদি সুগন্ধি বস্তু কোন খাদ্য সামগ্রীর সহিত রন্ধন করা হয়, তবে উহা খাইলে কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে না।

৫। যদি কেহ মস্তকের কেশ সম্পূর্ণ কিম্বা এক চতুর্থাংশ মুণ্ডন করে কিম্বা কাটিয়া ফেলে, তবে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, এক চতুথাংশের কমে ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে। এইরূপ কেহ দাড়ি মুণ্ডন করিলে বা ছাটিলে, কোরবাণী বা ছদ্‌কার অবস্থা বুঝিতে হইবে।

যদি কেহ কতক বা সম্পূর্ণ গোফ মুণ্ডন করে বা তুলিয়া ফেলে, তবে ছদ্‌কা দিতে হইবে।

যদি ঘাড়ের সমস্ত চুল মুণ্ডন করে, তবে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, কতক চুল মুণ্ডন করিলে, ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে। যদি কেহ দুই একটী বোগলের চুল তুলিয়া ফেলে বা মুণ্ডন করে, তবে কোরবাণি ওয়াজেব হইবে।

ছিনা, জানু, উরু, কিম্বা বাজুর লোম মুণ্ডন করিলে, কোরবাণী ওয়াজেব হইবে, প্রত্যেক অঙ্গের কতক লোম মুণ্ডন করিলে, ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে।

যদি কেহ একই মজলিশে মস্তক, দাড়ি ,উভয় বোগল এবং সমস্ত শরীরের লোম মুণ্ডন করে, তবে একই কোরবাণি ওয়াজেব হইবে। আর যদি পৃথক পৃথক মজলিশে বসিয়া পৃথক পৃথক স্থানের লোম মুণ্ডন করে, তবে পৃথক পৃথক কাফফারা ওয়াজেব হইবে।

যদি কেহ মস্তক মুণ্ডন জনিত অপরাধের জন্য কোরবাণি আদায় করিয়া সেই মজলিশে পুনরায় দাড়ি মুণ্ডন করে তবে অন্য একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

যদি মস্তকের এক চতুর্থ অংশে করিয়া চারি মজলিশে চারি অংশ মুণ্ডন করে, তবে এক কোরবাণি করিতে হইবে।

ওজু করিতে কিম্বা চুল কাটাইতে গেলে যদি মস্তকের চুল কিম্বা দাড়ি উঠিয়া যায়, তবে প্রত্যেক চুলে ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে বা এক জন দরিদ্রকে খাওয়াইবে।

৬। যদি কেহ এক মজলিশে দুই হাতের ও পায়ের নখ কাটিয়া ফেলে কিম্বা এক হাতে বা এক পায়ের নখ কাটিয়া ফেলে, তবে কোরবাণি ওয়াজেব হইবে।

আর যদি এক হাতের কিম্বা এক পায়ের একহাত চারিটি অঙ্গুলীর নখ কাটিয়া ফেলে, তবে প্রত্যেক অঙ্গুলীর বদলে অর্ধ ছা'গম খয়রাত দিতে হইবে।

যদি কেহ এক হাত কিম্বা পায়ের পাঁচটি অঙ্গুলীর নখ কাটিয়া ফেলে যদি ইহা এক মজলিশে করিয়া থাকে, তবে একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে আর দুই মজলিশে ইহা করিয়া থাকিলে, দুইটি কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

যদি কাহারও একটী নখ আঘাত লাগিয়া উঠিয়া যাওয়ায় উহা কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, তবে কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে না।

পাঠক, জানিয়া রাখুন, যদি কেহ এহরাম অবস্থায় বিনা ওজরে শেলাই করা কাপড় পরিয়া থাকে বা খোশবু ব্যবহার করিয়া থাকে কিম্বা চুল মুণ্ডন অথবা নখ কর্ত্তন করিয়া থাকে, তবে কোরবাণী কিম্বা ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে।

আর যদি জ্বর শীত, গরমী জখম, ফোড়া, বেদনা বা অতিরিক্ত উকুন উত্যাদির ওজরের জন্য ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তবে ইচ্ছা করিলে, কোরবাণির পরিবর্ত্তে ছয়জন দরিদ্রকে তিন ছা' অর্থাৎ প্রত্যেক দরিদ্রকে অর্ধ ছা' করিয়া গম খয়রাত দিতে পারে, কিম্বা তিনটী রোজা রাখিতে পারে। প্রত্যেক অর্ধ ছা'গম দানের পরিবর্ত্তে একটি রোজা রাখিতে হইবে।

৭। যদি কেহ আরফাতে দাঁড়াইবার অগ্রে স্ত্রীসঙ্গম করে, তবে তাহার হজ্জ নষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু সে হজ্জের সমস্ত কার্য্য করিবে, হজ্জে যাহা যাহা নিষিদ্ধ, তৎসমুদয় হইতে পরহেজ করিবে এবং একটী ছাগল কোরবাণি করিবে, আয়েন্দা বৎসরে উক্ত হজ্জ কাজা করিবে।

যদি কেহ আরফাতে দাঁড়াইবার পরে এবং মস্তক মুণ্ডন করার ও তাওয়াফে জিয়ারত করার অগ্রে স্ত্রীসঙ্গম করে, তবে তাহার হজ্জ ফাসেদ হইবে না, কিন্তু একটী উট কোরবাণি করিতে হইবে।

আর যদি কেহ তাওয়াফে জিয়ারত করে এবং মস্তক মুণ্ডন করার অগ্রে স্ত্রীসঙ্গম করে, তবে তাহাকে একটী ছাগল কোরবাণি করিতে হইবে।

আর যদি তাওয়াফে জিরাত ও চুল মুণ্ডন করার পরে স্ত্রীসঙ্গ ম করে, তবে কোন খাফফারা ওয়াজেব হইবে না।

যদি কেহ কেরান (হজ্জ এবং ওমরাহ একই এহরামে) করিতে গিয়া ওমরাহ্র তাওয়াফের ও আরফাতে দাঁড়াইবার অগ্রে স্ত্রীসঙ্গম করে, তবে তাহার হজ্জ এবং ওমরাহ ফাসেদ হইয়া যাইবে, তাহার হজ্জ এবং ওমরাহর অবশিষ্ট সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, হজ্জ এবং ওমরাহর এহরমে গোনাহ্ করার জন্য দুইটি কোরবাণি করিতে হইবে এবং আয়েন্দা সনে হজ্জ এবং ওমরাহ্ কাজা করিতে হইবে।

আর যদি ওমরাহ্ তাওয়াফ করার পরে স্ত্রীসঙ্গম করিয়া থাকে, তবে ওমরাহ সহিহ হইবে, কিন্তু হজ্জ ফাসেদ হইয়া যাইবে এবং হজ্জ নষ্ট করার জন্য একটী এবং ওমরাহর এহরামে স্ত্রীসঙ্গম করার জন্য একটী, এই দুইটি কোরবাণি করিতে হইবে এবং হজ্জ কাজা করিতে হইবে।

আর যদি ওমরাহ্র তাওয়াফ করার এবং আরফাতে দাঁড়াইবার পরে এবং মস্তক মুণ্ডন করার অগ্রে স্ত্রীসঙ্গম করে, তবে

হজ্জ এবং ওমরাহ্ ফাসেদ হইবে না, কিন্তু হজ্জের জন্য একটি উট এবং মস্তক মুণ্ডন করার অগ্রে স্ত্রী সঙ্গম করে, তবে হজ্জ এবং ওমরাহ ফাসেদ হইবে না, কিন্তু হজ্জের জন্য একটি উট এবং ওমরাহ্ করার জন্য একটী ছাগল কোরবাণী করিতে হইবে।

আর যদি ওমরাহ্ তাওয়াফ করার পূর্ব্বে এবং আরফাতে দাঁড়াইবার অগ্রে স্ত্রীসঙ্গম করে তবে হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু ওমরাহ ফাসেদ হইয়া যাইবে, কিন্তু হজ্জের জন্য একটী উট এবং ওমরাহ ত্যাগ করার জন্য একটী ছাগল কোরবাণি করিতে হইবে।

আর যদি তাওয়াফে জিয়ারতের পরে ও চুল মুণ্ডন করার অগ্রে স্ত্রীসঙ্গম করে, তবে দুইটি ছাগল কোরবাণী করিতে হইবে।

আর যদি চুল মুণ্ডন করার পরে এবং তাওয়াফের পূর্ব্বে স্ত্রীসঙ্গম করে, তবে একটী উট কোরবাণী করিতে হইবে।

৭। যদি কেহ নাপাক হায়েজ বা নেফাজ অবস্থায় সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ তাওয়াফে জিয়ারত কিম্বা উহার চারি শওত আদায় করে, তবে গোনাহগার হইবে এবং একটী উট কোরবাণী করিতে হইবে, মক্কা শরিফে থাকা অবস্থায় উহা দোহরাইয়া লইবে, তাওয়াফ দোহরাইয়া লইলে, উট কোরবাণী মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি নিজের পরিজনের নিকট পৌঁছিয়া গিয়া থাকে, তবে উহা দোহরাইবার জন্য মক্কা শরিফে ফিরিয়া যাওয়া ওয়াজেব। যদি সে ব্যক্তি মিকাত অতিক্রম করিয়া থাকে, তবে নতুন এহরাম বাঁধিয়া ফিরিতে হইবে, আরযদি উহা অতিক্রম না করিয়া থাকে, তবে পুর্ব্বে এহরাম অবস্থায় ফিরিতে হইবে।

যদি নূতন এহরাম অর্থাৎ ওমরাহর এহরাম বাঁধিয়া ফিরিয়া যায়, তবে প্রথমে এই ওমরাহর তাওয়াফ শুরু করিবে। আর যদি ফিরিয়া না গিয়া একটী উট কোরবাণীর জন্য পাঠাইয়া দেয়, তবে যথেষ্ট হইবে।

যদি কোরবাণীর কোন দিবসে উক্ত তাওয়াফে জিয়ারত দোহরাইয়া লয়, তবে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না, আর যদি কোরবাণির দিবস চলিয়া গেলে, উহা দোহরাইয়া লয়, তবে উট কোরবাণী মাফ হইয়া যাইবে এবং বিলম্ব করার জন্য একটী ছাগল কোরবাণী করিতে হইবে।

যদি নাপাক অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারতের তিন শওত করিয়া থাকে, তবে প্রত্যেক শওতের পরিবর্তে অর্ধ ছা'গম খয়রাত করিবে। আর উক্ত কয়েক শওত দোহরাইয়া লইলে ছাদ্‌কা মাফ হইয়া যাইবে।

যদি কেহ তাওয়াফে জিয়ারত সম্পূর্ণ কিম্বা অধিকাংশ ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে উক্ত এহরাম অবস্থায় ফিরিয়া গিয়া তাওয়াফ করা ওয়াজেব এবং এই তাওয়াফ ত্যাগ করিয়া উট কোরবাণী করিলে জায়েজ হইতে পারে না।

যদি কেহ বেওজু অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত কিম্বা উহার অধিকাংশ শওত করিয়া থাকে, তবে একটী ছাগল কোরবাণী করিতে হইবে, এইরূপ অবস্থায় উহা দোহরাইয়া লওয়া মোস্তাহাব যদি উহা কোরবাণীর কোন দিবস কিম্বা পরে দোহরাইয়া লয়, তবে কোরবাণী মাফ হইয়া যাইবে। আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন কোরবাণীর দিবসের পরে উহা দোহরাইলে, একটী ছাগল কোরবাণী করিতে হইবে।

আর যদি বেওজু অবস্থায় এক দুই কিম্বা তিন শওত করিয়া থাকে তবে প্রত্যেক শওতের পরিবর্তে অর্ধ ছা'গম খয়রাত দিতে হইবে।

৮। যদি কেহ নাপাক অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত এবং পাক অবস্থায় তওয়াফে রোখ্‌ছত করে, এক্ষেত্রে যদি কোরবাণীর কোন দিবসে তাওয়াফে রোখ্‌ছত করিয়া থাকে, তবে এই শেষ

তাওয়াফটি তাওয়াফে জিয়ারতে পরিণত হইবে এবং তাওয়াফে রোখছতের জন্য একটী কোরবাণী করা ওয়াজেব হইবে।

আর যদি দ্বিতীয়বার কোরবাণীর কোন দিবসে তাওয়াফে জিয়ারত দোহরাইয়া লয়, তবে কোন কাফফারা দিতে হইবে না।

আর যদি নাপাক অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত করে, এবং কোরবাণীর দিবস গত হওয়ার পরে তাওয়াফে রোখছত করে, তবে দুইটি ছাগল কোরবাণী করিতে হইবে।

আর যদি নাপাক অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত এবং পাক অবস্থায় তাওয়াফে রোখছত করে, তৎপরে দ্বিতীয়বার তাওয়াফে রোখছত করে' তবে কোরবাণী ওয়াজেব হইবে না। আর যদি বেওজু অবস্থায় তাওয়াফে জিয়ারত এবং পাক এবং ওজু অবস্থায় তাওয়াফে রোখছত করে, এক্ষেত্রে যদি কোরবাণীর দিবস থাকিতে তাওয়াফে রোখছত করে তবে, উহা তওয়াফে জিয়ারতে পরিণত হইবে, তৎপরে যদি দ্বিতীয়বার তাওয়াফে রোখছত করে, তবে কোন কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে না। আর দ্বিতীয়বার তাওয়াফে রোখছত না করিলে একটি কোরবাণী করিতে হইবে।

আর যদি কোরবাণীর দিবস গত হওয়ার পরে একবার তাওয়াফে রোখছত করে, তবে একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

আর যদি কেহ বেওজু অবস্থায় তাওযাফে-জিয়ারত এবং নাপাক অবস্থায় তাওয়াফে রোখছত করে, তবে দুইটি কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

৯। যদি কেহ তাওয়াফে রোখছত কিম্বা উহার চারি শওত ত্যাগ করে, তবে একটী ছাগল কোরবাণী করিতে হইবে যতক্ষণ সে ব্যক্তি মক্কা শরিফে থাকে, ততক্ষণ তাহাকে উক্ত তাওয়াফ করিতে হুকুম দেওয়া যাইবে।

আর যদি উহার তিন শওত ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে প্রত্যেক শওতের পরিবর্তে এক একটী ছদ্‌কা দিতে হইবে।

আর যদি নাপাক অবস্থায় তাওয়াফে রোখছত করিয়া থাকে, তবে একটী ছাগল কোরবাণী করিতে হইবে।

আর বেওজু অবস্থায় উহা করিলে, প্রত্যেক শওতে এক একটী ছদ্‌কা দিতে হইবে।

১০। যদি নাপাক অবস্থায় তাওয়াফে কদুম কিম্বা উহার অধিকাংশ শওত করিয়া থাকে, তবে একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে (কেহ কেহ বলেন, ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে। যদি বেওজু অবস্থায় উহা করে তবে প্রত্যেক শওতের পরিবর্তে এক একটী ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে। কিন্তু যদি উহার মূল্য একটি ছাগলের পরিমাণ হইয়া পড়ে তবে তদপেক্ষা আর্ধ ছা'কম করিয়া ছাদ্‌কা দিবে।

যদি তাওয়াফে কদুম আদৌ না করে, তবে কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে না।

১১। যদি নাপাকে কিম্বা বেওজু অবস্থায় ওমরার তাওয়াফ বা উক্ত তাওয়াফের কোন শওত করিয়া থাকে, তবে একটি ছাগল কোরবাণী করিতে হইবে। আর উহার এক, দুই কিম্বা তিন শওত ত্যাগ করিলে, একটি কোরবাণী করিতে হইবে। যদি সেই কয়েকটি শওত দোহরাইয়া লয়, তবে কোরবাণী মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি ওমরাহ কিম্বা উহার অধিকাংশ শওত ত্যাগ করে, তবে উক্ত তাওয়াফ আদায় করিতে হইবে, ইহার বদলা দিলে জায়েজ হইবে না।

১২। তাওয়াফের দুই রাকায়াত নামাজ ত্যাগ করিলে, কোরবাণী ওয়াজেব হইবে না, যে স্থানে যখন হয় উহা আদায় করিয়া লওয়া ওয়াজেব।

১৩। যদি ছাফা ও মারওয়ায় চলা কিম্বা উহার অধিকাংশ শওত ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে আর যদি কোন ওজরে উহা ত্যাগ করে তবে কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

আর যদি উহার এক, দুই অথবা তিন শওত ত্যাগ করে, তবে প্রত্যেক শওতের পরিবর্ত্তে এক একটী ছদ্‌কা দিবে।

১৪। যদি মোজদালেফাতে উপস্থিত না হয়, তবে একটী কোরবাণী করিতে হইবে। আর যদি পীড়া দুর্ব্বলতা বা স্ত্রীলোক জনতা হেতু তথায় উপস্থিত হইতে না পারে, তবে কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে না।

১৫। যদি কেহ হেরম শরিফের বাহিরে হজ্জ সংক্রান্ত কেরান ও তামাত্তোর শুক্‌রিয়া বা নজর কোরবাণী করে, তবে উহা আদায় হইবে না। বরং অন্য কোরবাণী করিতে হইবে।

যদি কেহ কেরান ও তামাত্তোর শুক্‌রিয়া কোরবাণি কোরবাণির তিন দিবস পরে করে, তবে উহার কাফ্ফারা একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে। যদি কেহ হালাল স্থানে কিম্বা কোরবাণির তিন দিবস পরে চুল মুণ্ডন করে, তবে একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

১৬। যদি কেহ কোরবাণির কোন দিবসের সাত বা ২১টি কাঁকর মারা বা উহার অধিকাংশ ত্যাগ করে, কিম্বা একদিবসের কাঁকর মারা অন্য দিবসে করে, তবে একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে আর যদি উহার অল্পাংশ ত্যাগ করে, তবে প্রত্যেক কাঁকরের পরিবর্ত্তে এক একটি ছদ্‌কা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু যদি এক ছদ্‌কার মুল্য কোরবাণির জীবের মুল্যের সমান হইয়া পড়ে তবে উহার অর্দ্ধ ছা'কমাইয়া দিবে। আর যদি চারি দিবসের মধ্যে কোন দিবসে কাঁকর না মারে, তবে একটী কোরবাণী ওয়াজেব হইবে।

১৭। যদি কেহ কোন আসল স্থলচর পশু যাহা হিংস্র নহে হত্যা করে, তবে উহার মূল্য বদলা দিতে হইবে।

১। যদি ইচ্ছা করে, তবে তদ্দারা একটী জন্তু খরিদ করিয়া মক্কা শরিফে জবাহ্ করিবে।

২। কিম্বা উক্ত মূল্যের খাদ্য সামগ্রী খরিদ করিয়া যে স্থানে ইচ্ছা হয় খয়রাত দিবে, প্রত্যেক দরিদ্রকে অর্ধ ছা' গম কিম্বা এক ছা' খোর্ম্মা বা যব দান করিবে, উক্ত পরিমাণ অপেক্ষা কম দিলে, জায়েজ হইবে না।

৩। কিম্বা প্রত্যেক অর্ধ ছা' গম বা এক ছা' খোর্ম্মার পরিবর্ত্তে এক একটি রোজা করিবে। আর যদি অর্ধ ছা গম কিম্বা এক ছা' যব বা খোর্ম্মা অপেক্ষা কিছু কম মূল্য হয় বা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তবে উহা দান করিবে বা উহার বদলে একটি রোজা রাখিবে। এইরূপ উহা জখম করিলে, উহার লোম ছিড়িয়া লইলে এবং উহার কোন অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে, উহার যে পরিমাণ মূল্য কমিয়া যায়, তাহাই দান করা ওয়াজেব হইবে। উহার পাখনা ছিড়িয়া লইলে, উহার হাত পা কাটিয়া ফেলিলে এবং উহার ভাল ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, প্রথমোক্ত দুই অবস্থায় উক্ত জন্তুর মূল্য এবং শেষোক্ত অবস্থায় ডিমের মূল্য খয়রাত দেওয়া ওয়াজেব।

যদি ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলায় উহার মধ্য হইতে মৃত বাচ্চা বাহির হয়, তবে উক্ত বাচ্চার মূল্য খয়রাত দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

১৮। যে গাছটি নিজে নজে উৎপন্ন হয় এবং লোকে উহা রোপন বা বপন করে না, এইরূপ গাছ কাটিলে, উহার মূল্য খয়রাত দেওয়া ওয়াজেব হইবে, কিন্তু উহা শুকাইয়া গেলে বা পড়িলে উহা কাটিয়া ফেলায় কোন দোষ হইবে না।

আর যদি উহা কোন লোকের অধিকার ভুক্ত হয়, যেরূপ বাবুলের গাছ, কাহারও জমিতে নিজে উৎপন্ন হয়, যদি কেহ উহা

কাটিয়া ফেলে তবে যেরূপ উহার মূল্য দান করা ওয়াজেব হইবে সেইরূপ মালিককে উহার মূল্য দিতে হইবে।

যদি গাছের পাতা ছিড়িয়া লইলে গাছের কোন ক্ষতি না হয়, তবে ইহাতে কাফফারা ওয়াজেব হইবে না।

এইরূপ ফলকের গাছ কাটিলে, কাফ্ফারা ওয়াজেব হইবে না।

এজখার ঘাস ব্যতীত কোন ঘাস কাটিলে, উহার মূল্য দান করা ওয়াজেব হইবে।

১৯। এহরাম অবস্থায় বা হেরম শরিফে একটি পঙ্গপাল মারিলে কিছু গম বা একটি খোর্ম্মা দান করিবে, অনেকগুলি পঙ্গ পাল মারিলে অর্ধ ছা' খোর্ম্মা দান করিবে কিম্বা একটী রোজা রাখিবে।

২০। একটী উকুন মারিলে, কিম্বা মারিবার উদ্দেশ্যে উক্ত উকুনটী বা উহার কাপড়খানি রৌদ্রে নিক্ষেপ করিলে, এক টুকরো রুটি খয়রাত করিবে, দুই বা তিনটি উকুন মারিলে, একমুষ্ঠি গম খয়রাত করিবে, তিনের অধিক উকুন মারিলে, অর্ধ ছা' গম দান করিবে।

মদিনা শরিফের জিয়ারতের বিবরণ

হজরতের (সঃ) কবর শরিফ জিয়ারত করা ক্ষমতাশালী লোকের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম এবাদত, ওয়াজেব এবাদতের নিকট বরং কেহ কেহ উহা ওয়াজেব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদের পক্ষে হজরতের (সঃ) কবর জিয়ারত করা কয়েকটী শর্ত্ত সহ মোস্তাহাব,ইহাই সহিহ মত।

হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার গোরবাসী হওয়ার পরে আমার কবর জিয়ারত করিবে, সে ব্যক্তি যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। আরও তিনি

বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করিবে, তাহার পক্ষে আমার শাফায়াত ওয়াজেব হইবে।

আরও তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করার পর আমার কবর জিয়ারত না করে, সে ব্যক্তি যেন আমার প্রতি অত্যাচার করিল।

(মস্‌লা) হজ্জ ফরজ হইলে প্রথমে হজ্জ করা তৎপরে হজরতের (সঃ) কবর জিয়ারত করা উত্তম, আর ইহার বিপরীত করিলে জায়েজ হইবে। নফল হজ্জ হইলে, হয় অগ্রে হজ্জ করিবে, না হয় অগ্রে হজরতের (সাঃ) কবর জিয়ারত করিবে।

যে সময় কবর জিয়ারতের নিয়ত করিবে, সেই সময় একসঙ্গে মদিনা শরিফে মছজিদ জিয়ারত করার নিয়ত করিবে। জিয়ারতের জন্য রওয়ানা হইয়া পথি মধ্যে বেশী পরিমাণ দরুদ শরিফ পড়িতে থাকিবে বরং জরুরি কার্য্য ভিন্ন সমস্থ সময় দরুদ পড়িতে নিমগ্ন থাকিবে। যতই মদিনা শরিফের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, ততই আগ্রহ ও শওত প্রকাশ করিতে থাকিবে। যদি উটের উপর সওয়ার থাকে তবে উহা সজোরে চালাইবে। মদিনা শরিফ দেখিতে পাইলে দোয়া করিবে ও দরুদ পড়িবে। উহার সন্নিকট হইলে, যদি সক্ষম হয়, তবে সওয়ারি হইতে নামিয়া খালি পায়ে চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে আল্লাহ ও রসুলের জন্য নত হইয়া চলিতে থাকিবে। যতই অধিক পরিমাণ আদব ও সম্মান বজায় করিবে, ততই ভাল।

মদিনা শরিফে দাখিল হওয়ার পূর্ব্বে গোসল করিবে, আর সম্ভব না হইলে মদিনা শরিফে দাখিল হইয়া গোসল করিবে, আর গোসল করিতে না পারিলে, ওজু করিয়া লইবে। তৎপরে পরিস্কৃত কাপড় পরিবে, নূতন কাপড় পরাই ভাল। খোশবু ব্যবহার করিবে। হজরতের কোব্বা ও হোজারার উপর নজর পড়িলে' তাহার বোজর্গী

সম্মান ও মহত্ত্বের কথা ধারনা করিবে। কাজি এয়াজ ও অন্যান্য অলেম বলিয়াছেন, হজরতের কবরের স্থান কা'বা শরিফ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আবু আকিল বলিয়াছেন, উক্ত স্থান আরশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শহরের দরওয়াজায় দাখিল হইয়া পড়িবে,—

بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِىْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ وَاَهْلَ طَاعَتِكَ وَانْقِذْنِىْ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْلِىْ وَوَارْحَمْنِىْ يَا خَيْرَ مَسْئُوْلٍ *

"আল্লাহ্ তায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি), আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, (তাহাই হইবে)। আল্লাহতায়ালার তওফিক ব্যতীত (এবাদতের) শক্তি হইতে পারে না। হে আমার প্রতি পালক, আমাকে সত্য ভাবে দাখিল কর এবং সত্য ভাবে আমাকে বাহির কর। ইয়া আল্লাহ্ তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরওয়াজা খুলিয়া দাও, তোমার রসুল সাল্লাল্লাহো আলায়হের জিয়ারত দ্বারা আমাকে উক্ত দরজা দাও, যাহা তোমার অলিগণকে এবং এবাদাতকারিগণকে দিয়াছ। তুমি আমাকে দোজখ হইতে রক্ষা কর। তুমি আমাকে মাফ এবং আমার প্রতি রহমত কর হে ছওয়ালের শ্রেষ্ঠ তম স্থান।"

মদিনা শরিফে দাখিল হইয়া প্রথমে মছজিদে দাখিল হইবে, দাখিল হওয়া কালে প্রথমে ডাহিন পা রাখিবে এবং বলিবে,—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ *

"ইয়া আল্লাহ তুমি, মোহাম্মদ (সঃ) ও তাঁহার আওলাদ এবং তাঁহার সাহাবাগণের প্রতি কামেল রহমত নাজিল কর ও ছালাম নাজিল কর। ইয়া আল্লাহ্ তুমি আমার জন্য আমার গোনাহ্ সমুহ মাফ কর এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরওয়াজা খুলিয়া দাও।"

বাবে জিবরাইল কিম্বা বাবুছ ছালাম দিয়া মছজিদে দাখিল হইবে। মছজিদে দাখিল হইয়া হজরতের কবর ও মিম্বরের মধ্যস্থ্ পাক রওজা শরিফে পৌঁছিয়া তাহিয়াতোল মছজিদ নামাজ পড়িবে। এই দুই রাক্য়াত নামাজের প্রতম রাক্য়াতে সুরা কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরা এখলাছ পড়িবে। হজরতের নামাজগাহে উক্ত দুই রাক্য়ত নামাজ পড়াই উত্তম। মিম্বরের নিকটস্থ্ মেহরাবের দিকে হজরতের নামাজগাহ্ ছিল। আর যদি মেহরাবের দিকে নামাজ পড়িতে সুযোগ না পায়, তবে উক্ত স্থানের এবং মিম্বরের নিকট নিকট স্থানে নামাজ পড়িবে, আর ইহার সুযোগ না হইলে, রওজার কোন স্থানে পড়িবে। উক্ত নামাজের ছালাম ফিরিয়া খোদার শোকর, প্রশংসা ও তারিফ করিবে।

যদি মছজিদে দাখিল হওয়ার সময় ফরজ নামাজ আরম্ভ হইয়া থাকে কিম্বা তাহিয়াতোল মছজিদ পড়িতে গেলে, ফরজ নামাজ ফওত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে ফরজ নামাজ আরম্ভ করিবে, ইহাতেই তাহিয়াতোল মছজিদ আদায় হইয়া যাইবে।

তৎপরে হজরতের পাক কবরের দিকে ফিরিবে, মনকে দুনইয়ার সমস্ত কার্য্য হইতে পরিস্কার করিবে, সম্পূর্ণরূপে সেই দিকে মনোনিবেশ করিবে, বিনীত ও ভীত ভাবে, শান্তি সহ আদবের সহিত

চক্ষু নত ও মন বিশুদ্ধ করিয়া স্থির অচল ভাবে, ডাহিন হাতকে বাম হাতের উপর রাখিয়া কা'বার দিকে পিঠ ফিরাইয়া গোর শরিফের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে। কবরের শিরোদেশের নিকটস্থ খুঁটির চারি হাত দূরে দাঁড়াইয়া। জমির দিকে পিঠ ফিরিইয়া গোর শরিফের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে। কবরের শিরোদেশের নিকটস্থ খুঁটির চারি হাত দূরে দাঁড়াইবে। জমির দিকে বা হোজরা শরিফের নীচের দিকে নজর রাখিবে, তথাকার নক্‌শা ইত্যাদির দিকে নজর রাখিবে না, নিজের খেয়ালে হজরতের মোবারক চেহরা অঙ্কিত করিয়া লইবে, আর ইহা ধারণা করিবে যে, হাবিবে পাক (সাঃ) তোমার উপস্থিত দাড়ান ও ছালাম করা অবগত আছেন, তাঁহার বোজর্গী, মহত্ত্ব, এজ্জত ও উচ্চ দরজার কথা লক্ষ্য করিয়া অন্তরের ভক্তি ও লজ্জা সহ যেন উচ্চ শব্দ না হয় এবং চুপে চুপে না হয়, মাধ্যম ধরণের আওয়াজে ছালাম করিবে,—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ *

"আছ্‌ছালামো আলায়কা আইয়ো হান্নবিয়ো অরহমাতুল্লাহে বারাকাতুহ্।"

কোন কোন বিদ্বান্ ইহার পরে নিম্নোক্ত কথাগুলি যোগ করিতে বলিয়াছেন,—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرًا خَلْقِ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

يَا مُبَشِّرَ الْمُحْسِنِيْنَ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى آلِكَ وَاَهْلِ بَيْتِكَ وَاَصْحَابِكَ اَجْمَعِيْنَ وَسَائِرِ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ مَا جَزَاى بِهٖ رَسُوْلاً عَنْ اُمَّتِهٖ وَنَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ اَزْكٰى وَعَلٰى وَاَنْمٰى صَلَاةٍ صَلَّاهَا عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ . اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَخَيْرَتُهٗ مِنْ خَلْقِهٖ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَاَتَمَمْتَ الْحُجَّةَ وَجَاهَدْتَ فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتّٰى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ وَصَلَاةُ اللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَجَمِيْعِ خَلْقِهٖ مِنْ اَهْلِ سَمٰوَاتِهٖ وَاَرْضِهٖ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ آتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا بِالَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاَعْطِهِ الْمَنْزِلَ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ وَنِهَايَةَ مَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَّسْئَلَهُ السَّائِلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ اَللّٰهُمَّ فَثَبِّتْنَا عَلٰى ذَالِكَ وَلَا تَرُدَّنَا عَلٰى اَعْقَابِنَا . رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰبَائِنَا وَلِاُمَّهَاتِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَ بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .

رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هٰذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِقَبْرِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَارْزُقْنَا الْعَوْدَ اِلَيْهِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام *

আর যদি সময়ের অল্পতা কিম্বা উক্ত দোওয়া স্মরণ করিতে না পারে, তবে 'আছ্ছলামো আলায়কা ইয়া রছূলাল্লাহ্' এই দোওয়াটী বারম্বার পড়িতে থাকিবে, আর যদি কেহ হজরতকে ছালাম পৌঁছিয়া দিবার অছিয়ত করিয়া থাকে, তবে বলিবে,-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانِ بِنْ فُلَانٍ *

"আছ্ছালাম আলয়কা ইয়া রসুলাল্লাহে মেন ফোলানেবনে ফোলানেন।" "ফোলানেবনে ফোলানেন" স্থলে তাহার নাম ও তাহার পিতার নাম লইবে।

তৎপরে এক হাত ডাহিন দিকে হাটিয়া হজরত আববুকর ছিদ্দিকের (রাঃ) রওজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِى الْغَارِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَفِيْقَهٗ فِى الْاَسْفَارِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْنَهٗ فِى الْاَسْرَارِ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزَاىِ اِمَامًا عَنْ اُمَّةِ نَبِيِّهٖ وَلَقَدْ خَلَفْتَهٗ بِاَصْدَقِ خَلَفٍ وَسَلَكْتَ طَرِيْقَهٗ وَمِنْهَاجَهٗ خَيْرَ مَسْلَكٍ وَقَاتَلْتَ اَهْلَ الرِّدَّةِ وَالْبِدَعِ وَمَهَّدْتَ الْاِسْلَامَ وَوَصَلْتَ الْاَرْحَامَ وَلَمْ تَزَلْ قَائِمًا لِلْحَقِّ وَنَاصِرًا لِاَهْلِهٖ حَتّٰى اَتَاكَ الْيَقِيْنُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ . اَللّٰهُمَّ اَمِتْنَا عَلٰى حُبِّهٖ وَلَا تُخَيِّبْ سَعْيَنَا فِى زِيَارَتِهٖ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

তৎপরে আর এক হাত হাটিয়া হজরত ওমার (রাঃ) এর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে,—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَمَلَ اللّٰهِ بِهِ الْاَرْبَعِيْنَ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا استجاب اللّٰه فيه دعوة خاتم النبين . السلام عليك يا من اَظْهَرَ اللّٰهُ بِهِ الدِّيْنِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَعَزَّ اللّٰهِ بِهِ الدِّيْنِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَشَ حَمِيْدًا وَّخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا شَهِيْدًا . جَزَاكَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيِّهِ وَخَلِيْفَتِهِ وَاُمَّتِهِ خَيْرًا . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ *

তৎপরে আধহাত বাম দিকে হাটিয়া হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও হজরত ওমার ফারুক (রাঃ)র মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিবে,—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيْعِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفِيْقَيْهِ وَ وَزِيْرِيْهِ وَمُشِيْرِيْهِ وَالْمُعَاوِنِيْنَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ فِى الدِّيْنِ وَالْقَائِمِيْنَ بَعْدَهُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ جَزَاكُمُ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْجَزَاءِ جِئْنَا كُمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَا اِلٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَسْاَلُ

رَبَّنَا اَنْ يَتَقَبَّلَ سَعْيَنَا وَيُحْيِيَنَا وَيُمِيْتَنَا عَلَيْهَا وَيَحْشُرَنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ *

তৎপরে হজরতের চেহারা মোবারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আলহামদো ও দরুদ পড়িয়া খোদার নিকট নিজের জন্য, পিতা মাতার জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, ওস্তাদ, বন্ধু বান্ধব এবং যাহারা দোয়ার দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহাদের জন্য এবং সমস্ত জীবের ও মৃত মুসলমানের জন্য দুই হাত তুলিয়া দোয়া চাহিবে। আমিন বলিয়া খতম করিবে।

জিয়ারত শেষ করিয়া মিম্বর ও রওজা শরিফের নিকট উপস্থিত হইয়া দোয়া করিবে ও বহু নামাজ পড়িবে।

হজরত আয়েশার (রাঃ) খুঁটি হজরত আলির খুঁটি, তাহাজ্জোদের খুঁটি ইত্যাদি খুঁটির নিকট দোয়া করিবে।

স্ত্রীলোকেরা রাত্রিতে জিয়ারত করিতে যাইবে। তাহাদের জন্য এরূপ ঘর ভাড়া লইবে। যেখান হইতে রওজা শরিফের গুম্বজ নজরে পড়ে, যদি স্ত্রীলোকদের কোন ওজর উপস্থিত হয়, তবে তথা হইতে রওজা শরিফে জিয়ারত করিবে ও দরুদ ছালাম পড়িবে।

প্রত্যেক দিবস উক্ত তিনটি কবর জিয়ারত করার পরে বকি নামক গোরস্তানের জিয়ারত করিবে।

মছজিদে কোবা মছজিদে বণি কোরায়জা, মছজিদে আবুবকর, মছজিদে ওমার, মছজিদে আলি, মছজিদোল কেবলাতায়েন, ইত্যাদি মছজিদের জিয়ারতকরিবে, তথায় নামাজ পড়িবে।

মদিনা শরিফে থাকা কালে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জমায়াত সহ মছজিদে পড়িবে, এতেকাফের নিয়তে মছজিদে দাখিল হইবে, মছজিদে দাখিল হইয়া বলিবে, আমি যতক্ষণ মছজিদে থাকিব, এতেকাফের নিয়ত করিলাম। মছজিদে কোরাণ শরিফ খতম করা,

রাত্রি জাগরণ করা, অধিক পরিমাণ দরুদ শরিফ পড়া ও মছজিদে জিয়ারত ইত্যাদি উপলক্ষ্যে অনেক সময় থাকা ও তথায় এতেকাফ করা মোস্তাহাব।

যদি সম্ভব হয় তবে সর্ব্বদা হোজরা শরিফ কিম্বা গুম্বজের দিকে নজর করিয়া থাকিবে। তথায় রোজা করা, দান খয়রাত করা, তেলাওয়াত, জেকর ও মোরাকাবা করা মোস্তাহাব। তথাকার অধিবাসিদিগের দিকে সম্মানের চক্ষে দেখা এবং তাহাদের অবস্থার অনুসন্ধান না করা মোস্তাহাব। ওহোদ পাহাড় এবং তথাকার মছজিদগুলির জিয়ারত করা মোস্তাহাব। বৃহস্পতিবারের অতি সকাল বেলা গোসল করিয়া জিয়ারত করিতে যাইবে। যেন মছজিদে নবাবীতে জোহর জামায়াতসহ পড়িতে পারে। আরিছ, গার্ছ, রুমা ইত্যাদি সাতটি কুণ্ডার জিয়ারত করিবে, উক্ত কুণ্ডাগুলির পানিতে গোসল এবং ওজু করিবে।

প্রত্যেক কবর জিয়ারত করার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে,-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَهْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَهْلِ دَارَ قَوْمُ مُؤْمِنِيْنَ. اَنْتُمُ السَّابِقُوْنَ وَنَحْنُ وَاِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَبْشِرُوْا بِاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ . اَوْرَعْتُ عِنْدَكُمْ شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ *

তৎপরে সুরা ফাতেহা, সুরা এখলাছ, কলেমা, দরুদ পড়িয়া ছওয়াব রেছানি করিবে।

হজরত (সঃ) কবর বা কোন কবর জিয়ারতের সময় প্রাচীর স্পর্শ করিবে না, কবরের চারিদকে তওয়াফ করিবে না, কবরের নিকট মস্তক নত করিবে না, মাটি চুম্বন করিবে না, তথায় ছেজদা করিবে না।

হজরতের কবরের দিকে নিতান্ত জরুরত ব্যতীত পিঠ করিয়া দাঁড়াইবে না। যদি মধ্যে কোন অন্তরাল না থাকে, তবে কবরের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িবে না, আর মধ্যে কোন অন্তরাল থাকিলে উহাতে দোষ হইবে না।

মদিনা শরিফ হইতে বিদায় গ্রহণ করার বিবরণ

মদিনা শরিফের সমস্ত জিয়ারত শেষ করিয়া রোখছতের সময় মছজিদে দুই রাক্‌য়াত নামাজ পড়িবে, মেহরাবের ডাহিন দিকে মিম্বরের নিকট উক্ত দুই রাক্‌য়াত নামাজ পড়িলে, ভাল হয়। তৎপরে কবর পাকের জিয়ারত করিবে, তৎপরে দীন দুনইয়া ভালাইর জন্য এবং জিয়ারত কবুল হওয়ার জন্য দোওয়া করিবে।

তৎপরে দরুদ ছালাম পড়িয়া নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে,—

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ هٰذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِنَبِيِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَيَسِّرْ اِلَى الْعَوْدِ اِلَيْهِ وَالْوُقُوْفِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَارْزُقْنِى اَلْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرُدَّنَا اِلٰى اَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ آمِنِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

তৎপরে রোখছত হওয়া কালে রোদন ক্রন্দন করিবে, চক্ষে অশ্রু বর্ষণ করিবে, হজরতের বিচ্ছেদ দুঃখ পরিতাপ করিতে থাকিবে ও খয়রাত করিতে থাকিবে, মদিনা শরিফের খোর্ম্মা খাকে শেফা ও সাত কুণ্ডার পানি সঙ্গে লইবে।

তৎপরে মক্কা শরিফে ফিরিয়া আসিলে ওমরার এহরাম বাঁধিয়া হেরম শরিফে দাখিল হইবে, ওমরা আদায় করিয়া রোখছতের সময় রোখছতের তাওয়াফ করিবে।

তৎপরে নিজের শহরে পৌঁছিয়া-

اٰئِبُوْنَ . تَائِبُوْنَ . لِرَبِّنَا . حَامِدُوْنَ .

"আয়েবুনা, তায়েবুনা লেরাব্বেনা হামেদুনা" পড়িবে।

প্রথমে গ্রামের মছ্জিদে দুই রাক্য়াত নামাজ পড়িবে, পরে নিজের ঘরে দাখিল হওয়ার সময়ে বলিবে।

تَوْبًا تَوْبًا . لِرَبِّنَا اَوْبًا . لاَ يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا *

"তওবান্, তওবান্, লেরাব্বেনা আওবান লাইওগাদেরো আলায়না হওবান" পড়িবে।

তৎপরে দুইরাকয়াত 'তাহিয়াতোল মঞ্জেল' নামাজ পড়িবে।

তৎপরে সমস্ত জীবন নেক কাজে মশগুল থাকিবে।

কতকগুলি দোয়া

জাহাজে উঠিবার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে।

بِسْمِ اللّٰهِ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ . سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

প্রত্যেক মঞ্জেলে ফরজ ও মগরেবে তিন তিন বার করিয়া নিম্নোক্ত দোয় পড়িবে,—

(١) اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *

(٢) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَيَضُرُّ مَعَ اِسْمُهُ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

(٣) عَقَدْتُّ لِسَانَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ دِيْدَ السَّارِقْ بِحُرْمَةِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ *

(٤) سَلاَمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ *

(٥) يَا اَرْضِ رَبِّىْ وَرَبِّكَ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيْكَ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِيْكَ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَاَسْوَدٍ وَمِنَ الْحَيَّةِ الْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ *

কওলোল জমিল উল্লিখিত কোরাণ শরিফের ৩৩টি আয়ত পড়িয়া লইবেন।

সমাপ্ত